পূর্ব্বভাষ।

বঙ্গে স্ত্রীপাঠ্য নীতিপূর্ণ গ্রন্থ বড় বেশী নাই; যে দুচারিখানি আছে, তাহাদের ভাষা এত কঠিন যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত অধিকাংশ রমণীই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ঐ শ্রেণীর কোন কোন পুস্তক আবার এরূপ ভাবে লিখিত যে, তাহা পাঠ করিয়া রমণীগণের সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষা অনেক বেশী হইয়া থাকে। এই সকল কারণে "ললনা-সুহৃদ্" প্রকাশিত করা আবশ্যকীয় মনে করিয়াছি। ইহার ভাষা যতদূরসম্ভব সরল করিয়াছি—অনিবার্য্য কারণ বশতঃ "স্ত্রীশিক্ষা" ও আরও দুই একটী প্রবন্ধের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়াছে; মোটের উপর আশাকরি যে, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া সকলেই ইহা পাঠ করিয়া উপকৃতা হইতে পারিবেন। ললনাগণের বোধ-সৌকার্য্যার্থে স্থানে স্থানে সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া রাখিয়াছি এবং যে স্থানে একটা অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দ ব্যবহার করিলে ভাবগ্রহ করিতে কষ্ট হইবে না মনে করিয়াছি, সেখানে মধ্যে মধ্যে দুই একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। "ললনাসুহৃদ্" অনেকটা নূতন প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। আমি বহু দিবস যাবৎ বঙ্গ-ললনাগণের যে দোষগুলি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, সংশোধনার্থে সে গুলির উল্লেখ করিয়াছি এবং যাহাতে তাঁহারা বিলাসিতা, কৃত্রিমতা, চপলতা প্রভৃতি পাশ্চাত্য-সভ্যতামূলক দোষ-বিবর্জ্জিতা হইয়া সুরমণী, সুভার্য্যা, সুজননী ও সুগৃহিণী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য উপদেশ দিয়াছি। ফলতঃ এই পুস্তক যাহাতে

প্রকৃতপক্ষে ললনাগণের "সুহৃদ্" হইতে পারে, তৎপ্রতি বি
লক্ষ্য রাখিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে একট
কাল্পনিক কথা নাই—সকল গুলি প্রবন্ধই স্ত্রী উপযোগী
গার্হস্থ্য বিষয় অবলম্বনে লিখিত।

আমার লিখিত "স্ত্রীশিক্ষায় দোষ কি?" ও "নব্যব
স্ত্রীশিক্ষা" শীর্ষক এই দুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে ১২৯১ সনের ১
ভাদ্রের "সারস্বত পত্রিকায়" ও ১২৯৪ সনের ৬ই শ্রাব
"দৈনিকে" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "স্ত্রীশিক্ষা" প্র
পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয় অবলম্বনে লিখিত; এমন কি স্থানে স্থানে
প্রবন্ধ দুইটীর ভাষা অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। "শৃঙ্খলা
বন্দোবস্ত" শীর্ষক প্রবন্ধটা ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসের "স
পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; স্থানে স্থানে সামান্য পরিব
করিয়া উহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

আমার জনৈক বন্ধুর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই এই পুস্ত
জন-সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি; এখন ললনা
ইহা পাঠ করিয়া উপকার পাইলে এবং শিক্ষিত সমাজ ইহ
প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলে সকল শ্রম ও অর্থব্যয় স্বার্থক জ্ঞান করিব
এইপুস্তক সম্বন্ধে কেহ কোন উপদেশ প্রদান করিলে, তা
অতি সাদরে গৃহিত হইবে এবং পুনর্মুদ্রণের সময় তদনুসা
কার্য্য করিতে চেষ্টা করিব।

কলিকাতা, ২৫শে মাঘ
১২৯৪। } শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গসাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে দেড়বৎসর পূর্ণ না হইতেই যে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড "ললনাসুহৃদ্" নিঃশেষিত হইবে, ইহা পূর্ব্বেই আশা করি নাই। যাঁহাদের অনুগ্রহে এত শীঘ্র "ললনা-সুহৃদের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইলাম, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই বার "বিবাহ-স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ" "গর্ভিণীর কর্ত্তব্য" ও "উপসংহার বা শেষকথা" শীর্ষক তিনটী সম্পূর্ণ নূতন প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইলে এবং "বিবিধ উপদেশে" অনেক নূতন কথা সংযোজিত হইল এবং প্রায় সমুদায় প্রবন্ধই অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইল। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারও পুস্তক খানা একবারে নির্ভুল করিতে পারিলাম না। "বিবাহ-স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ" প্রবন্ধে ও আরও দুই এক স্থানে দুই একটী ভুল রহিয়া গিয়াছে। মোটের উপর পুস্তকের আকার প্রায় ত্রিশ পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে এবং কাগজ ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল দেওয়া হইয়াছে. কিন্তু সকলের সুবিধার জন্য পুস্তকের মূল্য বাড়াইলাম না—পূর্ব্ববৎ আট আনাই রহিল।

"ললনাসুহৃদ্" সম্বন্ধে কেহ কোন উপদেশ দিলে তাহা সাদরে গৃহিত হইবে এবং সম্ভব হইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টাকরিব।

টঙ্গিবাড়ী, ৩০ শে জ্যৈষ্ঠ
১২৯৬।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র।

—০:০—

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীশিক্ষা	১
স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক	১০
লজ্জাশীলতা	১৮
সম্মানবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান	২১
বিবাহ-স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ	২৯
ভালবাসা	৩৫
চপলতা	৪৮
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৫৪
স্বাস্থ্যরক্ষা	৫৯
সময়ের সদ্ব্যবহার	৬৮
পরিচ্ছদ	৭২
রন্ধন	৭৫
কলহ	৭৭
পরিজনের প্রতি ব্যবহার	৮৬

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষয়	পৃষ্ঠা
গর্ভিণীর কর্ত্তব্য	৯২
জননীর কর্ত্তব্য	৯৫
ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা	১০৪
গৃহিণীর কর্ত্তব্য	১০৬
শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত	১১১
শিল্পশিক্ষা	১১৮
সতীত্ব	১২২
লক্ষ্মীর বচন	১৩২
বিবিধ উপদেশ	১৩৩
উপসংহার বা শেষ কথা	১৪০

ললনা-সুহৃদ।

প্রথম খণ্ড।

স্ত্রীশিক্ষা।

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এই সম্বন্ধে বিস্তর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু প্রশ্নটার এখনও মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না। কারণ এখনও বঙ্গে শত সহস্র ভদ্র পরিবারের নেতাগণকে স্ত্রীশিক্ষার নামে শিহরিয়া উঠিতে দেখা যায়; এখনও সংবাদ ও সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সর্ব্বদা কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে বাস করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, সর্ব্বত্রই বুঝি স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হইতেছে। কিন্তু ইহা কল্পনা মাত্র; বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই এখন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার আদর হয় নাই, শীঘ্র হইবে বলিয়াও বোধহয় না। ফলতঃ যে বাড়ীতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ না করিয়াছে, সে গৃহে স্ত্রীশিক্ষা প্রায় স্থান পায় না। ইহার কারণ আছে; পল্লীগ্রামে হিন্দু সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের অত্যন্ত আধিপত্য; অনেকেই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত

অনুসারে কার্য্য করে; তাঁহারা যে কার্য্যের বিরোধী, অধিকাংশ লোকই তাহার বিরোধী হয়। স্ত্রীশিক্ষা তাঁহাদের নিকট অতি ঘৃণিত পদার্থ, কাজেই অন্যলোকেও উহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ইহার আর একটা প্রধান কারণ আছে। বর্ত্তমান সময়ে অতি কুপ্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে, ইহার কুফলও ফলিতেছে; এই সব দেখিয়া অনেক লোকের এরূপ ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, স্ত্রীশিক্ষা জিনিষটাই খারাপ। সুতরাং আপন আপন কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতিকে লেখাপড়া শিখাইতে অনেকেই ভাল বাসেন না। তাঁহারা কুশিক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, অবশেষে শিক্ষামাত্রকেই দূষিত মনে করেন, এবং শিক্ষার সুফল ও উপকারিতা গুলি দেখিয়াও দেখিতে চান না।

স্ত্রীশিক্ষা উচিত কি অনুচিত, ইহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে, শিক্ষায় মানুষের কি উপকার হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। শিক্ষায় জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, মনের অন্ধকার বা কুসংস্কার দূর হয়, সভ্যতা বিস্তার হয়; দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলি দূরীভূত হয়, মন উন্নত ও প্রশস্ত হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়; সংক্ষেপতঃ শিক্ষায় মানুষকে মনুষ্যত্ব প্রদান করে। সুতরাং সকলেরই শিক্ষার আবশ্যক। এখন যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন "স্ত্রীশিক্ষা উচিত কি না?" তবে আমরা বলিব "উচিত"; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না, সুতরাং যাহার জ্ঞানের আবশ্যক আছে, তাহাকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে শিক্ষা পাইতে হইবে। যদি কেহ বলেন "স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই" তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব স্ত্রীলোকের কি জ্ঞানের প্রয়োজন নাই?" যাহাদিগকে শিশুপা-

লন ও শিশুদিগকে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে হয়, যাঁহাদের উপর সংসারের সমস্ত ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, ইহা নিতান্ত অসার কথা। এখন যাহারা বালিকা, দশ বৎসর পরে তাহারাই মাতা হইবে। সুতরাং কি প্রকারে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কি প্রকারে নৈতিক উন্নতি হয়, এবং শৈশবে কি প্রকার শিক্ষা দিলে, শিশু পরে সুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারিবে, বালিকাগণের ইহা অগ্রেই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই সব উত্তমরূপে শিখিতে ও বুঝিতে হইলেই, লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্যক। ফলতঃ মাতার দোষে যে, আমাদের দেশে অনেক শিশুই অকালে যমালয়ে গমন করে, তাহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন। এই স্থলে ইহা বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, আজকাল যে প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি; কিম্বা কেবল পুঁথিগত বিদ্যাকেই আমরা শিক্ষা বলি না। যে রমণী লেখাপড়ার সহিত গৃহকর্ম্ম, শিল্পকার্য্য, সন্তান পালন, নীতিরক্ষা প্রভৃতিতে দক্ষ হন তিনিই সুশিক্ষিতা, এবং তদ্রূপ শিক্ষাই অভিপ্রেত ও বাঞ্ছনীয়।

বাল্যকালই প্রকৃত শিক্ষার সময়; শৈশবে বালক বালিকাগণের যেরূপ স্বভাব গঠিত হয়, যৌবনে ও বৃদ্ধ বয়সে ও তাহাই থাকিয়া যায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় মন প্রশস্ত ও উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু বাল্যকালে জননীর নিকট বালক বালিকাগণ যেরূপ শিক্ষা পায়, সমস্ত জীবন সে শিক্ষার ফল বর্ত্তমান থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। সে দিন হইতেই সে একটুকু একটুকু করিয়া অনুকরণ করিতে শিখে; মাতা তাহার আদর্শস্থানীয়া। মাকে হাসিতে দেখিলে সে হাসে,

মাতার ম্লান মুখ দেখিলে সে কাঁদে, মা উৎসাহ ও আদর বাক্য বলিলে তাহার আনন্দ হয়, অন্য কেহ তিরস্কার করিলে সে জননীর মুখপানে চাহিয়া কাঁদে; এই প্রকারে শিশু জননীর অনুকরণ করিতে করিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যতই বয়স বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার অনুকরণস্পৃহা বাড়িতে থাকে এবং অজ্ঞাতসারে মাতার দোষগুণ গুলি পাইতে আরম্ভ করে। তখন হইতে মাতাকে অতি সাবধানে চলিতে হয়। সন্তানকে ক্ষুদ্র একটি অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলে মৃদু মন্দ তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলা উচিত; পক্ষান্তরে শিশু সন্তান কোন একটি সৎকার্য্য করিলে, সে জন্য তাহাকে প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। জননীর দোষ গুণে কি প্রকারে সন্তান ভাল মন্দ হয়, "জননীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বিস্তারে আলোচনা করা হইল। ফলতঃ সন্তানকে সৎশিক্ষা দিতে হইলেই, নিজের শিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক; নতুবা এক অন্ধ কি প্রকারে অন্য অন্ধকে পথ দেখাইবে? পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও অবনতি যে মাতার শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, অনেক সুপণ্ডিত ইংরেজ গ্রন্থকার তাহা বিশেষ রূপ দেখাইয়াছেন। * স্কট জন্‌সন্ ক্রম্‌ওয়েল্, ওয়াসিংটন্, নেপোলিয়ান্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের জননীগণ শৈশবে তাঁহাদের হৃদয়ে যে শিক্ষার বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজই সময়ে মহা-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। ফলতঃ ঐ

* Character নামক ইংরাজী গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় ও সিড্‌নিস্মিথের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করুন। গ্রন্থকার।

মহানুভাবগণের জননীগণ সুবুদ্ধি সুশিক্ষিতা ও উদারপ্রকৃতি-বিশিষ্টা না হইলে, তাঁহারা পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তিমান হইয়া যাইতে পারিতেন কি না, সন্দেহ।

স্ত্রীলোক যতই অশিক্ষিতা ও কুসংস্কারপন্না হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও ততই মূর্খ হইতে থাকিবে এবং সমাজ ও সেই হারে অবনত হইবে। পক্ষান্তরে মহিলারা যতই শিক্ষিতা হইবে, পুরুষের অবস্থা ততই উন্নত হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোক এত শিক্ষিতা বলিয়াই ঐ সব দেশ এখন অনেক বিষয়ে পৃথিবীর আদর্শস্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, পুরুষ কখনই অশিক্ষিত থাকিতে পারে না; বরং পুরুষ তাহার ঈশ্বরদত্ত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে গিয়া স্ত্রী অপেক্ষা শত গুণ অধিক শিক্ষিত হইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পুরুষের মঙ্গলের জন্যই স্ত্রীশিক্ষা আবশ্যক। সুবিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকার মিল্ বলিয়াছেন যে, স্ত্রী পুরুষের মঙ্গলামঙ্গল পরস্পরের উপর নির্ভর করে। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরের অবনতি। * ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজকবি টেনিসন্‌ও ঐ ভাবের পোষকতা করিয়াছেন। † তবেই দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা হইলে, আমাদের ও মঙ্গল নাই—আমাদেরও ঐ দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

---

* The time has come, when, if women are not raised to the intellectual level of men, men will be pulled down by the mental level of women. MILL.

† Woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or godlike, bond or free.

TENNYSON.

অনেক স্ত্রীলোক বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; পূর্ব্বে ইহা প্রচলিত ছিল না, সুতরাং ইহার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে, ইহা ভ্রমবিশ্বাস মাত্র। স্ত্রীশিক্ষা ভারতে নূতন জিনিষ নহে ; অতি পূর্ব্বকালেও আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। আমাদের শাস্ত্রে বলে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকে পালন করিবে ও অতি যত্নে শিক্ষা দিবে। লীলাবতী, খনা, গার্গী, শকুন্তলা ও রুক্মিণীর নাম বোধহয় সকলেই জানেন; ইহারা সকলেই অসাধারণ বিদ্যাবতী ছিলেন। লীলাবতী অঙ্ক শাস্ত্রে, খনা জ্যোতিষ শাস্ত্রে, গার্গী বেদে অতি ব্যুৎপন্না ছিলেন। খনার বচন এখনও বঙ্গ পঞ্জিকা শোভা করিতেছে। আর রুক্মিণী যে, তাঁহার স্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিকট চিঠি পত্র লিখিতেন, এবং শকুন্তলা যে ঋষি-কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন, মহাভারত পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। এই সব সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিতেও কেন যে, মহিলারা স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যে দেশে লীলাবতী, খনা, গার্গী, শকুন্তলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিক্ষা করিতে কেন যে অবহেলা করে, তাহা ও বুঝিতে পারি না। একটুকু লেখা পড়া না শিখিলে যে, সাংসারিক কার্য্যের নানা অসুবিধা ঘটে, তাহা সকলেই জানেন। পক্ষান্তরে একটুকু লেখাপড়া শিখিলে, বাড়ীতে একখানা চিঠী আসিলে, তাহার মর্ম্ম অবগত হওয়ার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া মরিতে হয় না, একটা খতের হিসাব বা এই প্রকার কোন ক্ষুদ্র কাজের জন্য পরের খোসামুদী করিতে হয় না, এই প্রকার আরও অশেষবিধ উপকার হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আজ্‌কাল্‌ যে প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতেছে, আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। স্ত্রী পুরু-ষের যে এক প্রকার শিক্ষা আবশ্যক, আমরা তাহা স্বীকার করি না। জগদীশ্বর স্ত্রী পুরুষকে ভিন্ন প্রকারে শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষের পক্ষে যাহা ভাল, তাহা যে সকল অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষেও ভাল হইবে, এই প্রকার ভাবা অন্যায়। জগদীশ্বরই নর নারীকে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বভাবতই মনে হয় যে, স্ত্রী পুরুষের শিক্ষা, দীক্ষা বা কার্য্যপ্র-ণালী যে এক প্রকার হয়, ইহা স্রষ্টার ইচ্ছা নহে। বাহ্যপ্রকৃতি ও ইহাই বলে। স্ত্রীলোক পুরুষ সাজে সজ্জিতা হইলে সুন্দর দে-খায় না—তাহার স্বাভাবিক রমণীয়তা থাকে না। স্ত্রী পুরুষের দোষ গুণের ও সেইরূপ বন্দোবস্ত। পুরুষের পক্ষে 'নির্ভীকতা' একটা গুণ বিশেষ; কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা নিতান্ত দূষণীয় না হইলেও গুণের কথা নহে, ইহা বোধহয় সকলেই স্বীকার করেন। এই প্রকার যে দিকেই দৃষ্টি করা যায়, স্ত্রী পুরুষের পক্ষে এক প্রকার বন্দোবস্ত কোন বিষয়েই ভাল বলিয়া বোধহয় না। শিক্ষা সম্বন্ধে ও এই কথা। আমাদের মতে ললনাগণের শিক্ষার জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। আমাদের কথায় যে অত্যল্প লোকেই কর্ণপাত করিবে তাহা জানি, কিন্তু তবুও কর্ত্ত-ব্যের অনুরোধে কিছু বলিতে হইবে।

আমাদের মতে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য যে রাশি রাশি অর্থব্যয় হইতেছে, তাহা অন্য কোন দেশহি-তকর কার্য্যে ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য। বালিকাবিদ্যালয়ের বিশেষ

কোন আবশ্যকতা নাই। যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে গৃহেই বেশ শিক্ষা হইতে পারে; পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, স্বামী স্ত্রীকে শিক্ষা দিলে, বিদ্যালয়ের শিক্ষাঅপেক্ষা অনেক ভাল হয়। বাল্য-কালে সঙ্গদোষে মনে কোন কুশিক্ষার অঙ্কুর হইলে, পরে যে, উহা মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সমস্ত জীবন শাসন করে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ বিদ্যালয়ে যে সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষা অনেক বেশী হয়, নানা কারণে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত ক্রমেই দেখি-তেছি যে, এই ধারণা অতি সত্য। সুতরাংই আমরা ইহার বিরোধী। যদি বিদ্যালয়ের শিক্ষা নিতান্তই আবশ্যকীয় মনে হয়, তবে অগত্যা বিদ্যালয়ের বন্দোবস্ত অনেক ভাল হওয়া আব-শ্যক; নতুবা কএক বৎসর পর, হয়ত আমাদিগকে এই অপরিণামদর্শীতার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে। নবম বা দশম বৎসরের অধিক বয়স্কা বালিকাদিগকে ত কোন অবস্থাতেই বিদ্যালয়ে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

বালিকাবৃন্দের পাঠ্য পুস্তক ও স্বতন্ত্র শ্রেণীর হওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম শিক্ষার পুস্তক গুলি অবশ্যই এক প্রকার হইবে; কিন্তু একটুকু জ্ঞানজন্মিলেই মহিলাদিগকে তাহাদের উপযোগী পুস্তক দেওয়া কর্ত্তব্য। এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, স্ত্রীলোকদি-গের পুঁথিগত বিদ্যায় বিশেষ প্রয়োজন নাই; যে শিক্ষা তাহারা কার্য্যে পরিণত করিয়া, মনকে উদার, উন্নত ও প্রশস্ত করিতে পারে, তাহাদের সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন। রমণীগণের চিঠি পত্রাদি ও জমা খরচ প্রভৃতি লিখিতে শিখা আবশ্যক। বালিকা বিদ্যালয়ের কুশিক্ষার দোষে বাঙ্গালিনী বিলাসিনী হন, মেম-

সাহেব সাজিতে শিখেন, শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে অবজ্ঞা ও অমান্য করিতে অভ্যস্ত হন্, অথচ মানসিক উন্নতি ও সংসারের কার্য্য সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করাই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য, অনেকেরই তাহা হয় না। কেহ কেহ বিদ্যালয়ে কএক দিবস যাতায়ত করিয়াই নিজকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মনে করেন, গৃহকর্ম্ম সম্পাদনে অবহেলা করা বিদ্যাবতীর লক্ষণ মনে করেন, কাজেই কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অমনোযোগ প্রকাশ করেন। এই প্রকারে অনেক রমণীই অহঙ্কারী, সাহসী, ও ঘোর 'বাবু' হইয়া পড়েন। কোন কোন পুরুষ আপন স্ত্রী কন্যাদিগকে ইংরেজী পড়িতে বাধ্য করেন। আমাদের মতে ইহা অত্যন্ত অন্যায়; ইংরেজী ভাষার কেমন একটুকু গুণ যে,ইহা অভ্যাস করিলে মানুষ একটুকু উগ্র, স্বাধীনতা-প্রিয় ও কৃত্রিম-সভ্যতাযুক্ত হয়। আমরা বঙ্গললনাদিগকে ঐ প্রকৃতিবিশিষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করি না—সুতরাংই তাঁহাদিগকে ইংরেজী পড়িতে উপদেশ দিতে পারিনা। বরং ইংরাজীর পরিবর্ত্তে সংস্কৃত পড়িতে পারেন।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারক সাহেবদের কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় আছে; ঐ সকল বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষাই অধিক হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্ম কিছুই নহে, হিন্দুরা নির্ব্বোধ, খ্রীষ্টান ধর্ম্মই সারধর্ম্ম, বালিকাগণ বিদ্যালয়ে ইহাই শিখে। হিন্দুগণ এইসব জানিয়া শুনিয়া কেন যে শিক্ষার্থ আপন আপন কন্যাদিগকে ঐ সকল স্থানে প্রেরণ করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আর যাঁহারা বাড়ীতে মেম সাহেব আনাইয়া স্ত্রী কন্যাকে শিক্ষা দেন,

তাঁহাদিগকে ও আমরা দূরদর্শী বলিতে পারিনা। আমাদের মতে আড়ম্বর না করিয়া, আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে গৃহে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কি প্রকার পুস্তক স্ত্রীলোকের উপযোগী, কি প্রকার ব্যবহার করিলে স্ত্রীজাতির মঙ্গল হয়, সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়, ও বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

——o——

স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা স্বতন্ত্র প্রকারের হওয়া কর্ত্তব্য; সুতরাং স্ত্রীলোকের পাঠ্যপুস্তক ও স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে স্ত্রীপাঠ্য সদ্‌গ্রন্থের বড়ই অভাব; যে দু চারি খানা আছে তাহার ভাষা এত কঠিন যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোকই তাহার মর্ম্ম সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না; সুতরাং সে সকল পুস্তক দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রথমতঃ রমণীগণের অতি সরল ভাষায় লেখা পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস এই যে, যত কঠিন পুস্তক পড়া যায় ততই ভাল; বস্তুতঃ তাহা নহে। উত্তমরূপে না বুঝিয়া কঠিন পুস্তক পড়া অপেক্ষা, সহজ পুস্তকের সর্ব্বস্থান বুঝিয়া পড়িতে পারিলে অনেক বেশী উপকার ও শিক্ষা হয় এবং সর্ব্বদা সহজ পুস্তক পড়িতে২ এরূপ অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায় যে, পরে অন্যের সাহায্য ব্যতীত অনেক কঠিন পুস্তকের ও ভাব পরিগ্রহ হয়। প্রথম শিক্ষার সময়ে অনেকে স্ত্রীলোকের হস্তে কঠিন পুস্তক প্রদান করেন; ইহাতে

এই ফল হয় যে, পুস্তকের সর্ব্বস্থান বুঝিতে না পারায়, পাঠের ইচ্ছা ক্রমে ২ হ্রাস হইতে থাকে এবং পুস্তকের উপর একপ্রকার বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়। কিন্তু প্রথম শিক্ষা-সময়ে কতকগুলি সরল পুস্তক পাঠ করিলে, নিজের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যায় যে, মনোযোগ সহকারে পড়িলে বোধহয় সকল পুস্তকেরই মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিব। এই জন্যই প্রথম শিক্ষার সময়ে রমণী-গণকে সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি।

স্ত্রীলোকের পুঁথিগত বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অল্প-জ্ঞান জন্মিলেই তাঁহাদের রমণীসুলভ কার্য্য গুলি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; এবং যে শিক্ষায় সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের সুবিধা ও সাহায্য হয়, প্রত্যেক রমণীরই তাহা শিখিতে যত্নবতী হওয়া আবশ্যক। যে সকল পুস্তকে স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীর পালন, গৃহিণীপণা, রন্ধন, শিল্প ইত্যাদি স্ত্রীলোকের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির আলোচনা আছে, সকল মহিলারই মনোযোগ সহকারে সে সব গ্রন্থ পাঠ করা উচিত; স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের ললনাগণ এবিষয়ে বড় উদাসীন। কি প্রকারে আপনার ও শিশুর শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক তাহা জানেন না, জানা আবশ্যক ও মনে করেন না। এই জন্যই আমাদের দেশে অনেক বালক বালিকা শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিম্বা চিরজীবন রুগ্ন শরীরে অতিবাহিত করে। রমণীগণ এবিষয়ে একটুকু মনোযোগী হইলে, এইপ্রকার মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চয়ই কমিতে আরম্ভ হইবে। এ বিষয়ে মহিলাদিগকে বিশেষ দোষী বলা যায় না; কারণ,

আহারের একটুকু অনিয়ম হইলে, স্নানের সময় একটুকু অধিক সময় জলে থাকিলে, আর্দ্র শয্যায় বা আর্দ্র শরীরে অধিকক্ষণ থাকিলে কিম্বা এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচারেই যে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও হইতে পারে, ইহা তাঁহারা জানেন না। "শরীর পালন" "স্বাস্থ্যরক্ষা" প্রভৃতি পুস্তক গুলি পাঠ করিলেই এবিষয়ে চৈতন্য হইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণেও যে কঠিন পীড়া জন্মিয়া প্রাণনাশ করিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইবেন। অতএব নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি আশু সুখপ্রদ পুস্তক অবহেলা করিয়া, সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠ করা একান্ত আবশ্যক।

তারপর কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত। লোক চরিত্র না শিখিলে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না; কেবল রামায়ণ ও মহাভারত পড়িলে লোকচরিত্র বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান জন্মিবে, অপর দুই তিন শত পুস্তক পাঠেও তাহা হইবে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই—অন্য কোন ভাষায় আছে? বলিয়াও বোধহয় না। উহাদের ভাষা যেমন সরল, বিষয় গুলি তেমন শিক্ষাপ্রদ; পড়িতেও অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। রামায়ণ মহাভারতে নাই, এমন জিনিষ নাই। ইতিহাস, উপন্যাস, কৌতুক, জীবন-চরিত, সবই আছে; উহা পড়িবার সময় কখন হাসিবে, কখন কাঁদিবে, কখন ক্রোধ হইবে, কখন দয়ায় মন গলিয়া যাইবে, কখন বা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া উহা লইয়াই বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইবে। রামায়ণ, মহাভারত পড়িলে জ্ঞান জন্মিবে, চক্ষু ফুটিবে, পৃথিবীতে কতপ্রকার লোক আছে, ও কত প্রকার ঘটনা

হইতে পারে, তাহা সুন্দররূপ বুঝিতে পারিবে, এবং অজ্ঞাতসারে মন উন্নত ও উদার হইবে। ইহা ছাড়া, কি প্রকারে ধার্ম্মিকেরা ঘোর বিপদে পড়িয়া ও রক্ষা পান, কিরূপে অধার্ম্মিক নানা লাঞ্ছনা ভোগ করে, কিরূপে সতী মহাবিপদে পড়িয়া ও সতীত্ব-রত্ন রক্ষা করে ও স্বর্গে যায়, কিরূপে কুলটাগণ অল্পকাল সুখে থাকিয়া পরে নরক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, কিরূপে দুষ্টলোক মিষ্টবাক্যে অন্যকে ভুলাইয়া প্রতারণা করে ও কুপথে লইয়া যায় ইত্যাদি সমুদয় কথা রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। বৃদ্ধেরা বলেন যে, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করিলে বা উহার কথা শুনিলে, সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়; ইহা নিতান্ত মিথ্যা নহে। এই মহা-পুস্তকদ্বয়ে অনেক দেবতুল্য লোকের বর্ণনা আছে; তাঁহাদের সৎকার্য্যাবলী ও ধর্ম্মনিষ্ঠার বিষয়, জানিতে পারিলে বাস্তবিকই মনের কুপ্রবৃত্তি গুলি দূরে পলায়ন করে এবং সৎপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, আর মন পবিত্র ও প্রশস্ত হয়। ফলতঃ রামায়ণ, মহাভারত পাঠে নিতান্ত পাষণ্ডের মন ও গলিয়া যায়।

রামায়ণ, মহাভারতের এত গুণ আছে বলিয়াই আমরা ললনাগণকে উহা পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধিকাংশ রমণীই উহা নীরস মনে করিয়া পড়িতে বড় ভালবাসেন না। কেহ কেহ ত পুস্তকের আকৃতি দেখিয়াই ভীতা হন। ফলতঃ যদি মহিলাগণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া একবার পড়িতে আরম্ভ করিতে পারেন, তবে দেখিবেন যে, উহা বাস্তবিক নীরস নহে। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, নাটক, উপাখ্যান ও নানা অসার পুস্তক

পাঠে যত আমোদ ও তৃপ্তি বোধ হয়,রামায়ণ, মহাভারত পাঠে তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক আমোদ পাইবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে অনেক সুশিক্ষা ও হইবে। আর একটী কথা এই যে, রামায়ণ, মহাভারতের বিষয় লইয়া ভাল ভাল অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে আলোচনা হইয়া থাকে; সুতরাং উহার ঘটনাগুলি জানা না থাকিলে,অনেক বিষয় ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় না। আশাকরি রমণীগণ এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-দ্বয়ের উপর আর বিষ-নয়নে দৃষ্টি করিবেন না।

রামায়ণ, মহাভারত পড়া শেষ হইলে, ললনাগণ দেশীয় ও বিদেশীয় সতী, সাধ্বী ও সদাশয়া রমণীগণের জীবন-চরিত পাঠ করিবেন। সাধু ও কৃতকর্ম্মা লোকের জীবনী পাঠের অশেষ গুণ; সৎ লোকের জীবন-চরিত পাঠ করিলে মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে, নিজের দোষ ও অভাব গুলি সুন্দর রূপ বুঝিতে পারাযায়, স্বভাবতই জীবনচরিতে বর্ণিত নায়ক নায়িকার ন্যায় হইতে ইচ্ছা হয়, কাজেই অজ্ঞাতসারে অনেক সৎশিক্ষা হয়, মন উন্নত ও উদার হয় এবং মানসিক তেজ বৃদ্ধি প্রাপ্তহয়। স্বদেশের বিবরণ ও কিছু জানা আবশ্যক; আমাদের দেশ কত বড়, ইহাতে কত প্রকার লোক বাস করে, কোন্ স্থানের লোক কেমন, দেশের রাজা কে, পূর্ব্বেই বা কে রাজা ছিল, ইহাতে কতগুলি বড় বড় নগর আছে ইত্যাদি মোটামুটী কথা গুলি জানা না থাকিলে, নিজকে কূপে পতিত ভেকের ন্যায় বোধ হয়। ভূগোল ও ইতিহাস পড়িলেই এই সব জানা যায়; তবে স্ত্রীলোকদের যে ভূগোল, ইতিহাসে সম্যক অধিকার থাকা আবশ্যক, আমরা এরূপ মনে করি না। ভূগোলের সাধারণ

বিষয় গুলি, আর ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ইতিহাসের প্রধান ঘটনাগুলি জানা থাকিলেই সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট। ভিন্ন দেশের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে, পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা অন্য কাহারও নিকট মৌখিক একটুকু একটুকু শ্রবণ করিলেই হয়। তবে যাঁহাদের পারিবারিক অবস্থানুসারে গৃহকর্ম্মে মোটেই হস্তক্ষেপ করিতে হয় না, তাঁহাদের পক্ষে স্বদেশ ও ভিন্নদেশের ইতিহাস, পৃথিবীর বিবরণ ইত্যাদি পাঠকরা ভাল; কারণ বিনাকার্য্যে বসিয়া থাকা সর্ব্বপ্রকারে অন্যায় ও নীতি-বিরুদ্ধ।

ইহার পর নাটক, উপন্যাস। নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি কৌতুকপ্রদ পুস্তক রমণীগণের পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে মন চঞ্চল, অগভীর ও কৌতুকপ্রিয় হয়; নানা প্রকার অস্বাভাবিক ভাব আসিয়া মনের উপর প্রভুত্ব করে; আর বিলাসিতা, আশু-সুখেচ্ছা ও কৃত্রিমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নাটক, উপন্যাস পাঠে কোন উপকার নাই, এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক বলিয়া রমণীগণের উহা অপাঠ্য। তবে ইচ্ছা হইলে 'বিষবৃক্ষ,' 'স্বর্ণলতা', 'সরোজিনী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতার বনবাস' 'শকুন্তলা' প্রভৃতির ন্যায় নাটক উপন্যাস, আর কাব্যাদির মধ্যে 'পলাশীরযুদ্ধ', 'সদ্ভাবশতক', 'নির্ব্বাসিতা-সীতা' ইত্যাদি পড়িতে পারেন। এই স্থলে ইহা বলা আব-শ্যক যে, বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় পুস্তক কোন বুদ্ধিমতী রমণীরই পড়া কর্ত্তব্য নহে।

'প্রভাতচিন্তা' 'ধর্ম্মনীতি' 'নিভৃতচিন্তা' 'মানবতত্ত্ব' এইসব অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ. কিন্তু উহাদের ভাব ও ভাষা তাদৃশ সরল নহে;

সুতরাং স্ত্রীলোকের পক্ষে ঐ গুলি তত উপকারী নহে। তবে যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের ঐ পুস্তক কয়খানা একবার পড়া ভাল—না পড়িলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে, এমন অবশ্য বলি না। সংবাদপত্র পড়া কর্ত্তব্য কিনা, দুই একটী রমণী এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে, রমণী-গণের রীতিমত খবরের কাগজ বা সাময়িক পত্র পড়ার আবশ্যক নাই, সকলের পক্ষে এত অবকাশ ও ঘটিয়া উঠে না। তবে গৃহকার্য্য শৃঙ্খলারূপে সম্পন্ন করিয়া অবকাশ পাইলে, রমণীগণের উপকারার্থ যে সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য বটে।

পুস্তক পাঠ সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিব। অনেকে কি প্রকারে পুস্তক পাঠ করিতে হয় তাহা জানে না, কাজেই পাঠ করিয়া বিশেষ ফল ও পায় না। পাঠের সময় বর্ণবিন্যাস, কমা, সিমিকোলন ইত্যাদি চিহ্ন ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোনস্থান বুঝিতে না পারিলে, মনোযোগ সহকারে তাহা পুন-রায় পড়িতে হয়, তাহাতে ও বুঝিতে না পারিলে পাঠ শেষ না করিয়া ক্রমাগত পড়িয়া যাওয়া ভাল। এইরূপ করিলে কঠিন স্থানের ভাব পরে আপনিই বুঝিতে পারা যায়। অনেকে একটু না বুঝিতে পারিলে, একবারে হতাশ হইয়া বই বন্ধ করেন; তাহা ভাল নহে। এইরূপ করিলে সে কখনও কিছু শিখিতে পারে না। যদি বহু চেষ্টা করিয়া ও কোন স্থান হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার, তবে সেস্থানে একটা চিহ্ন দিয়া রাখ; পরে সুবিধামত অন্যের নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লও। পুস্তকের কোন্‌ স্থানটা ভাল হইয়াছে, কোন্‌ স্থানটা মন্দ হইয়াছে এবং কিপ্রকার হইলে ভাল

হইত, ইত্যাদি বিষয় নিজে মনে মনে বিচার করিতে চেষ্টা করিও এবং ভাল বিষয়গুলি শিখিয়া ফেলিও। এইরূপে এক খানা পুস্তক পড়িলে যত শিখিতে পারা যায়, অমনোযোগ ও ব্যস্ততার সহিত পঞ্চাশ খানা পুস্তক পড়িলেও তত শিখিতে পারা যায় না।

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, পুস্তক নির্ব্বাচন করা অতি কঠিন কাজ; যাঁহাদের হস্তে স্ত্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার আছে,তাঁহারা যেন বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করেন। পুস্তক নির্ব্বাচনের উপর অনেক নির্ভর করে। আমরা জানি, কেহ কেহ শুধু আমোদের জন্য আপন আপন স্ত্রীকে অতি জঘন্য পুস্তক পড়িতে দেন; ইহার ন্যায় মূর্খতা আর নাই। পুঁতি গন্ধময়, গলিত কিম্বা কোন প্রকার কুভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে যেরূপ শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইয়া শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ও কান্তি নষ্ট করে, সেরূপ কুরুচিপূর্ণ, অপাঠ্য পুস্তক পাঠ করিলে মনের স্বাভাবিক তেজ ও সদ্ভাব লোপ হইয়া যায় এবং মনে কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়। সুস্থ ও সবলকায় হইতে হইলে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, মন পবিত্র, উন্নত ও উদার করিতে হইলেও সেরূপ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক। সকলের মনে রাখা আবশ্যক যে, পুস্তকের গুণে মানবী দেবী হয়, আবার পুস্তকের দোষে দেবী পিশাচী হয়।

লজ্জাশীলতা।

স্ত্রীলোকের লজ্জা একটী সুন্দর অলঙ্কার। চিক, বালা ইত্যাদি গহনা ব্যবহার করিলে যেরূপ সৌন্দর্য্য একটুকু বৃদ্ধি হয়, লজ্জাবোধ থাকিলেও রমণীগণকে সেরূপ সুন্দর দেখায়। সকলেই জানেন যে, একটী লজ্জাহীনা, সাহসী স্ত্রীলোক দেখিলে মনে মনে তাহার উপর একটুকু রাগ ও ঘৃণা হয়; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় একটি রমণী দেখিলে তাহার প্রতি সাধারণতই ভক্তি হয় এবং সেই লজ্জাযুক্ত মনোহর ভাবটী তাহার সৌন্দর্য্য শত গুণ বৃদ্ধি করে। পরমেশ্বর পুরুষকে সাহস, উদ্যম, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা দিয়া ও স্ত্রীলোককে লজ্জাশীলতা, কোমলতা, ভীরুতা, স্নেহমমতা ও পর-দুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষের সাহস, উদ্যম প্রভৃতি না থাকিলে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া পড়েন, আবার স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা, কোমলতা প্রভৃতি গুণগুলি না থাকিলেও তাঁহারা পুরুষের ন্যায় উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট হন। বলা বাহুল্য যে, ইহার কিছুই ভাল নহে। জগদীশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণের অঙ্কুর দিয়াছেন; প্রত্যেকেরই সেই গুলি বৰ্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লজ্জা স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ; যে রমণী ইচ্ছা করিয়া এই ভূষণ ত্যাগ করে, তাহাকে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। আর যে লজ্জাভূষণ ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করিয়া রাখে, ভগবান তাহাকে সুখে ও সচ্ছন্দে রাখেন।

লজ্জার অনেক গুণ; লজ্জা বোধ থাকলে মানুষ প্রায়ই ধীর, স্থির, গম্ভীর ও সৎস্বভাবান্বিত হয়। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকের মুখ হইতে প্রায় কুকথা বাহির হয় না; পরনিন্দা, কলহ করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলিও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। লজ্জার আর একটা প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে মানুষকে কুপথে যাইতে দেয় না; কখন কোন প্রকার কুকার্য্য করিতে ইচ্ছা হইলে লজ্জা তাহাতে বাধা জন্মায়। নির্লজ্জতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড়ই দোষের কথা; লজ্জাহীনা রমণীরা প্রায়ই অস্থিরা, চঞ্চলা ও কলহপ্রিয়া হয়। পরের নিন্দা করিতে ও পরের কুৎসা গাইতে ইহারা বড়ই তৎপরা; অতি সহজেই ইহাদের চরিত্র কলুষিত হইয়া যাইতে পারে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই নির্লজ্জতায় উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমরা জানি অনেক অপরিণামদর্শী যুবক, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া, লজ্জাহীনতাকে সভ্যতার চিহ্ন মনে করেন এবং তদনুসারে ইহাতে প্রশ্রয় দেন। বলা বাহুল্য যে, ইহারা অতি ভ্রান্ত। পরিবারস্থ কোন বালিকা লজ্জাহীনা হইলে, গৃহিণীগণের শাসন করা কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

অনেক স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়াই একটু লজ্জাহীনা হইয়া পুরুষের সহিত রসিকতা করিতে ভালবাসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, লজ্জাত্যাগ করিয়া মন খুলিয়া কথা বলিলে, পুরুষেরা তাঁহাদিগকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিবে। ইহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। বুদ্ধিমান পুরুষেরা লজ্জাহীনা, রহস্যপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের সহিত আলাপ করিবার সময় যদিও মুখে কিছু বলেন না বটে.

কিন্তু মনে মনে তাহাদিগকে নিতান্ত হেয় ও অসার জ্ঞান করেন। কবেট নামক একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, চপলা ও রহস্য-প্রিয়া স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ করিয়া অনেক পুরুষ সুখানুভব করে বটে, কিন্তু মনে মনে এরূপ স্ত্রীলোককে কেহই ভালবাসে না এবং তাহাদের স্ত্রীরা ঐরূপ আমোদপ্রিয়া হয়, এরূপ কেহ ইচ্ছা করে না। বস্তুতঃ যাহারা গাম্ভীর্য্য রাখিয়া রসিকতা করিতে জানে না, তাহাদের রসিকতা করিতে যাওয়াই অন্যায়।

কোন কোন স্ত্রীলোক নূতন রকমের লজ্জা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহারা ভাই, পিতা, কাকা, দেবর প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনকে দেখিলে লজ্জায় গলিয়া যান, অথচ অপরিচিত পুরুষ ও অভ্যাগত ব্যক্তির নিকট নিতান্ত নির্লজ্জতার পরিচয় প্রদান করেন; এমন কি উহাদের নিকট গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া ঝগড়া করিতেও কুণ্ঠিত হন্ না। কেহ কেহ আবার স্বামী, শ্বশুর বা ভাসুরকে দেখিলে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন; ইহাতে যে লজ্জার পরিচয় অপেক্ষা নির্লজ্জতার পরিচয় অধিক দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। একটী স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, সে তাহার রাস্তার পার্শ্বস্থ গৃহের বারান্দায় গিয়া সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া থাকিত। অনেক পথিক তাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও তীব্র রহস্য করিয়া চলিয়া যাইত, ইহাতে রমণীর লজ্জা বা অপমান বোধ হইত না; কিন্তু নিজ গৃহের লোক কিম্বা আত্মীয় স্বজন কাহাকে সে রাস্তায় আসিতে দেখিলে সে অমনি ব্যস্ততার সহিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। ইহা যে কিরূপ লজ্জা, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা এরূপ

লজ্জার প্রশংসা করিতে পারি না, বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লজ্জার অনেক গুণ; লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে সকলেই ভয়,ভক্তি ও সম্মান করে,এবং কোন অন্যায় কথা বলিলে তাঁহারা পাছে লজ্জিতা বা দুঃখিতা হন্, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলেই তাঁহাদের নিকট অতি সাবধানে কথা বার্ত্তা বলে। কিন্তু লজ্জাহীনা স্ত্রীলোককে কেহই গ্রাহ্য করে না; ইহাদের সম্মুখে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে, এমন কি দাস দাসীরা পর্য্যন্ত ইহাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কথা বলে না। চাণক্য পণ্ডিত ও নির্লজ্জা কুলস্ত্রীগণের নিন্দা করিয়াছেন। ভারত-ললনাগণ চিরকালই লজ্জাশীলা বলিয়া প্রশংসা পাইয়া আসিতেছেন। আশাকরি তাঁহারা লজ্জারূপ মহারত্নের আদর করিবেন এবং যে সকল স্ত্রীলোক লজ্জাভূষণে জলাঞ্জলি দেয়, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন।

—•—

সম্মান-বোধ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান।

কি প্রকার ব্যবহার করিলে নিজের, স্বামীর ও পরিবারের সম্মান বজায় থাকে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক তাহা জানে না। এই অজ্ঞতা অনেক সময় নানা অসুখ ও অশান্তির কারণ হয়। প্রত্যেক মহিলারই এই বিষয়ে যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। সম্মান-বোধ না হইলে উন্নতি হয় না। আর যে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে না পারে, পরে তাহাকে কখনই সম্মান করে না। কর্ত্তব্যজ্ঞান না জন্মিলে সম্মান-বোধ হয় না। কি

প্রকার অবস্থায় চলা উচিত, কি প্রকার আচরণ করিলে সম্মান বজায় থাকে, কোন্ শ্রেণীর লোকের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এই সব জানা থাকিলে সম্মানবোধ আপনিই হইবে। আমাদের দেশে অনেক ধনী পরিবারে দেখিয়াছি যে, দাস দাসীরা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে যথোচিত মান্য করে না—মান্য করা কর্ত্তব্য ও মনে করে না। উহারা বাটীর স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে, যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ ব্যবহার করে, এমন কি সময়ে সময়ে ঠাকুরাণীদিগকে দুই একটা কার্য্য করিতে ও আদেশ প্রচার করে। একটু শঙ্কিত হইয়া যে হুকুম দেয়, এমন ও নহে; কর্ত্তা যেরূপ ভৃত্যকে আদেশ করে, অনেকটা সেরূপ ধরণে আজ্ঞা দেওয়া হয়। বঙ্গ-ললনাগণের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জার কথা।

দাস দাসীরা এরূপ ব্যবহার করে বলিয়া তাহাদিগকে বিশেষ দোষী বলা যায় না। রমণীগণের ব্যবহারের দোষেই উহারা এইরূপ কুশিক্ষা পায়। ললনাগণের সম্মানবোধ নাই, তাঁহারা আপন মান বজায় রাখিতে জানেন না এবং কি প্রকার ব্যবহার করিলে দাস দাসীরা তাঁহাদিগকে ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিবে ইহা তাঁহারা অবগত নহেন বলিয়াই ভৃত্যগণ তাঁহাদের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে সাহসী হয়। কি প্রকার ব্যবহার করিলে সম্মান রক্ষা হয়, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

তুমি যাহার নিকট হইতে সম্মান ও ভক্তি পাইতে ইচ্ছা কর, তাহার সহিত দীর্ঘসময় আলাপ করিও না এবং আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত একটী কথাও বলিবনা। ব্যস্ততা প্রকাশ না করিয়া

অতি ধীর, স্থির, ও গম্ভীর ভাবে আলাপ করিও, কোন প্রকার চপলতা প্রকাশ করিও না; বিশেষ কারণ ব্যতীত তাহার সহিত হাস্য, পরিহাস বা কৌতুক করিও না, সে করিতে চাহিলে ও তাহাকে নিরস্ত করিও। তাহার কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য বা অন্যায় ব্যবহার দেখিলে, তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার বা অন্য প্রকারে শাসন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিও। তাহার দোষ গুণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, এবং তুমি যে তাহার মঙ্গলের জন্য যত্ন কর এবং তাহার মনের গতি সহজেই বুঝিতে পার, ইহা তাহাকে মধ্যে২ জানিতে দিও। কিন্তু তুমি যেসকল দোষের কথা জানিলে তাহার লজ্জা ও ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা জান বলিয়া তাহার নিকট প্রকাশ করিও না। সে তোমাকে কোন প্রকারে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে, সেজন্য তাহাকে একটু লজ্জা দিও; কারণ তুমি তাহার ধূর্ত্তামি বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা বুঝিতে না পারিলে সে তোমাকে বুদ্ধিমতী বিবেচনা করিবে না, কাজেই তোমার প্রতি তাহার ভক্তি ও সম্মান থাকিবে না।

কোন ব্যক্তি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিলে, নিজে পারিলে তৎক্ষণাৎ শাসন করিয়া দিও, নতুবা শাশুড়ী, স্বামী বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা শাসন করাইও; নীরবে সহ্য করিওনা। কতকগুলি গুরুতর অপরাধ আছে, তাহা মাপ করিলে বা নীরবে সহ্য করিলে, মহাক্ষতি হয় এবং সম্মান হ্রাস হয়। সুতরাং সকল অবস্থায় ক্ষমাশীলা হওয়া গুণের বা প্রশংসার কথা নহে, মহিলাগণ যেন ইহা মনে রাখেন। ফলতঃ—যে নিজের মান নিজে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না করে, তাহাকে কেহই ভয়, ভক্তি

ও সম্মান করে না। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, "নিজের মান নিজে রাখ, কাটা কান চুল দিয়া ঢাক" ইহা অতি সার কথা; তুমি যদি দাস দাসী বা অন্য কোন নীচ ব্যক্তির সহিত একাসনে বসিতে অপমান বোধ না কর, তুমি যদি তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে ভালবাস, তুমি যদি তাহাদের সহিত মন খুলিয়া আলাপ করিতে লজ্জা বোধ না কর, তুমি যদি তাহাদিগকে অন্যায় কার্য্য বা কুব্যবহার করিতে দেখিলে শাসন না কর, তবে তাহারা তোমাকে কেন ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিবে? যে নিজের ব্যবহারের দ্বারা পরের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র না হইতে পারে, পরে সাধ করিয়া কখনই তাহাকে মান্য করে না।

কতকগুলি স্ত্রীলোক আবার এরূপ বুদ্ধিমতী যে, তাহারা দাস দাসী প্রভৃতির সহিত ঝগড়া করিতেও লজ্জা বা অপমান বোধ করে না। ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি যদি কর্ত্রী হইয়া ভৃত্যবর্গ শাসনে রাখিতে অপারগ হও, তুমি যদি ভদ্রমহিলা হইয়া সামান্য দাস দাসীর সহিত কলহ করিতে যাও, তবে তোমার সম্মান থাকে কৈ? দাস দাসী প্রভৃতি, তোমার অধীনস্থ লোক; উহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, তজ্জন্য শাসন কর; যদি শাসনেও সংশোধন না হয়, তবে অগত্যা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও। নীচ ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিয়া নিজের মান খর্ব্ব কর কেন? উহাদের সহিত তোমার ঝগড়া করা কি শোভা পায়? আর উহারা যে সাহস করিয়া তোমার সহিত ঝগড়া করিতে আসে, সেও যে তোমার দোষে। তোমরা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় মনে

রাখিয়া এবং আত্ম সম্মান বজায় রাখিতে যত্নবতী হইয়া উহাদের সহিত ব্যবহার কর, তবে উহারা নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভয় ও সম্মান করিবে, এমন কি তোমাদের সহিত অধিক কথা বলিতেও সাহসী হইবে না।

যাহার তাহার সহিত অত্যধিক আত্মীয়তা করিতে যাওয়া ও অন্যায়; সম-অবস্থার লোকের সহিত মেশামেশি করা সঙ্গত। নতুবা সম্মান থাকে না। দেখিয়াছি, অনেক ভদ্র ললনা ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সহিত সৌহৃদ্য করিতে যত্নবতী হন; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতে হইবে, এমন কথা অবশ্যই বলিতেছি না; ইহাদিগকে যত ইচ্ছা ভালবাস, উপযুক্ত আদর কর, সর্ব্ব বিষয়ে উপদেশ দেও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহাদিগের সহিত অনেক মেশামেশি করিলে, প্রকৃতি নীচ ও অনুদার হয়; লোকেও সম্মান করে না।

এইত গেল নিজের সম্বন্ধে; এখন কি প্রকার ব্যবহার করিলে স্বামীর ও পরিবারের সম্মান থাকে, সে সম্বন্ধে কএকটী কথা বলিব। স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া চলা প্রত্যেক স্ত্রীরই একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক রমণী এবিষয়ে বড় উদাসীন। স্বামী ধনবান ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হইলে স্ত্রীর একটুকু 'বাবু' হইলে দোষ নাই, বরং সময়২ হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। স্বামী মধ্যবিত্ত-অবস্থাসম্পন্ন কিম্বা দরিদ্র হইলে স্ত্রীর চাল চলতি ও তদনুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে, ধনীর স্ত্রী নিতান্ত দরিদ্রের চালে চলিলে ও যেরূপ সম্মান বজায় থাকে

না, সেইরূপ দরিদ্রের স্ত্রী বিলাসপ্রিয়া হইলেও লোকে উপহাস করে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলিলে সম্মান ও রক্ষা হয় লোকে ও প্রশংসা করে।

একটী ধনী ও শিক্ষিত লোকের স্ত্রী সর্ব্বদা অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন ও নিতান্ত দরিদ্রের ন্যায় চলিতে ফিরিতে ভালবাসিতেন; স্বামীর তাহা ভাল লাগিতনা। বন্ধু বান্ধবেরাও এজন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন; এমন কি শ্বশুর বাড়ীও তিনি সুখে কাটাইতে পারিতেন না; শালীরা উপহাস করিয়া বলিতেন "আপনার স্ত্রীকে দেখিলে কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী বলিয়া বোধ হয় না।" এসবকারণে ঐ ভদ্রলোকটী স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তিনি মধ্যে২ স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু স্থায়ী ফল হইত না। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ব্যবহার ভাল নহে। আমরা ললনাগণকে বিলাসিনী হইতে বলি না; কিন্তু স্বামীর সম্মান বজায় রাখিতে যতটুকু বিলাসিতা আবশ্যক, আমাদের মতে প্রত্যেক মহিলার তাহা থাকা ভাল।

স্থানের অল্পতা বশতঃ অনেক ভদ্রলোকেরই বহির্ব্বাটী অন্দরবাটীর অতি নিকট থাকে। এইকারণ বশতঃ কর্ত্তা বাবুদিগকে অনেক সময় মহা লজ্জা পাইতে হয়। অনেক স্থানে দেখিয়াছি, বাহের বাটীতে বাবু বন্ধু বান্ধবের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বাটীর মধ্যে হয়ত রাম রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, না হয় মেয়েরা এত উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করিতেছেন যে, বাহির বাটীর প্রত্যেকেই তাহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইতেছেন। বাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেছেন,

কিন্তু মেয়েদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। হয়ত বাবু যে লজ্জা পাইতেছেন আর তাহাদিগকেও যে লোকে নিতান্ত অসভ্য মনে করিতেছে তাহাও তাহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। কোন২ রমণী আবার জানালা দিয়া কিম্বা ছাদে উঠিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া রূপ দেখাইতে এবং চপলতা ও নিলর্জ্জতা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হন না। বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে, শিক্ষিত পুরুষেরা এরূপ স্ত্রীলোকদিগকে নিতান্ত অশিক্ষিতা ও নির্লজ্জ মনে করেন এবং ইহাতে স্বামীর ও পরিবারের সুনামের খর্ব্বতা হয়, কাজেই পরিবারের সম্মান হ্রাস হয়।

দরিদ্র ঘরের মেয়েরা সম্পন্ন পরিবারে বিবাহিতা হইলে, অনেক সময় এরূপ ব্যবহার করিয়া বসেন যে, তাহাতে স্বামীর ও শ্বশুরের সম্মানের লাঘব হয়। ফলতঃ সকল কথা এই স্থানে বলা সম্ভব নহে; পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ এরূপ থাকিলে সাবধান হইবেন। কোন২ রমণী আবার এরূপ উদাসীন যে, নিজ পুত্র কন্যাদিগকে কখন২ নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বা কোন বহুজনাকীর্ণ স্থানে এমন জঘন্য পোষাকে প্রেরণ করেন যে, তজ্জন্য স্বামীকে অত্যন্ত লজ্জা ও মনোকষ্ট পাইতে হয়।

এমনও দেখিয়াছি যে, বাড়ীতে একটী ভদ্রলোক আসিলে অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া অতি অপরিষ্কার ও অসম্পূর্ণ পোষাকে চলিয়া যাইতে একটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেনা। ইহার অনেক দোষ; ইহাতে স্বামী বা গৃহকর্ত্তার সম্মানের খর্ব্বতা হয়, তাহাদিগকেও লোকে নিতান্ত নোংরা ও লজ্জাহীন মনে করে। প্রত্যেক মহিলারই আত্ম-সম্মানের সহিত পারিবারিক সুনাম সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পারিবারিক

সম্মান বজায় রাখিতে হইলে, পরিবারস্থ প্রত্যেকের মান অপমানকে নিজের মান অপমানের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে, এবং যাহাতে কেহ কোন প্রকার অসম্মানিত বা লাঞ্ছিত না হয়, সেই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমরা জানি কতকগুলি নীচাশয়া স্ত্রীলোক আছে তাহাদের সহিত পরিবারস্থ, কাহার সহিত কোন প্রকার মনোবাদ বা শত্রুতা থাকিলে, তাহারা তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিতে ব্যস্ত হইয়া তাহার নামে নানা মিথ্যা কথা প্রচার করে, এবং যাহার তাহার নিকট তাহার কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করে; প্রতিশোধ লইবার জন্য হয়ত সেও ঐ মিথ্যাবাদিনীর নামে অনেক মিথ্যা কথা বলে। একজনকে অপদস্থ করিতে গিয়া তাহারা যে পারিবারিক সম্মান ও সুনামে কলঙ্ক আরোপ করিয়া বসে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। যদি পারিবারিক সম্মান ও সুনাম বৃদ্ধি করিতে চাও, তবে প্রাণান্তেও একে অন্যের দোষের কথা বাহিরের লোককে জানিতে দিওনা; মনে রাখিও যে পরিবারস্থ একে অন্যের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না করিলে, পারিবারিক সম্মান কখনই বৃদ্ধি হইতে পারে না।

বিবাহ-স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ।

বিবাহ সমাজের প্রধানতম বন্ধন পিতা,মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি যাবদীয় সম্বন্ধের মূলেই বিবাহ। যতদিন মানব বিবাহ সূত্রে বন্ধন না হয়, ততদিন সে স্বাধীন, ততদিন তাহার সংসারের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারেনা। কিন্তু বিবাহের দিন হইতে মানুষ প্রকৃত সংসারী হইল, সেইদিন তাহার স্বাধীনতা খর্ব্ব হইল, সেইদিন হইতে তাদের পরের স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সহিত আপনার স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। সেইদিন হইতে তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। একটী যুবক একটী অপরিচিতা বালিকাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, এবং বালিকাটীও একটী অপরিচিত যুবককে আপনার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া আত্মসমর্পন করিতেছে এবং স্বামীর অদৃষ্টের সহিত আপনার অদৃষ্ট মিশাইতেছে। কেহ কাহার বিষয় বিশেষ কিছু জানেনা, একজন সম্ভবতঃ অন্যজনকে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে-নাই কিম্বা তাহার দোষগুণ বা কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছুই শোনে নাই তবুও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একজন অপরজনকে আপনার চিরজীবনের সহায়, সুহৃৎ ও সহচর করিয়া লইতেছে। পরস্পরই বিশ্বাস যে, তাহাদের পিতা, মাতা আত্মীয় স্বজন তাহাদের জন্য যে কার্য্য করিবেন তাহা অবশ্যই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইবে, এবং কার্য্যতঃ অধিকাংশ স্থলে তাহা হইয়াও থাকে, হিন্দুবিবাহের এই ভাবটীই সুন্দরও

পবিত্র। এই বিশ্বাসেই স্বামী একটী সম্পূর্ণ অপরিচিতা রমণীকে বিনাসঙ্কোচে চিরসঙ্গিণী রূপে গ্রহণ করে এবং সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে সেই বালিকার সকলভাগী হইবে ও প্রাণপণে তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষাকরিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাকরে; সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই বালিকাও একটী অপরিচিত পুরুষকে আপনার সর্ব্বপ্রধান আত্মীয় ও শ্রেষ্ঠ সহায় জ্ঞানকরিয়া তাঁহারই করে স্বীয় মন, প্রাণ, ধন, মান, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে কুণ্ঠিতা হয়না। আর ভাবে যে যদি দৈবাৎ তাঁহাদের মধ্যে কাহার কোন প্রকৃতিতে দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকে তবে অন্যের সহিষ্ণুতাও স্বাভাবিক গুণদ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। ফলতঃ একটী অপরিচিত লোককে, আপনার করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ নহে, একটুকু চেষ্টা করিতে হয়। একের মতের সহিত অন্যের মতের মিল হওয়া ও এক জনের কার্য্যের প্রতি অন্যের অনুরাগ থাকা, অর্থাৎ দুইয়ের স্বার্থ উদ্দেশ্য ও মন মিলিয়া একটী মন হওয়াকে আমরা মানসিক মিলন বলি। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মানসিক মিলন হইলেই প্রকৃত বিবাহ হয় এবং মানসিক মিলনই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য।

বিবাহিত হইলেই স্বামীও স্ত্রীরমধ্যে একটী প্রধান সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এবং সেদিন হইতেই স্বামী স্ত্রীর রক্ষক, উপদেশক সহায় ও অবলম্বন, এবং স্ত্রী স্বামীর সঙ্গিনী সাহায্যকারিণী অনুবর্ত্তিণী হইলেন। সুতরাং সেইদিন হইতেই স্বামীও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতকগুলি কর্ত্তব্য আসিয়া পরিল। যে দম্পতি তাচ্ছল্য না করিয়া যত্নও আগ্রহ সহকারে এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে আরম্ভ করে, তাহাদেরই 'মানসিকমিলন'

হয় এবং তাহারাই সুখে সচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারে। এই কর্ত্তব্য পালন কিরূপে করা যায়, স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ বিচার করিলেই মহিলাগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে, এই প্রবন্ধে আমরা স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিব না স্ত্রীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিব।

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রধানতঃ ৪টী সম্বন্ধ। প্রথমতঃ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ চিরসুহৃৎ সম্বন্ধ, তৃতীয়তঃ অংশী সম্বন্ধ, চতুর্থতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধ। গুরুশিষ্য সম্বন্ধে স্বামী গুরু, স্ত্রী শিষ্য অর্থাৎ স্বামী শিক্ষক, স্ত্রী ছাত্রী। স্বামী স্ত্রীর মঙ্গলের জন্য তাহাকে জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক প্রভৃতি নানা বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করিবেন, স্ত্রী সমনোযোগে সেই উপদেশ পালন করিবেন,স্বামী স্ত্রীর পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন, স্ত্রী তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিবেন ; স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য ও কোন্ কার্য্য ন্যায়, কোন্ কার্য্য অন্যায় তাহা বলিয়া দিবেন, স্ত্রী নিরাপত্তে তাহা করিবেন। আমাদের দেশে 'গুরুশিষ্য' সম্বন্ধটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ বঙ্গললনাগণ বিবাহের পূর্ব্বে বিশেষ কিছু শিখিতে পারেনা, রমণীগণের বিদ্যালয়ে যাইয়া কিছু শিক্ষা করা, বাঞ্ছনীয়ও নহে, সুতরাং স্বামীই তাঁহাদের একমাত্র শিক্ষক ও উপদেষ্টা। শৈশবে জনক জননীর নিকট ও বিবাহের পর স্বামীর নিকট শিক্ষা হয় ইহা আমাদের নিকট উত্তম রীতি বোধ হয়, স্বামীস্ত্রীর মনের ভাব ঠিক একপ্রকার হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু প্রথমাবস্থায় দুইয়ের মনের ভাব একরূপ থাকেনা, স্বামীর স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া আপনার ন্যায় করিয়া লইতে হয়। স্ত্রী স্বামীকে আপন গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করি-

বেন, তাঁহার আদেশ ও উপদেশে অতি যত্নে পালন করিবেন, কথনও কোন বিষয়ে স্বামীর প্রতি কোনপ্রকার অন্যায় বা অবহেলার ভাব প্রকাশ করিবেন না এবং সর্ব্বদা স্বামীর সদু-পদেশানুসারে কার্য্য করিয়া স্বামীর ও নিজের মঙ্গল সাধন করিবেন। বুদ্ধিমান ছাত্র যেমন সর্ব্বদা শিক্ষককে নানাবিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও সন্দেহ ভঞ্জন করে, বুদ্ধিমতী রমণীগণেরও তদ্রূপ স্বামীর নিকট হইতে নানা বিষয় শিক্ষা করিতে যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে লেখা পড়া কিম্বা জ্ঞান শিক্ষা দিতে অবহেলা করেন, তবে স্ত্রীর নিজের চেষ্টা করিয়া শিথিতে হইবে নতুবা তাহার নিজেরই অমঙ্গল হইবে, স্বামীর বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না; রমণীগণ ইহা মনে রাখিবেন। এই কর্ত্তব্য পালনের উপর ভবিষ্যত সুখ ও শান্তি অনেক নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ চিরসুহৃৎ সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী স্বামীর 'চিরসুহৃদ্'। সুহৃদ্ যেমন পরস্পরকে কথনও পরিত্যাগ করেনা, বিঘ্ন, বিপদ সকল অবস্থাতেই একে অন্যের মঙ্গল কামনা করে এবং একের মঙ্গলের জন্য অন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হয়, সেরূপ হিন্দু পরিবারে স্বামী স্ত্রী স্বপ্নেও কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিবে ভাবে না, চিরকাল একে অন্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকিয়া পরস্পরের উপকার সুথ বৃদ্ধি ও দুঃথ দূর করিতে সচেষ্ট থাকে। উভয়ে প-রামর্শ করিয়া সকল কার্য্য করে, স্বামী স্ত্রী তাহা করিবেন। বস্তুতঃ স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর প্রধান সুহৃদ্। জননী ব্যতীত এরূপ প্রকৃত 'সুহৃদ্' খুব কম। অন্য সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে।

কেবল এ পৃথিবীতে নহে, এই সম্বন্ধ অনন্তকাল স্থায়ী। যেই স্বামীর সহিত এরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, তাঁহার যে কষ্ট দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিতে হয়, অনুক্ষণ যে তাঁহার মঙ্গল সাধন করিতে হয় এবং তাঁহাকে অভিন্ন ভাবিয়া কার্য্য করিতে হয়, হিন্দু রমণীকে তাহা বুঝাইয়া দিতে হয়না। স্ত্রী স্বামীর বিপদ সম্পদকে নিজের সম্পদ ও বিপদ জ্ঞান করিবেন, শ্রেষ্ঠ সুহৃদের ন্যায় প্রতিনিয়ত তাঁহাকে সৎকার্য্য করিতে উৎসাহিত করিবেন, কুকার্য্য হইতে প্রাণপণে বিরত রাখিতে যত্নবতী হইবেন, স্বামী দৈবাৎ কোন ভ্রমে পতিত হইলে, সুহৃদের ন্যায় তাহার ভ্রম দর্শাইয়া দিবেন, সকল কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিবেন, তাঁহার হৃদয়ের উচ্চ আশাগুলি উৎসাহবাক্যে সজীব রাখিবেন, সংক্ষেপতঃ স্ত্রী স্বামীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধনে চেষ্টিতা হইবেন।

তারপর 'অংশীসম্বন্ধ'। এই সম্বন্ধদ্বারা স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর প্রত্যক কার্য্যের সমফল ভাগী। স্বামী প্রত্যেক কার্য্যের ফল স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রত্যেক কার্য্যের ফল স্বামী ভোগ করিবেও করিতে বাধ্য। একের সুখে অপরের সুখ, একের দুঃখে অপরের দুঃখ। একের যেমন একটী হস্ত কাটিয়া ফেলিলে সমস্ত অঙ্গই শিথিল হইয়া পড়ে, সেরূপ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজনের কোন অমঙ্গল হইলে অপরের ও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। একের সম্পদে অপরের অধিকার একের বিপদে ও অপরের বিপদ। যখন একজনের মঙ্গলের উপর অন্যের মঙ্গল নির্ভর করে, তখন দম্পতির যে পরস্পরের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। সাংসারিক

বৈষয়িক প্রত্যেক কার্য্যেই একজন অপরের সাহায্য করিবেন স্বামী ধনোপার্জ্জন করিবেন, স্ত্রী মিতব্যয়িতার সহিত সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উহা হইতে কিছু ২ সঞ্চয় করিবেন, ও আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন; স্বামী বাহিরের কার্য্য করিবেন স্ত্রী সন্তান সন্ততি পালন করিবেন, গার্হস্থ সকল কার্য্য ভালরূপ সমাধা করিবেন এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি বিধানে যত্নবতী থাকিবেন। স্বামী উপায় বলিয়া দিবেন, স্ত্রী তদনুসারে কার্য্য করিবেন। যাহাতে বাহিরে কোনপ্রকার দুর্ণাম বা অন্যায় কার্য্য না হয় স্বামী তাহা করিবেন, স্ত্রী অভ্যন্তরস্থ সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক অসুখ ও অসুবিধা দূরীকরণে চেষ্টিতা থাকিবেন। ফলতঃ অংশী-সম্বন্ধে যাহার যাহা কর্ত্তব্য, যদি প্রত্যেক দম্পতি তাহা পালন করে, তবে প্রত্যেক গৃহস্থের আলয় স্বর্গ হইয়া উঠে।

চতুর্থতঃ 'ধর্ম্মসম্বন্ধ'। হিন্দু পরিবারে দম্পতির 'ধর্ম্মসম্বন্ধ' গুরুতর সম্বন্ধবটে। কোন২ সভ্য সমাজে দেখা যায় যে, স্বামী স্ত্রীর ধর্ম্মমত একরূপ না হইলে ও চলিতে পারে; কিন্তু আমা-দের হিন্দু সমাজে তাহা নহে, হিন্দু দম্পতির এক ধর্ম্ম ও একমত হওয়া আবশ্যক। স্বামীর যাহা ধর্ম্ম,স্ত্রী তাহাই অবলম্বন করিবেন এই জন্য হিন্দু স্ত্রীর অপর নাম সহধর্ম্মিনী। সস্ত্রীকোঃ ধর্ম্মমাচরেৎ অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে, ইহা হিন্দু সমাজের বিধি, যাগযজ্ঞ, ব্রত নিয়ম সকল কার্য্যেই স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া করেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। শ্রীরাম যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, সীতা তখন বনবাসিনী। স্ত্রী ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, তাই মুনি ঋষি গণের উপদেশানুসারে স্বর্ণ নির্ম্মিতা সীতা পার্শ্বে রাখিয়া শ্রীরাম যজ্ঞ সমাপন করেন। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য, স্বামীস্ত্রীর

সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মিলন। ধর্ম্ম বিষয়ে একমত না হইলে আধ্যাত্মিক মিলন অর্থাৎ আত্মায়২ মিলন হয় না, এই নিমিত্ত হিন্দু দম্পতির একধর্ম্ম হওয়া আবশ্যক। যদি কোন কারণ বশতঃ স্বামী ও স্ত্রীর ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন পার্থক্য থাকে, তবে পরস্পর তর্ক ও যুক্তিদ্বারা তাহা দূর করিয়া লইবেন। ঐহিক শান্তি, সুখ ও পারত্রিক মঙ্গল অনেক পরিমাণে ইহার উপর নির্ভর করে। কোন দম্পতি এবিষয়ে তাচ্ছিল্য করিয়া স্বীয় সুখ ও শান্তি নষ্ট করিবেন না।

আমাদের মতে প্রধানতঃ এই চারিটী সম্বন্ধ এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র২ সম্বন্ধ আছে; তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা অনাবশ্যক। পাঠক পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে, স্বামীস্ত্রীর সর্ব্ব-প্রকার মিলনই হিন্দু বিবাহের প্রধানতম বা একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহাতে দম্পতি যুগলের মতভেদ ভিন্ন রুচি প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে বৈষয়িক ও মানসিক একতা স্থাপিত হয়, প্রত্যেক যুবক যুবতী তাহার প্রতিবিশেষ দৃষ্টিরাখিবেন।

ভালবাসা।

বলিতে দুঃখ হয়, বঙ্গের অনেক দম্পতি চিরকাল মনোকষ্টে অতিবাহিত করেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব ও অটল ভাল-বাসা না থাকিলে, সংসার অসার ও শূন্যময় বোধ হয়, মনে শান্তি থাকে না, এবং কোন কার্য্যে আসক্তি জন্মে না ; মনে হয় যেন আমি সংসারের কেহ নহি, আমার জন্য কাঁদিকার লোক নাই,

আমি চিরকালই ভাসিয়া বেড়াইব। অনেক যুবক ত স্ত্রীর উপর এত বিরক্ত যে, পারিলে এই মুহূর্ত্তে পুনরায় বিবাহ করিয়া মন শান্ত করেন। ইহার মূল কারণ, স্বামী স্ত্রীর মতভেদ অর্থাৎ স্বামী যাহা ভালবাসেন, স্ত্রীর তাহা করিতে অনিচ্ছা। নব্য যুবক গণ ইংরেজী শিক্ষা করিয়া অনেকটা ইংরেজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হন ; বালিকাগণ পূর্ব্ববৎই থাকিয়া যায়, কাজেই মনোমিলন ঘটিয়া উঠে না। বলা বাহুল্য যে উভয় পক্ষের দোষেই এই রূপ হইতেছে। যদি বাদী প্রতিবাদী একটু স্থির হইয়া মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করেন, তবে কোনই গোল হয় না। কিন্তু স্বামীর অবহেলা ও স্ত্রীর অভিমান বশতঃ, আপোষ হয় না।

প্রায় সকল রমণীই স্বামীকে আপনার অধিকারস্থ প্রজার ন্যায় দেখিতে ভালবাসেন ; কিন্তু কি প্রকার ব্যবহার করিলে স্বামী বশ হয়, এবং কি প্রকারে স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারা জানেন না ; জানিলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ ও মনোমালিন্য থাকিত না, জানিলে বঙ্গের হিন্দু পরিবার এত দিনে স্বর্গ হইত। স্বামী বশ করিতে হইলে ও স্বামীর ভালবাসা পাইতে হইলে, প্রথমতঃ স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে হইবে, স্বামীর মঙ্গলের জন্য, আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। পৃথিবী প্রেমের বশ ; আমি একজনকে মনে প্রাণে ভালবাসিলে,সে কখনই আমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবে না—আজ হউক, কাল হউক ভালবাসার প্রতিদান পাইবই পাইব। স্বামী স্ত্রীসম্বন্ধেত সম্পূর্ণ সতন্ত্রকথা ; বিবাহ করিলেই স্ত্রীকে ভালবাসিতে হইবে, প্রত্যেক যুবকের মনেই এই ভাব বর্ত্তমান থাকে। বিবাহেরপর স্ত্রী

স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতে একটু যত্নবতী হইলেই, স্বামীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে পারেন। ফলতঃ স্বামীর ভালবাসা পাইতে যে স্ত্রীর বিলম্ব হয়, সে স্ত্রী, স্ত্রী নামের অযোগ্যা।

"আমি স্বামীকে ভালবাসি ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য সকল করিতে পারি" কেবল মুখে এরূপ বলিলে বা মনে ভাবিলে কার্য্য হইবে না; তুমি যে সত্য সত্যই স্বামীকে ভালবাস এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত আছ, তাহা কার্য্যতঃ দেখাইতে হইবে, এবং স্বামীকে সন্তুষ্ট করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিতে হইবে। কেবল ইহাই নহে; স্বামীর হৃদয়াধিকারিণী হইতে ইচ্ছা থাকিলে, তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হও, তাঁহার কষ্ট দূর ও সুখ বৃদ্ধি করিতে যত্নবতী হও, বিপদে সান্ত্বনা প্রদান কর, স্বামীর মলিন ও চিন্তাযুক্ত মুখ দেখিলে উৎসাহ প্রদান করতঃ চিন্তাদূর করিতে চেষ্টিত হও, সমস্ত কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য কর এবং তাঁহার জন্য নিজের সুখ দুঃখ ভুলিয়া যাও, তবেই দেখিবে যে, স্বামী তোমাকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রীকে ভালবাসিতে সকল স্বামীরই ইচ্ছা হয়, কিন্তু স্ত্রীর দোষ বশতঃই অনেকে স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারেন না।

ভালবাসা কিসে হয়, অনেক স্ত্রী তাহা জানেন না;—মনে মনে মিল হইলেই ভালবাসা হয়। মনের মত মানুষকে সকলেই ভালবাসে। সুতরাং স্বামীর "মনের মত" হইতে হইবে। 'মনের মত' হওয়া আর কিছুই নহে—স্বামীর মন যোগাইয়া চলা অর্থাৎ স্বামী যাহা ভালবাসেন তাহা করা। যে স্বামী গীতপ্রিয়, তাঁহার স্ত্রীরও একটু গান করিতে অভ্যাস

করা ভাল, নচেৎ মনোমিলন হওয়া অসম্ভব; এই প্রকার স্বামী রসিকতা ভাল বাসিলে, স্ত্রীরও একটু রহস্যপ্রিয়া হওয়া চাই, স্বামী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিলে স্ত্রীর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা চাই, এবং স্বামী স্থির, ধীর ও গম্ভীর হইলে স্ত্রীরও স্থিরা, ধীরা ও গম্ভীরা হইতে হইবে। সত্য বটে যে, গান, বাদ্য, রসিকতা, ধীরতা প্রভৃতি গুণ গুলি অনেকের স্বভাবসিদ্ধ—সকলের থাকে না; কিন্তু যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে যে স্বভাবতঃ চঞ্চলা সে ও স্বামীকে সুখী করিবার জন্য স্থিরা হইতে পারে এবং যে স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়া সে ও একটু রহস্য-প্রিয়া হইতে পারে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ অদূরদর্শী স্বামীর অসঙ্গত কিম্বা অসামাজিক প্রস্তাব ও অনুরোধ ব্যতীত, সকল অনুরোধই সাধ্বী স্ত্রীর পালন করা কর্ত্তব্য; অন্যায় অনুরোধ পালন না করিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে স্বামীকে তাঁহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ললনাগণের এই দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। এই কারণ বশতঃ অনেক স্বামী স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দুশ্চরিত্র হইয়া পড়েন। যদি কেহ এই প্রকার স্বামীদিগকে স্ত্রীকে ভালবাসে না বলিয়া তিরস্কার করেন, তবে কেহ বলে "আমার স্ত্রী অতি লক্ষ্মীছাড়া; কত বলিয়া দেখিয়াছি সে আমার কথা শোনে না।" কেহ বলে "আমার কথা কেন বল? এমন স্ত্রী যেন কাহারও না হয়; তাহাকে পঞ্চাশবার এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেও উত্তর পাই না, এমন স্ত্রীকে কে ভাল বাসিতে পারে?" কেহ বলে "ছি! এমন নোঙ্‌রা মেয়েও ভদ্রলোকের ঘরে থাকে? উহার কাপড়গুলি অপরিষ্কার, শরীরে ময়লা, গায়ে গন্ধ; কত বলিয়াছি

কত বুঝাইয়াছি, তবুও সে মানুষ হইল না। আমার দোষ কি বল ?—সাধ করিয়া কি কেহ কখন আপন স্ত্রীকে ঘৃণা করে ?” এই প্রকার তাহারা নানা কারণ দর্শায়। কি কারণে সাধারণতঃ স্ত্রীরা স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিতা হন, বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ উপরোক্ত বাক্যগুলি হইতেই তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

উপযুক্ত সময়ে পত্রাদি না লিখিয়াও অনেক রমণী স্বামীর বিরাগ ভাজন হন, হইবার কথাও বটে। প্রবাসবাসী স্বামীর নিকট সময়ে চিঠী পত্রাদি না লিখিলে তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়; কারণ তুমি যে তাঁহার বিষয় চিন্তাকর এবং তাঁহার মঙ্গলামঙ্গলের জন্য ব্যস্ত আছ, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন না। এমতাবস্থায় যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিরক্তি জন্মিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য নহে। এই স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কখন কোন প্রকার মনোমালিন্য বা বিবাদ বিশম্বাদ উপস্থিত হইলে, কেহ এই বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট কোন কথাই বলিবেন না। কারণ কেহ উহা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিলে, অপরের তাহার প্রতি বড় ক্রোধ ও অভিমান হইবে এবং ভালবাসার ভিত্তি অদৃঢ় হইবে।

ভালবাসার আর একটা প্রধান শত্রু—মনের ভাব গোপন করা। প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষেরই মনে রাখা আবশ্যক যে, যাহাদের মধ্যে সরলতা নাই, তাহাদের মধ্যে ভালবাসা হইতে পারে না। ভালবাসা একটা কথার কথা নহে ; যে দিন দেখিব যে স্বামীর কষ্ট দেখিলে স্ত্রীর প্রাণে আঘাত লাগে, স্বামীর মুখ বিষন্ন দেখিলে স্ত্রীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, স্ত্রীকে কেহ একটা দুর্ব্বাক্য বলিলে স্বামীর কষ্ট হয়, স্ত্রীকে অপমান করিলে বা কষ্ট দিলে

স্বামীর চক্ষে জল আসে, আর যে দিন দেখিব যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কেহ কাহার নিকট মন খুলিয়া কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে না, সেই দিন বুঝিব যে তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে নহে। অনেক স্ত্রী লজ্জা বা অন্য কারণ বশতঃ স্বামীকে সব কথা বলে না; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামী স্ত্রীর পরম বন্ধু; স্বামীর নিকট স্ত্রীর কোন কথাই গোপন করা কর্ত্তব্য নহে। মনে যখন যাহা উপস্থিত হয়, লজ্জা বা দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা স্বামীর নিকট বলা কর্ত্তব্য। বন্ধুর নিকট কোন কথা গোপন করিলে যেরূপ বন্ধুতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, সেরূপ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সরলতা না থাকিলে ভালবাসা জন্মিতে পারে না। স্ত্রী তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সব কথা বলে না, স্বামী যদি ইহা বুঝিতে পারেন তবে তাঁহার মনে স্ত্রীর উপর এক প্রকার বিরক্তি জন্মিয়া যায়—কাজেই স্ত্রীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। মনের কথা যার তার নিকট বলা অত্যন্ত অন্যায়; কিন্তু স্বামীর নিকট সব বলা উচিত।

অনেক স্ত্রী আবার এরূপ বিবেচনাশূন্য যে, অন্য কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক যদি তাহাদিগকে অপমান জনক কথাও বলে, তবু তাহারা লজ্জা বা অন্য কারণ বশতঃ তাহা স্বামীর নিকট বলে না। বলা বাহুল্য যে, ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা আর নাই; ইহাতে অনেক সময় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যদি স্বামী কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারে, তবে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পূর্ব্বে ইহা বলে নাই বলিয়া তাহার মনে যে কত দুঃখ ও ক্রোধ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখন তাহার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস থাকে না। সে মনে মনে ভাবে যে, আমার স্ত্রী আমাকে

ভালবাসে না—বাসিলে আমার নিকট মনের কথা গোপন করিত না। সুতরাং বলিতেছি বঙ্গ-ললনাগণ! সাবধান হও; কখনও স্বামীর নিকট কোন কথা গোপন করিওনা। যখন যাহা ভাব, যখন যাহা কর সব স্বামীর নিকট বলিও; যদি ভ্রম প্রমাদ বশতঃ একটা অন্যায় কার্য্যও করিয়া বস, তাহাও স্বামীর নিকট বলিও এবং অন্যায় কার্য্য করার জন্য তাহার নিকট ক্ষমা চাহিও। কোন কোন রমণী কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, তাহা স্বামীর নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করেন—পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে, এরূপ করাতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব সকল সময়েই সরলভাবে স্বামীর নিকট সকল কথা বলিও; যদি কেহ কখন তোমার প্রতি অত্যাচার বা কুব্যবহার করে, তাহাও তৎক্ষণাৎ স্বামীকে জানাইও। আমাদের শাস্ত্রে বলে "পিতা বল, পুত্র বল, সহোদর বল, বন্ধু বান্ধব বল, স্ত্রীলোকের নিকট স্বামীর সমতুল্য কেহই নহেন।" * এমন স্বামীর প্রতি কখনও অবিশ্বাসিনী হইও না—এমন বন্ধুর নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতে লাজ্জতা বা কুণ্ঠিতা হইও না।

অনেক স্ত্রীলোক আবার এমনই ভ্রান্ত যে, তাঁহারা রূপ-মাধুর্য্যে স্বামীকে বশ করিয়া রাখিতে চান্। সত্য বটে যে অনেক সময় কোন কোন স্বামী রূপে মোহিত হইয়া স্ত্রীকে ভালবাসেন, কিন্তু ললনাগণ মনে রাখিবেন যে, এরূপ ভালবাসা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; মোহ ভাঙ্গিলেই হ্রাস হইতে আরম্ভ হয় এবং যৌবনান্তে একেবারেই থাকে না। সুতরাং সৌন্দর্য্যে

* পুত্রোবাপি পিতাবাপি বান্ধবো বা সহোদরঃ।
যোষিতাং কুলজাতানাং নকশ্চিৎ স্বামিনঃ সমং॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

ভিন্ন শরীর ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত মিশিয়া যাইতে সাধ হইবে।

ভালবাসার আর এক শত্রু—স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ; আমরা জানি, স্বামী দরিদ্র, অপটু কিম্বা কার্য্যাক্ষম হইলে, কোন২ স্ত্রী তাঁহার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে অতি সামান্য কারণে ও ককশবাক্য প্রয়োগ করেন। ইহা যে অত্যন্ত অন্যায়, সুশীলা পাঠিকাগণকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। দারিদ্রতাকে ঘৃণা করা মহাপাপ। পরমেশ্বর আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে, তিনি যাহা করেন, আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। যাহারা নিজের অর্থের অভাব ও পরের স্বচ্ছলতা দেখিয়া তাঁহাকে পক্ষপাতী মনে করে, তাহারা মূর্খ ও নাস্তিক। অর্থ হইলেই সুখ হয়, এমন নহে। তাহাই যদি হইবে, তবে অনেক স্ত্রীলোক ধান-সন্তানের স্ত্রীহইয়া ও কাঁদিয়া মরিবে কেন? আবার অনেক রমণী দরিদ্রের স্ত্রী হইয়াও চিরকাল সুখে থাকে কি প্রকারে? ফলতঃ কুচরিত্র ও অশিক্ষিত ধনী স্বামী অপেক্ষা, চরিত্রবান সুশীল ও শিক্ষিত গরীব স্বামী সহস্র গুণে ভাল। সুশীলা, সতী সাধ্বী স্ত্রীরা দরিদ্র ও কুৎসিৎ স্বামীকে ঘৃণা না করিয়া, স্বামীর মনে যাহাতে সুখ থাকে এবং তিনি যাহাতে দারিদ্রতা প্রভৃতির বিষয় ভুলিয়া যান, সর্ব্বদা তাহা করিতে যত্নবতী থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে “স্বামী কুৎসিৎ, পতিত, মূঢ়, দরিদ্র, রোগী, জড় যাহাই কেন হউক না, কুলজাত স্ত্রীরা

তাঁহাকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিবেন।” * যাহারা তাহা না করিয়া ঐরূপ স্বামীদিগকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করে, পরাশর মুনি তাহাদিগের বিষয় কিরূপ বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন “যে স্ত্রী দরিদ্র, রোগী, ও মূর্খ স্বামীকে অবজ্ঞা করে, সে মরিলে সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।” † অতএব পাঠিকাগণ সাবধান হও, কখনও স্বামীর দরিদ্রতা, মূর্খতা প্রভৃতির জন্য তাহাকে অমান্য করিও না। যে রমণী তাহা করে পরমেশ্বর তাহাকে সুখে রাখেন না। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, অর্থাভাবে পড়িলেও যে স্ত্রী দুঃখিতা হয় না, তাহাকেই সুভার্য্যা বলিয়া জানিবে।

দরিদ্র হইলেই যে সুখী হওয়া যায় না এমন নহে; ভালবাসা থাকিলে স্বামীর সহিত বনে২ ভ্রমণ ও দিনান্তে একমুষ্টি আহার করিয়া ও সুখী হওয়া যায়। যখন স্বামীর যেরূপ অবস্থা হয়, তখন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পৃথিবীর রাজা রামচন্দ্র যখন পথের ভিখারী হইয়া বনে গেলেন, জগৎলক্ষ্মী সীতা তখন কি করিয়াছিলেন সকলেই বোধ হয় তাহা জানেন; রামচন্দ্র সীতাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে কত নিষেধ করিলেন, পথে নানা কষ্ট ও বিপদের ভয় দেখাইলেন, কিন্তু সীতা কোন

* কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ং।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যন্তি সন্ততং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৪৩ অধ্যায়।

† দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা নমন্যতে।
সামৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
পরাশর সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়

কথাই না শুনিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি আমার নিকট থাকিলে মহাকষ্ট ও আমার নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হইবে না; তুমি বনে-বনে ভ্রমণ করিবে, ফলমূল আহার করিবে, তৃণ শয্যায় শয়ন করিবে; আমি কোন্ প্রাণে গৃহে থাকিয়া রাজভোগ ভোজন ও পুষ্প শয্যায় শয়ন করিব? তোমার ও যে দশা হইবে আমার ও তাহাই হইবে। বরং তোমার সঙ্গে থাকিলে সেবা শুশ্রূষা করিয়া তোমার কষ্ট একটু কমাইতে পারিব।" ললনাগণ সীতার এই চরিত্রটী মনে রাখিবেন। ফলতঃ ভালবাসায় সুখ, ভালবাসায় সম্পদ, ভালবাসাই সব। ভালবাসায় মহাশত্রু মিত্র হয়, অনাত্মীয় পরমাত্মীয় হয়, এমন কি বনের হিংস্রক জন্তু পর্য্যন্ত বশ হয়; সুতরাং স্বামীকে বশ করিতে হইলে তাঁহাকে ভালবাস—তাঁহার দরিদ্রতা, মূর্খতা প্রভৃতি দোষগুলি ভুলিয়া যাও, এমন কি স্বামী যদি তোমাকে ভাল না বাসেন কিম্বা তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার, অত্যাচার ও ঘৃণা প্রদর্শন করেন তবুও তাঁহাকে ভালবাসিও, তবুও তাঁহাকে সুখী করিতে যত্ন করিও; তবেই তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি তাঁহাকে ভালবাসিলে, তুমি তাঁহাকে যত্ন ও আদর করিলে, তিনি কয় দিন তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন? সুভার্য্যাগণের আর একটী কার্য্য করিতে হইবে—স্বামীর সৎ আশা ও উচ্চ আকাঙ্খাগুলির প্রতি উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে। যাহারা ইহার বিপরীত কার্য্য করেন, তাহাদিগকে আমরা সুরমণী বলিতে পারি না।

অনেক রমণী স্বামীর আদর না পাইলে বা স্বামীর কোন দোষ দেখিলে, ক্রোধ ও অভিমানে কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হন।

আমরা বলি ইহা ভাল নহে। ক্রোধ ও অভিমানে কাজ হয়না, বরং সময় সময় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন দেখিবে, তোমার স্বামী তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করেননা কিম্বা তিনি কুপথে চলেন, তখন অভিমান করিয়া বসিয়া না থাকিয়া স্বামীকে পূর্ব্বাপেক্ষা আদর কর, যত্ন কর ও ভালবাস, তবেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কারণ তুমি তাঁহার নিকট কুব্যবহার পাইয়া ও যদি তাঁহাকে মনে প্রাণে ভালবাসিতে থাক এবং তাঁহার প্রতি সুব্যবহার কর, তবে একদিন তাঁহার নিশ্চয়ই চৈতন্য হইবে; তখন তিনি তাঁহার দোষ বুঝিতে পারিবেন এবং তোমার ন্যায় সুশীলা স্ত্রীকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার মহা অনুতাপ উপস্থিত হইবে—হয়তঃ এই জন্য তাঁহাকে কাঁদিতে হইবে।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকারের একজন পরিচিত লোক, তাহার স্ত্রীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত এবং স্ত্রীর প্রতি নানা অত্যাচার করিত; এমন কি সময় ২ প্রহার পর্য্যন্ত করিত! কিন্তু তাহার স্ত্রী অতি সুশীলা সচ্চরিত্রা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন; তিনি সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেন এবং স্বামীর বহু দোষ সত্ত্বে ও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। সেই পাষণ্ড ইহা জানিত না। হঠাৎ উহার ভয়ানক পীড়া হইল; কিন্তু তাহার অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, বাড়ীতে চিকিৎসক আনাইবার শক্তি ছিল না। সেই রমণীরত্ন স্বামীর আরোগ্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া, নিজের গহনা বস্ত্র ইত্যাদি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া, তদ্দ্বারা সুচিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ঐ রমণী সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য, সর্ব্বদা স্বামীর শয্যা পার্শ্বে যাইত, কিন্তু পাষণ্ডের তাহা ভাল লাগিত না

সুতরাং তিরস্কার করিয়া স্ত্রীকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিত। চক্ষের জলে সতীর বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি স্বামীর নিকট না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না; কারণ তিনি জানিতেন যে অন্যের দ্বারা উপযুক্ত রূপে সেবা শুশ্রূষা চলা ভার। এইরূপ ছয় মাস কাল আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ও নানা লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া চিকিৎসা করাইলে, স্বামী সুস্থ হইলেন। সুস্থ হইয়া সে সকল বিবরণ অবগত হইল। এখন সে স্ত্রীকে চিনিতে পারিল, এবং এইরূপ পূর্ণলক্ষ্মীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে দারুণ বেদনা উপস্থিত হইল। এখন সে স্ত্রীকে এত ভালবাসে যে বোধ হয় সে স্ত্রীর জন্য প্রাণদান করিতে পারে! তাহার স্ত্রী এখন বলেন "আমি যদি তাঁহার প্রতি কুব্যবহার করিতাম, তবে কি তিনি এখন এরূপ হইতেন?" পাঠিকাগণ! এই বুদ্ধিমতী রমণীকে আদর্শ গ্রহণ করুন্ এবং ভালবাসিয়া স্বামী বশীভূত করিতে যত্নশীলা হউন।

চপলতা।

আমাদের দেশের রমণীগণের বহু দোষের মধ্যে চপলতা একটা প্রধান দোষ। বঙ্গললনাগণের মনে কোন গুপ্ত কথা থাকে না; ইহাঁরা কাহার নিকট কোন একটা কথা শুনিলে, যে পর্য্যন্ত তাহা অপরের নিকট না বলিতে পারেন, সে পর্য্যন্ত যেন ছট্ ফট্ করিতে থাকেন! সুশীলার কথা সরলার

নিকট, সরলার কথা জ্ঞানদার নিকট এবং জ্ঞানদার কথা প্রমদার নিকট বলাই যেন ইহাঁদের কাজ! পরের কথা লইয়া আলাপ করিতে ললনাগণ সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কাহার বাড়ী কোন্ দিন জামাই আসিল, কাহার স্বামী কেমন, কে স্বামীকে মন্ত্র দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, কোন্ ছেলেটা লক্ষ্মীছাড়া, কোন্ ছেলেটা ভাল মানুষ ইত্যাদি গ্রামের সমস্ত সংবাদ গৃহ-লক্ষ্মীরা অবগত আছেন। আজ তুমি তোমার স্ত্রীকে বল যে অমুকের চরিত্র খারাপ, বা অমুক একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে, কাল নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিবে যে গ্রামের সকলেই ঐ কথা জানিতে পারিয়াছে! রমণীগণকে মনের কথা গোপন করিবার শক্তি বুঝি বিধাতা দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে এই জন্য স্ত্রীর সহিত মন খুলিয়া আলাপ করেন না এবং অনেক আবশ্যকীয় কথা রমণীগণের নিকট বলেন না; ভয়, পাছে গৃহ-লক্ষ্মীরা তাহা হজম করিতে না পারিয়া অন্যের নিকট বলিয়া ফেলেন! চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, নদীকূলস্থ বৃক্ষ ও পরহস্তগত ধনের আশা নাই এবং কার্য্য স্ত্রী গোচর হইলে তাহা বিফল হয়। রমণী-গণের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে। আশা করি পাঠিকা-গণ এই কলঙ্ক দূর করিতে যত্নবতী হইবেন।

চপলতা বড় দোষের কথা; প্রত্যেকেরই চপলতা পরিত্যাগ করিয়া একটু গম্ভীর হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ যাহার মনে গম্ভীরতা নাই, যে মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিতে না পারে, তাহাকে মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত না করিলেও চলে। গম্ভীর

হইতে হইলে, প্রথমতঃ অধিক কথা বলার অভ্যাসটা অতি যত্নে ত্যাগ করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা অতি স্থিরভাবে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হইবে। যদি কখন কাহার সম্বন্ধে কোন গুপ্ত কথা শুনিয়া থাক, কিম্বা কাহাকে কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া থাক, তবে স্বামী নিকটে থাকিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহা কাহার নিকট বলিও না। মনে রাখিও যে তুমি যাহা সামান্যকথা মনে করিয়া পরের নিকট বলিতে ইচ্ছুক, তাহাতে এক জনের মহা ক্ষতি হইতে পারে। এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, যদি তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহাকে কু কার্য্য করিতে কিম্বা কুপথে বিচরণ করিতে দেখ, তবে তাহার শাসনের জন্য তাহা শ্বাশুড়ী, স্বামী বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বলিলে দোষ নাই—বরং সে অবস্থায় চুপ করিয়া থাকাই অন্যায়; কারণ আগুণ চাপা থাকিলে যেরূপ সকল পুড়িয়া ছার খার করে, পাপ গোপন থাকিলেও সেরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কোন ২ বিষয় গোপন করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু কোন্ ২ কথা গোপন করিলে অনিষ্ট হইবে, তাহা সবিস্তারে বলা অসম্ভব। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, উহা বলিলে নিজের বা অন্যের অনিষ্ট হইবে কি না, কাহার মনে কষ্ট হইবে কিনা এবং তাহা বলা কর্ত্তব্য কিনা এই সব বিবেচনা করা কর্ত্তব্য; মনে যখন যাহা উপস্থিত হয়, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা বলিয়া ফেলা অতি নির্ব্বোধের কার্য্য।

কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, সে কার্য্য করা কর্ত্তব্য

কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবে। তোমার কার্য্যে, কথায় বা আচরণে যেন কেহ তোমাকে অস্থিরা ও চপলস্বভাবা মনে না করেন। কারণ একবার চঞ্চলা বলিয়া পরিচিতা হইলে, লোকের মন হইতে এ ভাব দূর করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইবে এবং কেহ তোমাকে ভক্তি, সম্মান ও বিশ্বাস করিবে না—এমন কি তোমার দাস দাসী ও অধীনস্থ-ব্যক্তিরা ও তোমাকে তত মান্য করিবে না। চপলতার অশেষ দোষ, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। অনেকের এরূপ চপল-মতি যে ইহাদের বুদ্ধি স্থির থাকে না, প্রতিদিন মত পরিবর্ত্তন হয়। এইরূপে আজ যাহা ভাল বোধ হয়, কাল তাহা খারাপ হইয়া যায়। ইহাদিগকে যে যাহা বলে, তাহাই ইহারা বিশ্বাস করে। তুমি বলিলে "একটা ভূত দেখিয়াছি" তাহাও সত্য। শ্যামের মা বলিল "হরির দোষে ঝগড়া বাঁধিয়াছিল" তাহাও ঠিক ; আর কাঙ্গালীর মা বলিল "হরির দোষ নাই ; যদুর দোষ" তাহাও সত্য। ইহারা আজ্ সরলার পক্ষে, কাল বিম-লার পক্ষে, পরশ্ব অমলার পক্ষে, এবং যখন যে দুটা মিষ্টি কথা বলে, তখন তার পক্ষে। ইহারা নিজে দেখিয়া শুনিয়া ও ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করে না, পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া পরের পরামর্শানুসারেই চলে। আশা করি বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ কখনও এরূপ হইবেন না।

কোন কোন রমণী এরূপ লঘুচেতা যে, তাহারা হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, ঘরের কথা 'রামের মা' 'শ্যামের মা' প্রভৃতি বাড়ীতে যে আসে, তাহার নিকটই বলিতে আরম্ভ করেন। কেহ কেহ আবার ক্ষণিক আমোদের জন্য এরূপ অনেক গোপ-

নীয় কথা বলিয়া ফেলেন যে, পরে এই জন্য অনুতাপ করিতে হয়। ইহা অতি গুরুতর দোষ; ঘরের কথা কখনও পরের নিকট বলা উচিত নহে। ইহাতে সময় সময় অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অন্যে গৃহের গোপনীয় কথা জানিতে পারিলে, তোমাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে—শত্রুর ত মহা সুবিধা হয়। শ্বাশুড়ী বউ, ননদ, ভাজ ইত্যাদি নিজেরা ঝগড়া বিবাদ বরং করিলেই; কিন্তু একে অন্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া, পরের নিকট গৃহছিদ্র প্রকাশ কর কেন? ইহাতে কি লাভ পাও? নিজেদের মধ্যে যে মনোমালিন্য আছে, তাহা পরকে জানিতে দেওয়া মূর্খ ও অপরিণামদর্শীর কার্য্য। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহছিদ্র ও অপমান ইত্যাদির বিষয় কখনও অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।" বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ কখনও যেন চাণক্যের এই উপদেশে অবহেলা করেন না।

কতকগুলি স্ত্রীলোক আছে, তাহারা সর্ব্বক্ষণ কথা কহিতে ভালবাসে; এক মুহূর্ত্ত ও কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। বাড়ীতে আলাপ করিবার উপযুক্ত সঙ্গী না পাইলে ইহারা পরের বাড়ী যাইতে ও কুণ্ঠিতা হয় না! কেহই ইহাদের সহিত ইচ্ছা করিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হয় না; কারণ ইহারা একবার কথা আরম্ভ করিলে, তাহা দুইচারি দণ্ডে শেষ হইতে চায় না। ইহা সামান্য যন্ত্রণাকর নহে! অধিক কথা বলার অভ্যাসটা অতি খারাপ; বুদ্ধিমতী রমণীগণের ইহার প্রতি বিদ্বেষ থাকা আবশ্যক। অধিক কথা বলিলে চপলতা বৃদ্ধি হয়, গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয় এবং কেবল সর্ব্বদা কথা বলিতেই ইচ্ছা হয়; কাজেই

কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না, বিলাসিতা ও সুখাভিলাষ বৃদ্ধি হয়। আর অধিক কথা বলিলে সময় সময় অনেক মিথ্যা ও বৃথা কথা ও বলিতে হয়। পাঠিকাগণ কাহার সহিত আলাপ করিতে হইলে কখনও যেন অধিক কথা না বলেন; অতি ধীরে ও স্থিরভাবে আলাপ করিবেন, কোন প্রকারে ব্যস্ততা প্রকাশ করিবেন না, আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত একটী ও বেশী কথা কহিবেন না এবং যাহা বলিবার শীঘ্র শীঘ্র বলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবেন। পুরুষের সহিত ত কোন মতেই অধিক সময় ব্যাপিয়া আলাপ করা কর্ত্তব্য নহে।

কেবল মনের কথা গোপন করিলে বা অল্প কথা বলিলেই যে হইল, এমন নহে। চপলতা অনেক রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। তুমি যদি দাস দাসী, সন্তান সন্ততি, বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট লজ্জাহীনা হইয়া একটা সামান্য অশ্লীল কথাও বল, বা অন্যে বলিলে তজ্জন্য শাসন না কর, তাহাতেই চপলতা প্রকাশ করা হয়; তোমাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কোন কুকথা বলিলে বা কুভাব প্রকাশ করিলে তুমি যদি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ কিম্বা কোনরূপ শাসন না করিয়া চুপ করিয়া থাক, তাহাতেও চপলতা প্রকাশ হইবে; তুমি যদি স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস কর কিম্বা অন্যে তোমার সহিত রহস্য পরিহাস করিলে, তাহাতে প্রশ্রয় দেও বা তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্ন না কর, তাহা হইলেও চপলতা প্রকাশ করা হইবে—এরূপ অবস্থায় বিরক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক রহস্যকারীর নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। চপলতা হইতে অনেক দোষের সৃষ্টি হইতে

পারে; আশা করি পাঠিকাগণ, কথা বার্ত্তায়, চলা ফেরায়, হাব ভাবে ইত্যাদি কোন প্রকারে চপলতা প্রকাশ করিবেন না এবং সর্ব্বদা ধীর, স্থির ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া পারিবারিক সুখ বর্দ্ধন করিবেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

বঙ্গীয় রমণীগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর মোটে দৃষ্টি নাই; পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে নিতান্ত আবশ্যকীয়, অনেকে তাহাও মনে করেন না। অধিকাংশ রমণীই সর্ব্বদা অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করেন; কাহার কাহার পরিধেয় বস্ত্র এত অপরিষ্কার ও মলিন যে উহার দুর্গন্ধে নিকটে দাঁড়ান এক প্রকার অসম্ভব। ইহা অত্যন্ত অন্যায়; এরূপ অপরিষ্কার থাকিলে পীড়া হইতে পারে, আর ইহাতে মনকে সর্ব্বদা দুঃখিত, উৎসাহশূন্য ও অপ্রশস্ত করিয়া রাখে। সকলেই জানেন যে, পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিলে মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মে, কার্য্যে উৎসাহ হয় এবং নিজকে পবিত্র পবিত্র বোধ হয়। অতএব সকলেরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। কেহ কেহ স্বভাবতঃই অপরিষ্কার থাকিতে ভালবাসেন। অনেক রমণী দেখিয়াছি, তাহাদের এই বিষয়ে এত কম দৃষ্টি যে, তাহারা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া নিতান্ত অপরিষ্কার স্থানে এমন কি মাটিতে বসিতে ও ঘৃণা বোধ করেন না; বালক ও যুবকেরা যে সকল স্থানে

দিয়া একটু খালি পায় হাটিয়া যাইতে ঘৃণা বোধ করে, অনেক গৃহলক্ষ্মী নিশ্চিন্ত হইয়া সে স্থানে বসিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া দেন। ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! রমণীগণের এইদিকে বিশেষ দৃষ্টি করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য।

শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র ও আহারীয় সামগ্রী প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। অনেক ভদ্ররমণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মস্তকে ধূলি পরিয়া চুলগুলি জটা বাঁধিয়া গিয়াছে, শরীর সর্ব্বদা ধুলিময় হইয়া রহিয়াছে, পরিধেয় বস্ত্রের রং প্রায় দোয়াতের কালির ন্যায় হইয়াছে, তবুও তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না; এমন কি ইহাতে তাহাদের মনে একটুও ঘৃণা বা অপবিত্র বোধ হইতেছে না। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ রমণী বঙ্গদেশে বড় অধিক নাই—থাকিলে লক্ষ্মী এত দিন দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন; কারণ যে গৃহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নাই, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকে না।

কোন২ ললনার বেশ, কার্য্য প্রভৃতি কিছুই পরিষ্কার নহে। ইহাদের বস্ত্রগুলি অত্যন্ত মলিন, এবং ব্যবহার্য্য জিনিষ পত্র—লেপ, তোষক, বালিস, থালা, ঘটী, বাটি, সিন্ধুক, বাক্স ইত্যাদি দেখিলে শ্মশানের জিনিষ বলিয়া ভ্রম হয়। ঐ প্রকার গৃহে কাহারও একদণ্ড বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অনেক লোক যে বাড়ী ছাড়ীয়া সর্ব্বদা পরের বাড়ী থাকিতে ভালবাসেন, ইহার এই একটী প্রধান কারণ। গৃহে প্রবেশ করিলেই চারিদিকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা ওবিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন, কাজেই

যতক্ষণ পারেন অন্যত্র কাটাইয়া দেন। অপরিষ্কার গৃহ প্রভৃতি দেখিলে মনে যেরূপ ঘৃণা বোধ হয়, পরিষ্কার ও সুসজ্জিত একটী গৃহ দেখিলে মনে তেমই আনন্দ জন্মে, বঙ্গ-ললনাগণের এই কথাটা মনেরাখা আবশ্যক।

আমরা জানি আমাদের দেশে প্রায় সকল সৎ কর্ম্মেরই শত্রু আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অনেকের এরূপ কুঅভ্যাস ও নীচপ্রবৃত্তি যে, ইহারা কাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে দেখিলে তাহাকে বিলাসী ও বাবু বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইহারা কেবল হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়া থাকে। পরের সুখ শান্তি ইহাদের অসহ্য। নিজেরা পরিষ্কার থাকিতে পারে না— কাজেই পরে সে সুখ ভোগ করিবে ইহাও তাহারা দেখিতে পারে না। কোন বুদ্ধিমতী রমণীরই এই পরশ্রীকাতর ব্যক্তি দিগের হিংসাপূর্ণ কথায় কর্ণপাত করা কর্ত্তব্য নহে—বরং ইহা-দের কথায় ঘৃণার ভাব প্রকাশ করা আবশ্যক। বিলাসিতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এক কথা নহে। যে কার্য্যে বৃথা ব্যয় বাহুল্য আছে, সে কার্য্য বরং বিলাসিতা হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, মন শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র হয়, লোকের কথায় তাহার প্রতি অবহেলা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সকল-শ্রেণীর লোককে এক সময়ে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, এই বহুমূল্য বাক্যটী স্মরণ রাখিয়া সকলে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল হয়। আমরা বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণকে বিশেষরূপ বলিতেছি, পরনিন্দার ভয়ে তাঁহারা যেন অপরিষ্কার থাকেন না। নিন্দুকের নিন্দা করাই কাজ—তাহার কথায়

নিজের শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করিয়া মূর্খতার পরিচয় দেওয়া নিতান্ত গর্হিত।

অনেকে মনে করেন যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইলে অনেক ব্যয় বাহুল্য করিতে হয়; তাহা ঠিক নহে। আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন থাকিলে সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারেন। যে কার্য্যে ব্যয় বাহুল্যতা নাই অথচ নানাপ্রকার মঙ্গল হয় তাহার প্রতি অবহেলা করা নিতান্ত অসঙ্গত। অনেক রমণী অপরিষ্কার থাকিয়া, স্বামীর ঘৃণা ও বিরাগের পাত্রী হন্। কবেট নামক একজন ইংরেজ গ্রন্থকার, "যুবকদের প্রতি উপদেশ" নামক ইংরেজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের এই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতায় সময় ২ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। স্বামীরা আপন ২ স্ত্রীকে মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু নোংরা স্ত্রীকে মনে ২ সকলেই অত্যন্ত ঘৃণা করেন এবং পরের স্ত্রীদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিলে তাঁহাদের মনে হিংসা হয়; এই কারণ বশতঃ অনেক ললনা স্বামীর প্রকৃত ভালবাসা প্রাপ্ত হন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রূপে চিরকাল মোহিত রাখিতে পারে না, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় স্বামী চিরকাল বশ থাকেন। * প্রত্যেক রমণী এই বহুমূল্য কথাগুলি মনে রাখিবেন এবং এই সামান্য কারণ বশতঃ যে সময়ে অসামান্য বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহাও যেন ভুলিয়া যান না।

অনেক রমণী আছেন, তাঁহারা নিজেরা ত অপরিষ্কার থাকিবেনই, সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকাদিগকেও সেই রূপ করিয়া

* Read Advice to Youngmen, Chapter III. by William Cobbet.

রাখেন। জননীরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন হইলে, তাহাদের সন্তান গুলি যে রোগে কত কষ্ট পায়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়না। অনেক শিশু সর্ব্বদা ভূমিতে পড়িয়া থাকে, ছাই ভস্ম যাহা পায় তাহাই খায়, চব্বিশ ঘণ্টা বাহ্য প্রস্রাবে জড়িত হইয়া আর্দ্র শয্যায় পড়িয়া থাকে, তবু ও অনেক জননী তাহার প্রতি-কার করিতে যত্নবতী হয় না। এই প্রকারে বঙ্গের শত শত শিশু জননীর দোষে রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এরূপ মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

কোন কোন স্ত্রীলোক পুস্তকাদি পাঠ করিতে ভালবাসেন কিন্তু পুস্তক গুলির প্রতি যে একটু যত্ন থাকা আবশ্যক, ইহা বিবেচনা করেন না। অনেকের পুস্তকের অবস্থা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন পুস্তকে হয় ত তৈল বা কালী পড়িয়া পাতা গুলি অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন পুস্তকের কয়েক খানা পাতা কে ছিড়িয়া নিয়াছে, কোন পুস্তকের মধ্যে কেহ হয়ত সুবৃহৎ অক্ষরে 'ক' 'খ' লিখিয়া রাখিয়াছে। এই স্থলে আর একটা কথা বলা কর্ত্তব্য। অনেক বালক বালিকার এরূপ কুঅভ্যাস যে, তাহারা একটু লিখিতে পারিলেই যথায় তথায় বিদ্যা খরচ করিতে বসে। যে বাড়ীতে এরূপ বালক বালিকা আছে,সে বাড়ীর দালান, প্রাচীর, জানালা, দরজা, সিন্ধুক, বাক্স প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই খড়ি মাটী, অঙ্গার, পেন্‌সিল্ প্রভৃতির লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি পাঠিকাগণ কখনও এরূপ করিবেন না, অন্য কেহ করিলেও তাহাকে শাসন করিয়া দিবেন।

ফলতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বাল্যকাল হইতে শিখিতে হয়; যাহারা শৈশবে মাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া নোংরা হয়, যৌবনে অতি চেষ্টা না করিলে তাহারা পরে এই রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এরূপ রমণীগণ কোন কার্য্যই পরিষ্কার রূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। ইহারা রাঁধিতে গেলে ভাত, জল ইত্যাদি ফেলিয়া এবং এক স্থানের দ্রব্যাদি অন্যস্থানে রাখিয়া রন্ধনশালা অতি বিশ্রী করিয়া রাখেন। কেহ কেহ আহারীয় দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া রাখেন। দুধের হাড়িটা অনাবৃত রহিয়াছে, ধুলা, বালি, মাছি ইত্যাদি তাহাতে পড়িতেছে, হয় ত সেই দুধই বালক বালিকা ও অন্যান্য সকলে পান করিতেছে। এই প্রকারে অনেক রমণী আহারীয় দ্রব্য অপরিষ্কার করিয়া রাখিয়া, রোগ ডাকিয়া আনেন। পাঠিকাগণের এইদিকে দৃষ্টি থাকা চাই। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রমণীগণ যেন সর্ব্ব বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন, গৃহকার্য্য পরিষ্কার রূপে সম্পন্ন করেন এবং সন্তান সন্ততি থাকিলে তাহাদিগকেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। অপরিষ্কার গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না, হিন্দু রমণীগণ যেন ইহা কখনও বিস্মৃত হন না।

সাস্থ্যরক্ষা।

কি প্রকারে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, অনেক রমণী তাহা জানেন না, এবং জানিতে চেষ্টাও করেন না। অনেকের এই দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শরীরের প্রতি

সকলেরই বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। শরীর সুস্থ না থাকিলে মন সুস্থ থাকে না, কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না, সর্ব্বদা দুঃখিত স্ফূর্ত্তিহীন ও বিষণ্ণ বোধ হয়, মনে শান্তিসুখ থাকে না। অনেকে শরীরের প্রতি অযত্ন ও তাচ্ছল্য করিয়া চিররোগী হইয়া যাবজ্জীবন কষ্ট ভোগ করে। ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। আশা করি প্রত্যেক ললনা নিজের, সন্তান সন্ততির ও পরিবার বর্গের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে যত্নবতী হইবেন।

প্রধানতঃ কি কি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও হইতে পারে, এবং কি প্রকার ব্যবহার করিলেই বা শরীর বেশ সবল ও সুস্থ থাকে, অগ্রে এইসব শিক্ষা করিতে হইবে। এই পুস্তকে এবিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা পাঠিকাগণকে অতি মনোযোগ সহকারে "শরীর পালন" "স্বাস্থ্যরক্ষা" ও "ধাত্রীশিক্ষা" এই তিন খানা পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি; তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক শিখিতে পারিবেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব বশতঃ অনেক সময় পীড়া হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সন্তানগণ মলমূত্রে জড়িত হইয়া সিক্ত শয্যায় পড়িয়া থাকে, নানা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, তবুও অনেক মাতা চক্ষু মেলিয়া চান না। এই জন্য অনেক শিশু খোস পাঁচড়া ইত্যাদি নানারোগ-গ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায়। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, সে কখন কি খায়, কখন কি অবস্থায় থাকে, তাহা সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে হয়। শিশুদের একটা স্বভাব এই যে, তাহারা যাহা নিকটে পায়, তাহাই ধরিয়া মুখে দেয়; সুতরাং শিশুরা যাহা ধরিয়া মুখে দিতে পারে,

তাহাদের নিকট এমন কোন দ্রব্য রাখা অন্যায়। আমরা জানি একটী শিশু একটা সুবৃহৎ পোকার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিল, আর একটী শিশু একটা ছুচমুখে দিয়া মরণাপন্ন হইয়াছিল, তৃতীয় শিশু—একটী দেড় বৎসরের বালিকা, এক বাটি তৈল পান করিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা অজ্ঞান ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে জননীগণ সাবধান হইলে এরূপ হইতে পারিত না; জননীগণের অসাবধানতা বশতঃ অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করে।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে; বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, সকলকেই পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান, পরিষ্কার গৃহে বাস, পরিষ্কার খাদ্য দ্রব্য আহার এবং পরিষ্কার জল পান করিতে হইবে। প্রতিদিন পরিষ্কার জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। অনেকে শীতকালে প্রত্যহ স্নান করে না; আবার কেহ কেহ চুলের খোপা নষ্ট হইবে এবং চুল খুলিতে হইবে বলিয়া, মস্তকে জল দেন না। ইহা অতি কুঅভ্যাস। এরূপ করিলে শরীর অপরিষ্কার থাকে—কাজেই পীড়া হওয়া সম্ভব। স্নানের সময় সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য, যেন শরীরের কোন স্থানে ময়লা না থাকে। স্নানের পূর্ব্বে মস্তকে ও শরীরে উপযুক্ত রূপ তৈল মাখা আবশ্যক; তৈল না মাখিলে চুল রুক্ষ হয় এবং শরীরের লাবণ্য থাকে না। বঙ্গ-ললনাগণের একটী কু-অভ্যাস এই যে, তাহাদের অনেকে স্নানের পর অপরাহ্নে মস্তকে তৈল মাখিয়া কেশ বিন্যাস করিতে বসেন; এই অভ্যাসটা ত্যাগ করা

কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে শরীরে তৈল না মাখিয়া কেবল মস্তকে মাখিলেই হয়; স্নানের সময় গামছা দিয়া শরীরের তৈল উত্তমরূপ ঘসিয়া ফেলা আবশ্যক। অপরিষ্কার জলে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। জলে নামিবার পূর্ব্বে মস্তকে জল দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গের অধিকাংশ স্থানের অধিবাসীদিগকে জল-কষ্ট সহ্য করিতে হয়। পুকুরের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। কোন কোন স্থানে হয়তঃ একটী পুকুরের জল শত শত লোকের পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয় এবং সেই জলেই আবার অসংখ্য লোকের স্নান করিতে হয়। যে পুকুরে মানুষ নাবিয়া স্নান করে, সে পুকুরের জল ক্রমেই দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হইতে থাকে; কাজেই কিছু দিন পরে তাহা পানের অযোগ্য হয়। যে স্থানে এরূপ অস্বাস্থ্যকর দূষিত জল পান করিতে হয়, সাধারণতঃ সে সকল স্থানেই প্রতিবৎসর বিসূচিকা প্রভৃতি প্রাণঘাতক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত পুকুরে নাবিয়া স্নান করিবার অভ্যাসটী দেশ হইতে দূর না হইবে এবং যে পর্য্যন্ত পুকুরে মল মূত্র ত্যাগ করা সর্ব্বপ্রকার অসঙ্গত, ইহা দেশের স্ত্রী, পুরুষ সকলে না বুঝিবে, সে পর্য্যন্ত দেশের স্বাস্থ্যের ক্রমে অবনতি ভিন্ন উন্নতি হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। এবিষয়ে বঙ্গললনা-দিগকে আমরা পথ দেখাইতে অনুরোধ করি। পুকুরে মল মূত্র ত্যাগ ও নাবিয়া স্নান করিবার অভ্যাস তাঁহারা সকলে ত্যাগ করুন! কলসীতে করিয়া জল তুলিয়া স্নান করিতে অভ্যস্ত হউন। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষের এক পুকুরে স্নান করা সুবিধাজনক নহে; কারণ ও স্ত্রী পুরুষের এক পুকুরে স্নান করিতে হইলে,

হয় রমণীগণকে নির্লজ্জ ও 'বেহায়া' হইতে হয়, নতুবা অতি সঙ্কুচিত ভাবে ব্যস্ততার সহিত একটা ডুব দিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এ দুইয়ের কোনটাই ভাল নহে। শরীরের সর্ব্বস্থান ঘসিয়া মাজিয়া স্নান না করিলে, স্নানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সম্পন্ন ইংরেজগণ গৃহে অতি সুন্দর স্নানাগার প্রস্তুত করিয়া লন—এই নিয়মটী বেশ। দরিদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাটীর একটী নির্জ্জন স্থানে একটু স্থান বেড়া দিয়া আবৃত করিয়া লইয়া, তাহার মধ্যে স্নান করা বোধ হয় কাহার পক্ষেই বিশেষ কষ্টকর বা অসম্ভব নহে। প্রতিগৃহে রমণীগণের জন্য এরূপ এক একটী স্নানাগার প্রস্তুত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে রমণীগণকে পুরুষদিগের সঙ্গে এক পুকুরে স্নান করিতে হয় না—অথচ লজ্জা বজায় রাখিয়া রমণীগণ নিশ্চিন্তমনে স্নান করিতে পারেন; নাবিয়া স্নান করাতে পুকুরের জল যে দূষিত ও পানের অযোগ্য হইতে থাকে, তাহাও হইতে পারিবে না। তবে যাহাদের আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া স্নান করিতে সাধ, তাহাদের পক্ষে ইহাতে সুবিধা বোধ না হইতে পারে; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহাদের এই সাধ অপূর্ণ রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অগত্যা প্রতি মাসে একদিন জলে নামিয়া স্নান করিলেও চলিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে, এরূপ অল্পব্যয়সাধ্য ও সর্ব্বতোভাবে সুবিধাজনক ও মঙ্গলদায়ক স্নানাগার প্রস্তুত করিয়া লইতে, ইচ্ছুকব্যক্তি মাত্রেই সক্ষম। বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী মহিলাগণ এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। বলা বাহুল্য যে, পুরুষের চেষ্টা ব্যতীত একার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, রমণীগণ চেষ্টা করিলে

পুরুষদিগকে উৎসাহিত করিয়া এই কার্য্য উত্তমরূপে সংশোধিত করিতে পারেন। ললনাগণ এই কার্য্য করিয়া, সদ্বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবেন না কি? প্রথমতঃ রমণীগণের জন্য স্নানাগার প্রস্তুত হইলে, পরে ক্রমে পুরুষদিগের জন্যও এইরূপ স্নানাগার প্রস্তুত করা যাইতে পারিবে। যাঁহাদের গৃহে চাকর চাকরাণী আছে, তাহাদের ত কথাই নাই; যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের নিজেই একটু কষ্ট করিয়া জল তুলিয়া স্নান করিতে হইবে। লজ্জা বজায় রাখিবার জন্য এবং দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সুবুদ্ধি ললনাগণ এই সামান্য কষ্ট অকাতরে সহ্য করিবেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আহারের সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ; আহারের দোষে পীড়া হওয়া একান্ত সম্ভব; সুতরাং রমণীগণের এ বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই। প্রতিদিন এক প্রকার দ্রব্য ভোজন করা অন্যায়—ইহাতে হজম শক্তির হ্রাস হয়; কাজেই মধ্যে মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তন করা উচিত। গুরুপক্ক দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে আহার করা অকর্ত্তব্য; এবং আহারীয় জিনিষ অতি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। কোন কোন মহিলা রন্ধন করিয়া দ্রব্যাদি অনাবৃত রাখেন; ইহা ভাল নহে। ইহাতে অনেক সময় খাদ্য দ্রব্যে ছাইভস্ম, খড়কুটা এমন কি কখন কখন পোকা ইত্যাদি পড়িয়া উহা অখাদ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ঐসব আহার করিলে পীড়া হয়। কিছুই অধিক পরিমাণে খাওয়া ভাল নহে; এক বারে অধিক দ্রব্য খাওয়া অপেক্ষা দুই তিন বারে অল্প অল্প করিয়া খাওয়া ভাল। অনিচ্ছার সহিত কোন দ্রব্য খাওয়া ভাল নহে। অনেক মাতা আদর

করিয়া সময় সময় পুত্র কন্যাদিগকে তাহাদের অনিচ্ছার সহিত অনেক দ্রব্য খাইতে বাধ্য করেন। এরূপ আদর ভাল নহে। দেখিয়াছি যে, কোন একটী দ্রব্য পচিয়া অখাদ্য হইলে, অনেক জননী তাহা ফেলিয়া না দিয়া পুত্র কন্যাদিগকে খাইতে বলেন। ইহা যে নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণ আর একটী গুরুতর বিষয়ে অবহেলা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিঘ্ন জন্মাইতেছেন। আজ কাল মাথা ব্যথা ও পেট বেদনা প্রভৃতি নিতান্ত সামান্য রোগের জন্য ও চিকিৎসক ডাকিতে হয়। ইহা একটী অতি কুলক্ষণ এবং সকলের পক্ষে সুবিধা জনক নহে। এবিষয়ে প্রাচীনাগণ নবীনা গণের আর্দ্দশস্থানীয়া; তাঁহারা সামান্য সামান্য পীড়ার লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রণালী সুন্দররূপ অবগত ছিলেন। ইহাতে যে বিশেষ উপকার হইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। নব্যা রমণীগণ এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন, ইহা বড়ই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে, সন্তান সন্ততিগণের কষ্টের লাঘব হইবে এবং বৃথা ব্যয় হইতে অনেক গৃহস্থ মুক্ত হইতে পরিবে। ফলতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়ায় অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে অধিকাংশ লোকেরই নিতান্ত কষ্ট হয়। এইসব উপকারী বিষয়ে অগ্রে শিক্ষিতা না হইয়া পশমের কাজ কিম্বা অন্য বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলেও আমরা তাহার প্রশংসা করিতে পারি না।

সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে এবং যখনই কোন প্রকার পীড়ার লক্ষণ দেখিতে পাইবে, কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা

করাইবে; কারণ রোগের প্রথম অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে যেরূপ সত্বর উপকার হয়, পরে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। অনেক রমণী রোগ হইলে লজ্জা বশতঃ অন্য কাহার নিকট তাহা বলে না– নীরবে সহ্য করিতে থাকে। ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি আছে? ইহাতে এই লাভ হয় যে, রোগ দিন দিন কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে থাকে, এবং অবশেষে এরূপ হইয়া পড়ে যে শত চেষ্টায় ও আরোগ্য হওয়া যায় না। সুতরাং কোন বুদ্ধিমতী রমণীরই রোগ গোপন করা কর্ত্তব্য নহে; স্বামী, শ্বাশুড়ী, মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট নির্ভয়ে ও নিঃশ-ঙ্কোচে রোগের অবস্থা বলা উচিত।। রোগ গোপন করা, আর ঘরে সাপ পোষা একই কথা। রোগের সকল অবস্থা না বলিলেও সুচিকিৎসা হইতে পারে না; কারণ চিকিৎসকগণ সকল তত্ত্ব অবগত না হইলে, অনেক সময় অনুমানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন; এই প্রকার আনুমানিক চিকিৎসায় যে অধিকাংশ স্থলেই কোন ফল হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। কেহ কেহ আবার ঔষধ সেবন করিতে এবং চিকিৎসকের অনু-মোদিত পথ্যাদি খাইতে আপত্তি ও অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। রোগগ্রস্ত হইয়া যাহারা এরূপে চিকিৎসকের কথা অগ্রাহ্য করে, তাহারা কখনই আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। পীড়ার সময় চিকিৎসক যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা নিজের রুচি-বিরুদ্ধ এমন কি ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ হইলেও পালন করা উচিত। নতুবা আত্মহত্যারূপ মহাপাপের ভাগী হইতে হইবে। পীড়া হইলে যাহাতে শরীর সুস্থ হয়, তাহাই করা যাইতে পারে, আমাদের শাস্ত্রে এরূপ উপদেশ আছে। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন "দেশে

দুর্ভিক্ষ বা বিপ্লব উপস্থিত হইলে, পীড়া হইলে, কিম্বা প্রবাসে কোন প্রকার বিপদে পড়িলে, অগ্রে আপনার দেহ রক্ষা করিবে, পরে ধর্ম্ম করিবে। বিপদ উপস্থিত হইলে, তখন আচার নিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই; অগ্রে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, পরে সুস্থ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে।" * সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহারা পীড়িত হইলে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া "ইহা খাইতে পারিব না" "উহা খাইলে জাত যাইবে" ইত্যাকার কথা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত নহেন। ফলতঃ পীড়া হইলে চিকিৎসক যেরূপ আজ্ঞা করেন, তাহা রোগের ঔষধ স্বরূপ গণ্য করিয়া পালন করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ আবার এরূপ বিবেচনা-শূন্য যে পীড়ার সময় গোপনে গোপনে নানা কুপথ্য করিতেও ভয় করেনা; ইহারা আপনার বিপদ আপনি ডাকিয়া আনে এবং ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য চিরস্থায়ী দুঃখ ভোগ করে। অনেক রমণী আপন দোষে চিররোগী হইয়া নিজে নানা কষ্ট ভোগ করে, অন্যকেও অনেক সময় যন্ত্রণা দেয়। অতএব প্রত্যেক রমণীরই প্রথম হইতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

রাত্রি দশটার সময় শয়ন ও অতি প্রত্যুষে জাগরণ স্বাস্থ্য-রক্ষার একটা প্রধান উপায়। প্রাতঃ নিদ্রা ও দিবা নিদ্রা

* দেশভঙ্গে প্রবাসে বা ব্যাধিষু বাসনেষ্বপি।
রক্ষদেব স্বদেহাদি পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
আপৎকালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচাচারং ন চিন্তয়েৎ।
স্বয়ং সমুদ্ধরেৎ পশ্চাৎ স্বস্থোধর্ম্মং সমাচরেৎ॥
পরাশর সংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

ত্যাগ করাও আবশ্যক। অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি পরিশ্রম, অতি আলস্য প্রভৃতি কারণেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন যে কিছুই অধিক ভাল নহে। অত্যধিক শ্রম করিলেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, আবার একবারে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলেও পীড়া হইতে পারে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা সকলের পক্ষেই খাটে। এক জনের যাহা সহ্য হয়, অপরের তাহা হয় না; সুতরাং নিজের শরীরের ভাব বুঝিয়া চলাই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়া স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ভগবান আমাদিগকে যে শরীর দিয়াছেন, তাহার প্রতি অযত্ন করিলে মহাপাপ হয়। মুনি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে আত্মশরীর রক্ষাই মানুষের প্রধান কাজ—এই কর্ত্তব্য পালনে কাহারও অবহেলা করা উচিত নহে। নিতান্ত সামান্য কারণেও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পীড়া হইতে পারে এই কথা মনে রাখিয়া সকলেরই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

—•—

সময়ের সদ্ব্যবহার।

—০:০—

কি প্রকারে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, অধিকাংশ রমণী তাহা জানেন না; কেহ চব্বিশ ঘণ্টা তাস নিয়াই ব্যস্ত, কেহ শুধু পশমের কাজেই নিজের নৈপুণ্য দেখাইতে ইচ্ছুক, কেহ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুস্তক পাঠেই মত্ত, আর কেহ

দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত গৃহ কার্য্যেই রত থাকেন। আমরা বলি ইহার কিছুই ভাল নহে। অবিরাম এককার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মনে প্রফুল্লতা থাকে না, সুতরাং স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নিরূপিত সময় থাকা আবশ্যক। দিবা-রাত্রিতে চব্বিশ ঘণ্টা; ইহার মধ্যে আট ঘণ্টা নিদ্রার জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টা নানাকার্য্যে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। কতক সময় গৃহকার্য্যে, কতক সময় শিল্প কার্য্যে, কতক সময় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে, এবং কতক সময় নির্দ্দোষ আমোদে অতি-বাহিত করিলেই বেশ হয়: গৃহকার্য্যে স্ত্রীলোকের অধিক মনো-যোগ আবশ্যক; গৃহকার্য্য সুন্দর রূপ সমাধা করিয়া যে সময় থাকে, তাহাতে অন্যান্য কার্য্য করিতে হইবে। ফলতঃ রমণী-গণের কার্য্যের পরিমাণে সময় অত্যন্ত বেশী; অনেকে সে সময়টা বৃথা কাটাইয়া দেন। বহু মূল্য সময় বৃথা ব্যয় করা আর জীবন নষ্ট করা একই কথা। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত।

কোন কোন রমণী বলিয়া থাকেন "আমরা মেয়েমানুষ কি কার্য্য করিব! আমরা ত আর আফিসে যাইতে পারিব না।" তদুত্তরে বলি যে, ইচ্ছাও যত্ন থাকিলে কার্য্যের অভাব হয় না, গৃহে বসিয়াই অনেক কার্য্য করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভদ্র-লোকেরই আয় ব্যয়ের একটা হিসাব আছে। পুরুষেরা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; সুতরাং যদি ললনাগণ জমা খরচের হিসাব রাখিতে পারেন, তবে কি পুরুষের কার্য্যভার একটু লঘু হয়না? অন্ততঃ দৈনিক বাজার খরচের হিসাবটা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাব রাখিতে পারিলেও অনেক উপকার হয়। ইহা

রাখা যে বড় কঠিন, এমন নহে; যাঁহারা একটু লেখা পড়া জানেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ শিখিতে পারেন। উহা লিখিতে শিখিলে রমণীগণের ও সময় কাটাইবার সুবিধা হয়, পুরুষেরাও অনেকটা উপশম বোধ করেন। আরও কার্য্য আছে। বঙ্গললনাগণ শিল্পকার্য্যে বড় অপটু; তাঁহারা উলের কাজের প্রতি একটু কম মনোযোগী হইয়া উত্তমরূপ শিলাই করিতে শিখিলে, অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। 'শিল্পকার্য্য' শীর্ষক প্রবন্ধে এবিষয় আলোচনা করা হইল।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভাল ভাল পুস্তক পাঠেও কিছু সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য; সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিলে মন উদার, প্রশস্ত, ও নীতিপরায়ণ হয়। কোন সময়েই একবারে নিষ্কর্ম্মা থাকাউচিত না—সর্ব্বদাই কোন না কোন কাজে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে মনে নানা অস্বাভাবিক ভাবের উদয় হয়, সুতরাং কোন কাজ না থাকিলে সে সময় একাকিনী বসিয়া না থাকিয়া সমবয়স্কা কাহার নিকট যাইয়া কোন ভাল বিষয়ে আলাপ করা উচিত; নতুবা বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী, ঠাকুরমা প্রভৃতির নিকট ধর্ম্মকথা বা উপদেশ-পূর্ণ গল্প শ্রবণ করিলেও হয়। নির্দ্দোষ আমোদেও কতক সময় ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা মনে প্রফুল্লতা জন্মে না। অনেক রমণী পরের নিন্দা করিয়া ও পরের কুৎসা গাইয়া সুখানুভব করেন; এরূপ আমোদ ভাল নহে। নিজে খারাপ লোক না হইলে সে কখনও একজনের অনুপস্থিতে তাহার দোষ ব্যাখ্যা করিতে ভালবাসে না। কোন কোন রমণী আবার সমবয়স্কাদিগের সহিত অশ্লীল বিষয়ে আলাপ করিয়া থাকেন; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কুৎসিৎ ও

জঘন্য বিষয়ে কাহারও কথোপকথন করা কর্ত্তব্য নহে, করিলে প্রকৃতি নীচ হয়। সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি আদর্শনারীগণের নানা সদ্‌গুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর; রন্ধন, শিল্প প্রভৃতির কি প্রকারে উন্নতি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক কর; নতুবা রামায়ণ মহাভারতে যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প আছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে এবং তাহাতে কি উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়া কথোপকথন কর। ইহাতে আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই হইবে।

অনেক স্ত্রীলোক নিদ্রা ও বৃথা গল্পে সমস্ত দিন ব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু প্রবাসবাসী পিতা, মাতা, স্বামী, ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট পত্র লিখিতে সময় পান না। যাহারা এপ্রকারে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, তাহারা কখনও সুগৃহিণী হইতে পারেন না। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারিত করিয়া, যে সময়ের যে কাজ, তাহা তৎক্ষণাৎ করিয়া ফেলা উচিত; একত্র অনেক কাজ জমা হইলে, পরে তাহা সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। অতএব আজ করিব, কাল করিব বলিয়া কাহারই কার্য্য ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। অনেকে কার্য্যাভাব বশতঃ প্রতিদিন পরের বাড়ী যাইয়া বৃথা কথোপকথন করিয়া সময় নষ্ট করেন; আমরা শতবার বলি, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। দুই একদিন আত্মীয় স্বজনের বাড়ী বেড়াইতে গেলে যে দোষ হয়, তাহা বলি না; কিন্তু দিনান্তে কি সপ্তাহান্তে, অন্যের বাড়ী গিয়া বৃথা গল্পে সময় কর্ত্তন করিতেই হইবে, এরূপ স্বভাব ভাল নহে। সে সময়টা গৃহে থাকিয়া গৃহের পারিপাট্য বিধানে কিম্বা পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী, দেবর কিম্বা পুত্র, কন্যার সুখ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করিলে বেশ

হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা সুগৃহিণী হইতে চান, তাঁহারা কাজের অভাব দেখেন না। আশাকরি পাঠিকাগণ বৃথা সময় কর্ত্তন না করিয়া, সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইবেন।

পরিচ্ছদ।

—০:০—

আমাদের দেশের রমণীগণের পরিচ্ছদ যে অতি অসম্পূর্ণ, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন বটে,কিন্তু এপর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যাহার রোগ সে সতর্ক না হইলে রোগ সারে না—সুতরাং রমণীগণের এই দিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপ আবৃত রাখাই বস্ত্র পরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য ; কিন্তু আজকাল বঙ্গদেশের রমণীগণ যে প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। বঙ্গদেশাপেক্ষা প্রায় সকল দেশের রমণীগণেরই পোষাক ভাল। আমাদের মতে হিন্দুস্থানী রমণীগণের পরিচ্ছদ অতি উত্তম। তাহারা অতি পুরুবস্ত্র ব্যবহার করে এবং সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বশরীর আবৃত রাখে;তাহাদের বস্ত্র পরিধান প্রণালী ও মন্দ নহে। ফলতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধে উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণের পাতলা বস্ত্রের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে ; শাদা পাতলা কাপড় পরিধান করা কোন লজ্জাশীলা ভদ্র-রমণীরই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু রমণীগণের শান্তিপুরী সাটীর

প্রতি যেরূপ ভক্তি, তাহাতে আমাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। নিতান্ত পাতলা বস্ত্র পরিধান করা, আর দিগম্বরী হওয়া প্রায় এক কথা। ললনাগণ যে এইরূপ অর্দ্ধ উলঙ্গ বেশ ধারণ করিয়া পুরুষের সম্মুখে যাইতে লজ্জাবোধ করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, সরু বস্ত্র ব্যবহার না করিলে সম্মান থাকে না; তাহা নহে। সরু বস্ত্র ব্যবহার করিলেই বরং সম্মান থাকে না। আমাদের দেশে পূজাবাড়ী, বিবাহবাড়ী ইত্যাদি স্থানে পট্ট বস্ত্র পরিধান করার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতি উত্তম। পট্টবস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপ আবৃত হয় এবং নিজকে বেশ পবিত্র বোধ হয়। আমরা মহিলাগণকে পাতলা শান্তিপুরের সাটীর পরিবর্ত্তে চেলীর কাপড় বা রঙ্গীন সাটী "পোষাকী কাপড়" রূপে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

বস্ত্র পরিধান-প্রণালী সম্বন্ধে একটু পরিবর্ত্তন হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের রমণীরা যে প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা অতি জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। একটু বাতাস হইলে বা কাপড়টা একটু সরিয়া গেলে সময় সময় মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়; ইহা বড়ই লজ্জার কথা। পূর্ব্ব-বঙ্গের রমণীগণের বস্ত্র পরিধান-প্রণালী ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভাল। ঐ প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করিলে সুন্দর দেখায় বলিয়া, নাট্যালয়ের অভিনেত্রীগণকে উহার অনুকরণে বস্ত্র পরিধান করান হয়। মুসলমান রমণীগণের প্রণালীও উত্তম। এ বিষয়ে ব্রাহ্মরমণীগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তবে তাঁহাদের পরিচ্ছদে

একটু ব্যয় বাহুল্য ও আড়ম্বর আছে। যাহারা অর্থ ব্যয় করিতে সমর্থ, তাহারা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মরমণীগণকে আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। অনেকে হয়ত ব্রাহ্মরমণীগণের অনুকরণ করিতে বলাতে একটু বিরক্ত হইয়াছেন। তাহা ভাল নহে। আমাদের মতে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যেখানে যাহা ভাল দেখাযায়, তাহাই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মতে রমণীগণের সর্ব্বদা পিরিহান ব্যবহার করা আবশ্যক। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পিরিহান গায় না দিয়া যাওয়া অতি অন্যায়। পিরিহান গায় না থাকিলে সর্ব্বশরীর আবৃত থাকে না এবং সময় সময় রমণীগণ অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া পড়েন। অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে রমণীগণ পরিবেশন করিতে আসিয়া কখন কখন অপ্রস্তুত হইয়া যান; পিরিহান গায় থাকিলে এই সব হইতে পারে না। এই কারণ বশতঃ হিন্দুস্থানী রমণীগন সর্ব্বক্ষণ পিরিহান ব্যবহার করে। বঙ্গ-ললনাগণের তাহা করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "গ্রীষ্মের সময় কেমন করিয়া উহা গায়ে রাখিব?" তাহার উত্তর এই যে, পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গদেশাপেক্ষা গ্রীষ্ম অনেক বেশী, সে দেশের রমণীগণ যদি সর্ব্বদা পিরিহান ব্যবহার করিতে পারে, তবে বঙ্গ-ললনাগণ কেন পারিবেন না? বস্তুতঃ অপরিচিত ও আগন্তুক পুরুষের নিকট ত কোন রমণীরই পিরিহান ব্যবহার না করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এই সম্বন্ধে অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই; শরীর আবৃত রাখা বস্ত্র ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য, পাঠিকাগণ তাহা মনে রাখিবেন এবং সরু বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করিবেন। যদি

তাহা না পারেন, তবে অগত্যা যাহাতে শরীরের সকল স্থান উত্তমরূপ আচ্ছাদিত থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

রন্ধন।

রন্ধন স্ত্রীলোকের একটি প্রধান কার্য্য। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরই রন্ধনে সুনিপুণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে রমণী রাঁধিতে জানেনা, অশেষগুণে গুণবতী হইলেও তাহার প্রশংসা নাই। অনেক বড় ঘরের রমণীগণকে রান্ধিতে হয় না সত্য, কিন্তু তবুও তাঁহাদের রন্ধন কার্য্যে সুশিক্ষিতা হওয়া আবশ্যক। কারণ তাঁহারা এই বিষয়ে পটু না হইলে এবং রন্ধনের দোষগুণ সহজে বুঝিতে না পারিলে, পাচক পাচিকাগণের মনে ভয় থাকে না, কাজেই তাহারা তত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া রন্ধন করে না। মধ্যবিত্ত ও সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন গৃহের গৃহিণীগণ সুপাচিকা না হইলে যে মহাকষ্ট হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ভোজন জীবনের একটা প্রধান সুখ; ভোজ্য দ্রব্যাদি সুপক্ক না হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। স্ত্রী সুপাচিকা হইলে যে পারিবারিক সুখ অনেক বৃদ্ধি হয়, তাহার সন্দেহ নাই; অবস্থা যতই কেন ভাল হউক না, আপন আপন শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি আত্মীয় স্বজনকে মধ্যে মধ্যে নিজহস্তে উত্তমরূপ রান্ধিয়া পরিতৃপ্তরূপ খাওয়াইলে যেরূপ আনন্দ ও সুখ হয়, আর কিছুতেই সেরূপ হয় না।

প্রথমতঃ ডাল, ভাত, চর্চ্চরি, মাছের ঝোল ইত্যাদি নিত্য

প্রয়োজনীয় সাধারণ খাদ্য অল্প সময়ের মধ্যে উত্তমরূপে রান্ধিতে শিখিতে হইবে; তারপর খিচুড়ী, মাংস, পরমান্ন, পলান্ন, ইত্যাদি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য রন্ধনে পটু হইতে হইবে; পিষ্টক, সন্দেশ, জিলিপী, মোরব্বা প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করা ও নিতান্ত আবশ্যক। রমণীগণ পলান্ন প্রভৃতি উত্তমরূপ রান্ধিতে শিখিলে, বাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ আত্মীয় বা আগন্তুক আসিলে, বাবুদিগকে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয় না। রন্ধনে বেশ পাকা হাত হওয়া আবশ্যক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুপাচিকার একটী লক্ষণ; আহারীয় দ্রব্যাদি বেশ পরিষ্কার না হইলে, খাইতে রুচি হয় না এবং খাইলে পীড়া হয়। কাহার কাহার রন্ধন এত অপরিষ্কার যে প্রাণান্তে ও তাহা মুখে দিতে ইচ্ছা হয় না। রন্ধনে ক্ষিপ্রকারিতা ও বাঞ্ছনীয়। যে সকল রমণী সুপাচিকা হইয়া, স্বামী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদিকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করাইয়া পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন "পাক-প্রণালী" পুস্তকখানা উত্তমরূপ পাঠ করেন। কোন কোন রমণী শরীরের রং কাল হইবে ভয়ে, আগুনের নিকটই যাইতে চান না; বলা বাহুল্য যে, এত বাবুগিরি ভাল নহে। আশাকরি পাঠিকাগণ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবেন।

কলহ।

বঙ্গীয় রমণীগণের যতগুলি নীচ প্রবৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে কলহ প্রধান। বঙ্গ-ললনাগণ যেরূপ কলহপ্রিয়া, বোধ হয় পৃথিবীর কোন দেশের স্ত্রীলোকই সেরূপ নহেন; সুতরাং এবিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। ধৈর্য্যের অভাব বশতঃই সাধারণতঃ কলহ আরম্ভ হয়; যে পরের কথা সহ্য করিতে না পারে, যাহার ক্ষমাগুণ নাই, সেই অধিক কলহ-প্রিয়। যাহার সহ্যগুণ নাই, যে ক্ষমাশীল নহে, যে সর্ব্বদাই প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সে মনুষ্য নহে; সুতরাং যে রমণীগণ সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই বলিলেও বড় অন্যায় বলা হয় না। সুখের বিষয় এই যে যাঁহারা একটু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই কলহ করেন না এবং কলহ করিতে লজ্জাবোধ করেন। নিতান্ত অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক দিগকেই সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করিতে দেখা যায়। বলিতে দুঃখ হয় যে সেকেলে গৃহিণীগণ বড় কলহ-প্রিয়া ছিলেন; তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অনেক বৌ ঝি কলহ করিতে শিখেন, কিন্তু তাঁহাদের যে অশেষ সদ্‌গুণ ছিল, তাহা প্রায় কাহাকেও অনুকরণ করিতে দেখা যায় না।

যে সকল একান্নভুক্ত পরিবারে অনেক লোক বাস করে, সে খানেই ঝগড়ার কিছু বাড়াবাড়ি। কোন কোন পরিবারে ত চব্বিশ ঘণ্টাই ঝগড়া বিবাদ চলিতেছে—একটু বিরাম নাই,

সর্ব্বদাই বিশম্বাদ! এরূপ অশান্তিপূর্ণ পরিবারে বাস করা মহাকষ্টকর; কোন কোন শিক্ষিত পুরুষ গৃহে সর্ব্বক্ষণ এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া সহরে বা অন্যত্র বাস করেন, কিন্তু তবুও রমণীগণের কলহের স্রোতঃ হ্রাস হয় না। অধিকাংশ স্থলেই উভয়ের দোষে ঝগড়া হয় বটে, কিন্তু সময় সময় একের দোষেও কলহ হইতে দেখা যায়। শাশুড়ী বৌ, ননদ ভাজ, ও ভ্রাতৃজায়াগণ মধ্যেই ছগড়া কিছু বেশী হইয়া থাকে। শ্বাশুড়ীগণ আপনাদিগকে গৃহে সর্ব্বে সর্ব্বা জ্ঞান করিয়া, অনেক সময় পুত্র-বধূর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে চেষ্টিতা হন, কিন্তু অনেক বৌ ইহাতে নারাজ—কেহ কেহ অপমান ও বোধ করেন! শ্বশ্রূরা এই প্রকার অবাধ্যতা দেখিলে তিরস্কার ভৎর্সনা করেন, নববধূগণের সোণার শরীরে তাহা সহ্য হয় না, কাজেই তুমুল কলহ আরম্ভ হয়। আমাদের মতে বধূগণের দোষ অধিক। শ্বাশুড়ী মাতৃতুল্য; তিনি যখন যাহা বলেন, এবং যাহাকে যেরূপ করিতে আদেশ করেন, প্রত্যেক বধূরই তাহা অতি যত্ন ও আহ্লাদের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য এবং যতদিন তিনি জীবিত ও কার্য্য করিতে সক্ষমা থাকেন, ততদিন কোন বুদ্ধিমতী ও সুশীলা বধূরই সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার অবাধ্য হওয়া কিম্বা নিজে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে। সত্য বটে অনেক শ্বাশুড়ী বধূদিগকে বিনা প্রয়োজনেও অনেক সময় যন্ত্রণা দেন, কিন্তু বধূরা যদি শ্বাশুড়ীকে মাতার মত ভক্তি করেন ও ভালবাসেন, তবে তিনি কয় দিন বধূদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিবেন? অনেক পুত্রবধূ নাক বাঁকাইয়া বলিয়া থাকেন "আমি উঁহার চক্ষুঃশূল, আমাকে

দেখিলেই উনি জ্বলিয়া উঠেন; আমি কেমন করিয়া এমন শ্বাশুড়ীকে ভালবাসিব?” বধূগণ ভাবেন না যে নিজের দোষেই তাঁহারা শ্বাশুড়ীর “চক্ষুঃশূল” হইয়া পড়েন। ফলতঃ শ্বাশুড়ী বধূতে ঝগড়া হওয়া বড়ই অন্যায়। অনেক স্ত্রীলোক আপন আপন মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীর উত্তেজনা ও সাহায্য পাইয়া, অনেক সময় নিঃসহায়া, প্রত্যাশিনী শ্বাশুড়ীর উপর অত্যাচার করিতেও কাতর হয় না। যে স্ত্রী মাতৃতুল্য বৃদ্ধা শ্বশ্রূর সহিত এরূপ কুব্যবহার করে, সে পাপীয়সী, সে কুল-কলঙ্কিনী, সে না করিতে পারে এমন কার্য্য নাই; জন্ম জন্মান্তরেও তাহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর যে পুরুষ জানিয়া শুনিয়া, স্ত্রীর এই জঘন্য ব্যবহারে প্রশ্রয় দেয়, সে নির্দ্দয়, সে পাষণ্ড, সে মাতৃঘাতক, সে ঘোর অকৃতজ্ঞ, নরকেও তাহার স্থান হইবে না। আশাকরি পাঠিকাগণ, কখনও শ্বশ্রূর সহিত ঝগড়া বা তাঁহার প্রতি প্রাণান্তেও কোনপ্রকার কুব্যবহার করিবেন না; আর যাহারা তাহা করে, তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন এবং এরূপ করা যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। কারণ বুদ্ধিমতী রমণীগণ উহাদিগকে যেরূপ শাসন করিতে পারেন, পুরুষে কখনই সেরূপ পারে না। অনেক রমণী সময় সময় বৌর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; ইহা অত্যন্ত অন্যায়। যখন দেখিবে যে কোন রমণী শ্বাশুড়ীর সহিত কলহ করিয়া কিম্বা শ্বাশুড়ীকে নানা কটুবাক্য বলিয়া, তোমার নিকট আসিয়া তাহার নিজের সাধুতা ও নির্দ্দোষিতা ও শ্বাশুড়ীর দোষের কথা বলিতে লাগিল এবং চক্ষের জল ফেলিয়া তোমাকে গলাইতে চেষ্টা করিল,

সাবধান! তাহার সেই সাধের দুঃখ দেখিয়া দুঃখিতা হইওনা এবং তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিওনা; মনে রাখিও, তাহারই দোষ বেশী। কারণ সে সুশীলা হইলে কখনই শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া করিত না; সুশীলা রমণী শাশুড়ীর সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া নিজের সৎস্বভাবের পরিচয় দেয়, প্রাণান্তেও ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে মনোকষ্ট দেয় না।

শ্বশ্রূর সহিত ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলাম বলিয়া পাঠিকাগণ যেন মনে করেন না যে অন্য কাহার সহিত ঝগড়া করিলে তত দোষ নাই; ঝগড়ার প্রবৃত্তিটাই অতি জঘন্য; স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহার প্রতি বিদ্বেষ থাকা আবশ্যক। দ্বেষ হিংসা হইতে পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয়; সুতরাং কলহ হইতে বিরত থাকিতে হইলে, প্রথমতঃ দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ নীচাশয়া যে সামান্য কারণে মহাযুদ্ধ বাঁধাইতেও লজ্জা বোধ করে না। "উহার মেয়ের কাপড় খানা আমার মেয়ের কাপড় অপেক্ষা ভাল" "মেজবউয় ছেলেরা বেশী খায়, বেশী পরে" "সেজবৌর গায় আমার চেয়ে অধিক গহনা" ইত্যাদি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা লইয়া কলহ আরম্ভ করে! ইহাদের সহগুণ নাই, উহাদের শরীর দ্বেষ হিংসায় জড়সড়; পরের একটু দোষ দেখিতে পাইলে বা ঝগড়া করিবার কোন একটা সুবিধা পাইলেই, তাহারা লজ্জার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া, কলহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ক্রোধে শরীর কাঁপিতেছে, শরীরের বস্ত্র ভূমিতে পড়িয়া ধূলিময় হইতেছে, নিজে অর্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল ঝগড়াতেই মত্ত! তখনকার সেই

উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখিলে ভয় হয়—মনে হয় স্বয়ং কালী অসুর বিনাশ করিতে মর্ত্তে আগমন করিয়াছেন! এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উপদেশে কোন ফল হয় না; কারণ ইহারা পরের কথা গ্রাহ্য করে না। দেবর, ভ্রাতা, কি অন্য কোন পরমাত্মীয় লোকেও যদি বারণ করে, তবুও তাহারা ঝগড়া হইতে বিরত হয় না। বরং কেহ কিছু বলিলে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে এবং উপদেশকারীকে পর্য্যন্ত কটুবাক্য বলিতে থাকে। এইরূপে তাহারা এরূপ 'বেহায়া' ও দুশ্চরিত্রা হইয়া পড়ে যে, পরে শ্বশুর, দেবর, ভাসুর, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদির নিকট কলহ করিতে ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিতেও ভীতা বা সঙ্কুচিতা হয় না। যে পরিবারে এরূপ 'বাঘিনী' বাস করে, সে পরিবারে বাস করা অপেক্ষা শ্মশানে বাস করা ভাল।

কোন কোন রমণীর হিংসাবৃত্তি এত প্রবল যে, তাহারা পরের সুখ দেখিতে পারে না। মনে কর এক বাড়ীতে তিনটী বৌ ও দুইটী মেয়ে আছে। কোন সময়ে একটা অতিরিক্ত কাজ উপস্থিত হইল; একজন লোকেই সে কাজটা করিতে পারে। হয়ত বড় বৌ সে কাজটা করিতে গেল। তাহার মনে মনে ইচ্ছা রহিল যে কার্য্য শেষ করিয়া, অন্যান্য বৌ ঝিকে অলস ও 'বাবু' বলিয়া একটা ঝগড়া বাঁধাইবে। কার্য্যান্তে সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "আমি খাটিয়া মরি, আর সকলে বসিয়া বাবুগিরি করুক; কেন, আমি কি দাসী আসিয়াছি? সকলের সোণার শরীর, আমার বুঝি লোহার শরীর?" অনেকে ইচ্ছা করিয়া এইরূপে কলহের সূত্রপাত করে।

উহারা যেমন নির্ব্বোধ, তেমনি হিংসুক; ইহারা নিজের কার্য্য-তৎপরতার কথা নিজ মুখে বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির ঘৃণার পাত্রী হয়; ইহারা অনর্থক ঝগড়া করিতে ভালবাসে এবং এক মুহূর্ত্ত কাল বিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। আহার ব্যতীত যেরূপ জীবন ধারণ করা যায়না, সেরূপ কলহ ব্যতীত ও ইহারা থাকিতে পারে না; ঝগড়ার পাত্রী না পাইলে ইহারা অনর্থক একজনকে গালি দিয়া ও ঝগড়া আরম্ভ করে। ফলতঃ নিতান্ত মূর্খ ও অনুদার প্রকৃতির পুরুষ ব্যতীত, এরূপ স্ত্রীলোককে কেহ ভাল বাসিতে পারে না। সকলের উহাদের সহিত অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবে উহারা তোমার সহিত একটা কলহ করিবার সূত্র অন্বেষণ করিতেছে, পারিলে তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইও, কিম্বা উহারা যাহাই কেন বলুক না, উহাদের কথার উত্তর দিও না; কারণ প্রতিবাদ করিলেই কলহাভিলাষিণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু চুপ করিয়া থাকিলে, উহারা মনে মনে বড় লজ্জিতা, দুঃখিতা ও অপমানিতা হইবে এবং কতক্ষণ একা বক্ বক্ করিয়া পরে আপনিই চুপ্ করিয়া থাকিবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কলহ-কারিণীদিগকে দুই চারিটা শক্ত কথা না বলিলে তাহাদের শাসন হয় না; সেটা বুঝিবার ভুল। শক্ত কথা বলিলেই বরং উহারা ঝগড়াবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পায়। সুতরাং যদি উহাদিগকে জব্দ করিতে চাও, তবে উহারা যাহাই কেন বলুক না, তাহা সহ্য করিও, কখনও উহাদের কথার প্রতিবাদ করিও না। কবি বলিয়াছেন,

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"
আশাকরি সুবুদ্ধি পাঠিকাগণ এই হিংসুক ও নীচাশয়া স্ত্রীলোকদিগের কথায় উত্তর না দিয়া তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। ফলতঃ যার তার সহিত বাদানুবাদ করিলে এবং যার তার কথায় উত্তর দিলে সম্মান থাকে না। রমণীগণ এই উপদেশানুসারে চলিলে দেখিবেন যে, যেমন উগ্রচণ্ডা স্ত্রীলোকই কেন হউক না সেও অল্প দিনের মধ্যে অনেকটা শান্তিপ্রিয়া হইয়া উঠিবে।

ভ্রাতৃ জায়াগণ একে অন্যের সহিত ঝগড়া করিয়া অনেক সময় ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত করিয়া দেন। "আমার স্বামী অধিক উপার্জ্জন করে আর সকলে বসিয়া বসিয়া খায়" অনেক হিংসুক রমণী এই সুর ধরিয়া ঝগড়া আরম্ভ করে; তাহাদের মূল উদ্দেশ্য—দেবর, ভাসুর হইতে স্বামীকে পৃথকান্ন করা; তবে হঠাৎ বিনা কারণে "পৃথক হইব" বলিলে লোকে নিন্দা করিবে ভয়ে, প্রথমতঃ কলহের সূত্রপাত করে। "মেজবৌ আমার ছেলে মেয়ে গুলিকে ঘৃণা করে, ভাল খাইতে দেয় না, পরিতে দেয় না, ছোটবউ আমার হিংসায় মরে, শাশুড়ী এক চখো, সে আমাকেও আমাদের ছেলে মেয়ে গুলিকে দেখিলে জ্বলিয়া মরে" ইত্যাদি শত সহস্র মনগড়া কথা বলিয়া স্বামীকে প্রত্যহ উত্তেজিত করিতে থাকে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন যায়, স্বামীরা মনে করেন যে তাঁহাদের গুণবতী ভার্য্যাগণ বুঝি সত্য কথাই বলিতেছে; তখন ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, কাজেই সেই মিথ্যাবাদিনী, সর্ব্বনাশিনী রমণীর কথায় আপন আপন প্রাণসম ভ্রাতার সহিত পৃথকান্ন হইয়া পড়েন। ইহা

অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? বিধির এমনই বিড়ম্বনা যে, কলহপ্রিয়া রমণীগণের স্বামীরাও প্রায়ই অৰ্দ্ধশিক্ষিত ও কৰ্ত্তব্য-জ্ঞান শূন্য হয়। ফলতঃ তাহাদের মনের তেজ থাকিলে, এবং তাহারা রীতিমত শাসন করিলে, স্ত্রীরা কখনই উগ্রপ্রকৃতি-বিশিষ্ট থাকিতে পারে না। অনেক স্বামী স্ত্রীর কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিয়া আত্মসম্মান হারাইয়া বসেন; কারণ যে স্বামী উপদেশ বাক্য ও উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা স্ত্রীর কুপ্রবৃত্তি গুলি দূর করিতে না পারে, সে স্বামীকে উগ্রা স্ত্রীরা অন্তরের সহিত ভক্তি করেনা ও ভালবাসে না। স্বামীর মূর্খতা বশতঃই অনেক সময় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অনেকে মনে করে যে, পৃথকান্ন হইলে বুঝি বড় সুখে ও সচ্ছন্দে থাকা যায়; সেটা মহাভুল; যাহারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি বা নিজের সুখ বৃদ্ধির জন্য লালায়িত হইয়া, মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া, আপন আপন আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিতে পারে, জগদীশ্বর কখনই তাহাদিগকে সুখে রাখেন না।

অনেক সম্পন্ন পরিবার গৃহবিবাদ বশতঃ নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িতে দেখা যায়। পৃথকান্ন হইলে সাধারণতঃ মহা আত্মীয় ও পরের মত হইয়া পড়ে; তখন একের জন্য অপরের বিশেষ মায়া থাকে না—থাকিলে ও কেহ তাহা কার্য্যতঃ প্রকাশ করে না। তখন একে অন্যকে জব্দ করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যত্ন করে; কাজেই আত্মকলহ উপস্থিত হয়, শত্রু গুলি হাসিতে আরম্ভ করে ও কোন প্রকারে কলহ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তামাসা দেখিতে চেষ্টা করে। এমনও অনেক মূর্খ দেখিয়াছি যে তাহারা স্বীয় ভ্রাতাকে অপদস্থ করিবার জন্য

পরম শক্রর আশ্রয় লইতেও লজ্জা বোধ করে না, এমন কি উত্তেজিত হইয়া ঘরের গোপনীয় কথা শক্রকে জানিতে দিয়া, নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে। শক্রতা খুব প্রবল হইলে সাধারণতই একটী একটী করিয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত মোকদ্দমা চলিতে থাকে। মোকদ্দমার খরচ সামান্য নহে; এই সময় অনেক লোককেই টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। এই টাকা সুদ সহ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়া পড়ে যে পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় না করিলে চলে না। এইরূপে গৃহ-বিবাদ বশতঃ অনেক ধনী পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ যে সুখের আশায় ভিন্ন হইয়া আত্মকলহের সূত্রপাত করে, সে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অবশেষে উদরান্নের জন্যও পরপ্রত্যাশী হইয়া নানা কষ্ট পাইতে হয়। এই প্রকার ঘটনা প্রতিদিন হইতেছে। অতএব কলহপ্রিয়া রমণীগণ সাবধান হও; যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি স্বামীর মঙ্গল চাও, তবে দেবর ভাসুর ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে পৃথকান্ন হইতে অনু[illegible]রিও না; কখন ও দেবর, ভাসুর বা অন্য কাহার নামে দোষারোপ করিয়া বা মিথ্যা কথা বলিয়া স্বামীকে উত্তেজিত করিও না; দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ কর, দেবর ও ভাসুরপত্নীদিগকে ভগ্নির ন্যায় ভালবাস, এবং তাহাদের পুত্র কন্যাদিগকে নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ ও যত্ন কর। সহগুণ অভ্যাস কর; কেহ কোন কথা বলিলে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিও না, এমন কি যাহাকে তুমি তোমার পরম শত্রু বলিয়া জান, তাহার প্রতিও সদ্ব্যবহার

কর; এবং ব্যবহারের দোষগুণে শত্রু মিত্র ও মিত্র শত্রু হয় আর ভাই, ভগ্নী, কাকা, জেঠা. ইত্যাদি সকলে সদ্ভাবে একত্র বাস করা যে অতি সুখকর, তাহা সকল সময় মনে রাখিও।

পরিজনের প্রতি ব্যবহার।

পরিজন শব্দে পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, দেবর, ভাসুর, দেবর-পত্নী, ভাসুর-পত্নী, দেবর ও ভাসুর পুত্র ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। দাস দাসী ও যাহাদের সহিত সর্ব্বদা একবাড়ীতে থাকা যায়, তাহাদিগকেও পরিজন বলা যাইতে পারে। ইহাদের কাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অধিকাংশ রমণী তাহা জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না। পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে চলে, কিন্তু শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রতি ব্যবহারে অনেকেই অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। পিতা, মাতা ও শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ভিন্ন নহেন। পিতা মাতার ন্যায় শ্বশুর,শ্বাশুড়ীকেও ভক্তি করিও, ভালবাসিও, তাঁহাদের আদেশ সযত্নে পালন করিও, আর তাঁহাদিগের সুস্থাবস্থায় সেবা করিও এবং রুগ্নাবস্থায় কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা করিও। অনেক রমণী শ্বশুরের সহিত কথা বলেন না; আমাদের ইহা ভাল বোধ হয় না। শ্বশুর পিতৃতুল্য, বধূ কন্যা সদৃশ; কন্যা পিতায় আলাপ করিলে যদি দোষ না হয়, তবে শ্বশুর ও পুত্র-বধূতে আলাপ করিলেও দোষ হয় না। অনেকে আবার শ্বাশুড়ীর সহিত ও কথা বলেন না; শ্বাশুড়ীর

নিকট গলার স্বর পঞ্চমে চড়াইয়া অন্যের সহিত ঝগড়া করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারেন না! কি সুন্দর লজ্জা! পাঠিকাগণ এই প্রকার বৃথা লজ্জা পরিত্যাগ করিবেন, শ্বশ্রূকে ঠিক নিজের জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিবেন এবং জননীর সহিত যেরূপ আবদার করিয়া কথা কহেন, শ্বাশুড়ীর সহিতও ঠিক তাহাই করিবেন। এরূপ করিলে শ্বাশুড়ী বধূতে পরস্পরের জন্য একটা মায়া বসিয়া যাইবে এবং অনেক গৃহ শান্তিপূর্ণ হইবে।

স্বামীর সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে 'ভালবাসা' প্রবন্ধে তাহা সবিস্তারে বলা হইয়াছে ; এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাস, স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ ভুলিয়া যাও, স্বামীর মুখ বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিলে তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে উত্তেজিত কর, স্বামীর সুখ, প্রফুল্লতা, ধন, মান প্রভৃতি বৃদ্ধি করিতে যথাসাধ্য যত্ন কর, কখনও তাঁহার প্রতি কটু বা অপ্রিয়বাক্য বলিও না, তিনি বিপথগামী হইলে, অভিমান না করিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা কর, তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাক, তাঁহার আজ্ঞা পালন কর, তিনি যাহা করিতে বারণ করেন প্রাণান্তেও তাহা করিও না এবং যে কোন প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতে পার, শতকার্য্য ত্যাগ করিয়াও তাহা কর। স্বামী তোমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, পরম গুরু, প্রধান আত্মীয় ও একমাত্র সহায় ও উপদেশদাতা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া কার্য্য করিও।

দেবরকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ আর ভাসুরকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিও ; কখনও উহাদের প্রতি ঘৃণা বা

বিদ্বেষ প্রকাশ করিও না। সীতা যেরূপ লক্ষ্মণকে পরম স্নেহ করিতেন, দেবরকে সেরূপ স্নেহ করিও ; আর উর্ম্মিলা যেরূপ রামকে পরম ভক্তি করিতেন, ভাসুরকে সেরূপ ভক্তি করিও। তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে ঠিক নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় ভালবাসিও আদর করিও, নিজের পুত্র কন্যা হইতে তাহাদিগকে ভিন্ন ভাবিও না, এবং যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, তাহারা সুখী হয়, তাহা করিতে অনুক্ষণ যত্নবতী থাকিবে।

দেবর-পত্নী ও ভাসুর-পত্নীর সহিত অনেকে সদ্ব্যবহার করেন না। কোন কোন রমণী উহাদিগকে পরম শত্রু বিবেচনা করিয়া, তদনুসারে অতি জঘন্য ব্যবহার করেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহাদিগকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় ভালবাসা উচিত, যাহাদিগের সহিত পরম বন্ধু ও প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত এবং যাহাদিগকে সম-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী ভাবিয়া ভালবাসা উচিত, তাহাদিগকে শত্রু ভাবা, তাহাদিগের সহিত কুব্যবহার করা, তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ হিংসা করা, আর তাহাদিগের সহিত কলহ করা যে অতি দুঃখের কথা, ঘৃণার কথা, তাহা কি আর পাঠিকাগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? এইপ্রকার ব্যবহারে যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ হয়, তাহা 'কলহ' প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। আশা করি সুশীলা রমণীগণ কখন ও এরূপ করিবেন না ; যদি কোন দেবরপত্নী কি ভাসুর-পত্নী স্বভাবতঃ একটু ক্রোধী বা উদ্ধত ও হয়, তবুও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া, তাহাকে ভালবাসিয়া এবং তাহার তীব্র ও কটু বাক্য কয়েক দিন সহ্য করিয়া, তাহাকে সুশীলা করিয়া তুলিবেন।

অনেক রমণী স্বামীর ভগ্নিদের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না; সময় সময় তাহাদিগকে কটুবাক্য বলিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, প্রভৃতি সকলের সহিতই সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিধবা রমণীগণ স্বভাবতঃই জীবন্মৃতা হইয়া থাকে; অদৃষ্টদোষে তাহারা নানা কষ্ট পায়, নানা যন্ত্রণাভোগ করে। যে সকল নির্দ্দয়া রমণী কটু বাক্য বলিয়া বা কুব্যবহার করিয়া এই নিঃসহায়া, চিরদুঃখিনী রমণীগণের মানসিক কষ্ট ও যন্ত্রণা আরও বাড়াইয়া দেয়, ভগবান কখনই তাহাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন না। যে আশ্রিতা, পরপ্রত্যাশিনী, তুমিই যাহার আশা ভরসা স্থল, তাহার প্রতি কি কুব্যবহার করিতে হয়? দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলে কি মহত্ব বৃদ্ধি হয়? আশা করি সুশীলা, পরদুঃখকাতরা পাঠিকাগণ সর্ব্বদা উহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের মানসিক যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একটু সুখী হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবেন। পিতৃমাতৃ হীন বালক বালিকাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা ধার্ম্মিকা ও দয়াশীলা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। বিধবা রমণীদিগকেও বলি, তাঁহারা যেন ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে ভালবাসেন, ভ্রাতষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যাদিগকে আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ ও লালন পালন করেন, এবং ভ্রাতার সংসারের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কারণ পরপ্রত্যাশী হইলে, পরকে সন্তুষ্ট না রাখিলে চলে না।

এইস্থলে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক; আগন্তুক কি সম্পর্কিতা স্ত্রীলোক কার্য্যাদি উপলক্ষে বাড়ীতে আসিলে তাঁহা-

দের প্রতি ভদ্রতা, শিষ্টতা প্রদর্শন করা প্রত্যেক রমণীরই একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক ললনা অপরিচিতা ভদ্ররমণীগণের সহিত আলাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন। এই স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তোমার বাড়ী একজন স্ত্রীলোক আসিলে, তুমি তাঁহার সহিত আলাপাদি না করিলে, তিনি সাধারণতঃই তোমার উপর বিরক্ত হইবেন এবং অন্যত্র যাইয়া তোমার নিন্দা করিবেন। তবে যাহাকে দুষ্টা ও কুটীলা বলিয়া জান, তাহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্টতা বা আত্মীয়তা করিও না—সে আলাপ করিতে আসিলে দুইএক কথা বলিয়া, কার্য্যের ভাণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইও।

অধিকাংশ রমণীই দাসদাসীর সহিত উচিত ব্যবহার করিতে জানে না; এই সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়া আসিয়াছি। এই স্থানে সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই হইবে যে, দাসদাসীর সহিত অধিক কথা বলিও না, উহাদের নিকট কোন প্রকার চপলতা প্রকাশ করিও না; উহারা কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তজ্জন্য শাসন করিও, কারণ কুব্যবহারের শাসন না হইলে তাহারা প্রশ্রয় পাইবে, ভবিষ্যতে পুনরায় সেরূপ করিতে ভীত হইবে না এবং তোমাদিগকেও মান্য করিবে না। বিশ্বস্ত দাসদাসীকে ভালবাসিও, তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিও, এবং তাহাদের উপকার করিতে পারিলে করিও। স্বভাব চরিত্র সন্তোষজনক না হইলে, সে ভৃত্যকে গৃহে স্থান দেওয়া অন্যায়; দাসদাসী প্রভৃতির সহিত অধিক ভদ্রতা করা ভাল নহে। সর্ব্বদা উহাদের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, এবং যে মুহূর্ত্তে কাহার চরিত্রে কোন প্রকার দোষ দেখিবে সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে তাড়া-

ইয়া দিও। সে একটা ভাল কাজ করিলে তাহার উপস্থিতে বিশেষ প্রশংসা করিও না। দাস দাসীরা অনেক সময় বিনা প্রয়োজনেও অনেক কথা বলিয়া থাকে, সে সব কথার উত্তর দেওয়া অসঙ্গত। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন না করিলে চলে না, ইহা মনে রাখিয়া দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার করা আবশ্যক।

অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে কার্য্যোপলক্ষে দুই এক জন অতিরিক্ত লোক থাকে; আমাদের মতে উহাদের সহিত বউ ঝির কথা বলা উচিত নহে—বরং সাধ্যানুসারে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে, শাশুড়ী বা ঠাকুর মা ইত্যাদির কেহ কথা কহিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। রমণীগণ নিজের, স্বামীর ও পরিবারের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যাহার প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য মনে করেন, সেরূপ করিবেন।

ললনা-সুহৃদ্।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গর্ভিণীর কর্ত্তব্য।

রমণীগণ প্রথম গর্ভবতী হইয়া এত ভীতা হন যে এই সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না বলিলে চলিতেছে না। অধিকাংশ ললনা অনুপযুক্ত ও অপক্ক বয়সে গর্ভিণী হন বলিয়াই তাঁহাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভয় যে নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহা অবশ্যই বলিতেছি না; তবে গর্ভসঞ্চারের অব্যবহিত পর হইতে একটু সতর্কতার সহিত চলিলে, বিশেষ কোন আশঙ্কার কথা নাই ইহা নিশ্চয়। পরম করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মাবলী পালন করিয়া চলিলে কোন অবস্থায়ই বিপদ মানবকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব গর্ভিণীগণ প্রথম গর্ভসঞ্চারে ভীতা না হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি মনোযোগিনী হইবেন, তবেই সকল বিপদ চলিয়া যাইবে। বস্তুতঃ ললনাগণ যত ভীতা হন, প্রকৃত পক্ষে ভয়ের তত কারণ নাই।

গর্ভিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে সারকথা বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে

"ধাত্রীশিক্ষা" পাঠ করা আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক গর্ভিণীর এক এক খণ্ড "ধাত্রীশিক্ষা" নিকটে রাখা কর্ত্তব্য। উহার উপদেশানুসারে চলিলে গর্ভিণীগণ নিশ্চয়ই উপকৃতা হইবেন। তবে যাঁহারা প্রসবের আনুসঙ্গিক বিপদ ও তৎসম্বন্ধীয় চিত্রাবলী দেখিয়া ভীতা হইবেন, তাঁহাদের উহা পাঠ না করাই সঙ্গত। কারণ গর্ভাবস্থায় ভীতা হওয়া বড়ই বিপদের কথা। গর্ভিণীগণ ভীতা হইলে তাঁহাদের উদরস্থ সন্তান আকস্মিক ভয় পাইয়া নিতান্ত জড়বুদ্ধি হইবার সম্ভবনা; এতদ্ব্যতীত আরও অন্য প্রকারের বিপদাশঙ্কা আছে। এই জন্যই গর্ভিণীগণকে অন্ধকার রজনীতে বা ভয়পূর্ণ স্থানে একাকিনী যাইতে দেওয়া হয় না। কোন ললনাই যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বিপদগ্রস্ত না হন।

গর্ভিণীগণ পরিতৃপ্তরূপ আহার করিবেন। ভোজ্য দ্রব্য বেশ চিবাইয়া চিবাইয়া ধীরে ধীরে আহার করা ও কর্ত্তব্য, নতুবা ভক্ষিত দ্রব্য সহজে পরিপাক হইবেনা, কাজেই নানারূপ পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গর্ভাবস্থায় পীড়া কিম্বা কোন প্রকার অসুখ হইলে বিপদাশঙ্কা আছে। এই কারণে রমণীগণ সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন, শরীর সুস্থ রাখিতে যত্নবতী হইবেন, কাপড় আঁটিয়া পরিবেন না এবং কোন স্পর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাইবেন না। প্রস্রাব ও বাহ্য পরিষ্কার ও সহজ হওয়া কর্ত্তব্য এবং গর্ভাবস্থায় আছাড় পড়া নিতান্তই দোষের কথা। গর্ভিণী আছাড় পড়িলে উদরস্থ সন্তান আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিকলাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে, এমন কি মৃত্যু হওয়া ও অসম্ভব নহে। গর্ভে সন্তান মরিয়া থাকা যে বিপজ্জনক তাহা সকলেই বুঝিতে

পারেন। এই জন্য রমণীগণকে আমরা এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইতে অনুরোধ করি। উচ্চ হইতে নীম্নে নামিবার সময় এবং নীচ হইতে উর্দ্ধে উঠিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পদক্ষেপ করিবেন।

গর্ভিণীর মন বেশ প্রফুল্ল ও শান্তিপূর্ণ থাকা আবশ্যক। তাহার মনে কোন দুশ্চিন্তা বা অশান্তি স্থান পাইলে সন্তানের অমঙ্গল ঘটে। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া, সদালাপ করিয়া, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনকে প্রফুল্ল ও আমোদপূর্ণ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় জননীর মন যেরূপ ভাবে পূর্ণ থাকে, সন্তান সাধারণতঃ সেইরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়, সুতরাং সন্তানের মঙ্গলের জন্য গর্ভিণীকে প্রফুল্ল থাকিতে হইবে, দুর্ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, আশায় বুক বাঁধিয়া, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমতী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে এবং আপন হৃদয়ে সদ্ভাব ও সৎপ্রবৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতে যত্নবতী হইতে হইবে। নতুবা নিজের ও সন্তানের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। আমাদের দেশে গর্ভিণীগণের যে 'সাধ ভক্ষণের' প্রথা আছে তাহা অতি সুন্দর। নূতন ও সুন্দর বস্ত্রে অঙ্গ শোভিত করিলে এবং সুস্বাদ দ্রব্য ভোজন করিলে মনে আনন্দের সঞ্চার হয় বলিয়াই এই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন বুদ্ধিমান পুরুষ বা বুদ্ধিমতী ললনারই ইহার প্রতি অনুৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে।

তারপর "আঁতুড়গৃহ"। আমাদের দেশে "আঁতুড়গৃহ" (যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে "অশৌচ গৃহ" কহে) প্রস্তুত করার প্রণালীটী অতি জঘন্য। আঁতুড়ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বায়ুপূর্ণ,

শুষ্ক ও বিস্তৃত হওয়া কর্ত্তব্য। এই জন্য ইংরেজগণ বাটীর উৎকৃষ্ট গৃহটীকে "আতুড় গৃহ" রূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু বঙ্গে ঠিক তাহার বিপরীত। প্রসবের দিন কিম্বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, গৃহের মেজ ভিজা, শ্যাত শ্যাতে, নড়িবার চড়িবার স্থান নাই, এমন অস্বাস্থ্যকর গৃহই "আঁতুড়-গৃহের" কার্য্য করে। অনেক রমণীকে ত এইরূপ অন্ধকূপেই এগার দিন কাটাইতে হয়। শিশুসন্তানের কোন প্রকার শর্দ্দি লাগিলে কিম্বা দূষিত বায়ুতে থাকিতে হইলে পীড়া হয়। ফলতঃ এই জন্যই বঙ্গের অসংখ্য বালক বালিকা আঁতুড়গৃহে প্রাণত্যাগ করে এবং অনেক মাতা সূতিকারোগগ্রস্ত হইয়া চিরজীবন কষ্ট পায়। "আতুড় ঘরের" উন্নতি না হইলে ইহার প্রতীকার হইতেছে না। সুবুদ্ধি স্ত্রীপুরুষ এবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করেন ইহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

জননীর কর্ত্তব্য।

জননীর কর্ত্তব্য অতি কঠিন ব্যাপার। এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এবং জননী হইবার অনেক বৎসর পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বাল্যকাল প্রকৃত শিক্ষারসময়; তখন বালক বালিকারা যাহা দেখে, যাহা শোনে, অজ্ঞাতসারে তাহারা তাহাই শিখিতে আরম্ভ করে, এবং এই শিক্ষার

ফল যাবজ্জীবন বর্ত্তমান থাকে। অনেক জননী মনে করেন যে, সন্তানের বয়স অন্যূন পাঁচ ছয় বৎসর না হইলে, তাহার শিক্ষার সময় আরম্ভ হয় না; পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বে পিতা মাতার যে সন্তানের শিক্ষার্থ কিছু করা আবশ্যক, ইহা তাঁহারা মনে করেন না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল জননী এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা অতি ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের সন্তানগণ ভবিষ্যতে কখনই অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিবে না। ফলতঃ শৈশবই শিক্ষার উপযুক্ত সময়; একজন চিন্তাশীল লেখক বলিয়াছেন "দেড়বৎসর হইতে আড়াই বৎসরের মধ্যে বালক বালিকাগণ যাহা শিক্ষা করে, পরে সমস্ত জীবনেও তাহা শিখিতে পারে না।" সুপণ্ডিত ইংরেজ গ্রন্থকার মিল্‌টন্‌ বলিয়াছেন যে প্রাতঃকালের অবস্থা দেখিলেই যেরূপ দিনের অবস্থা অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টি হইবে কিনা তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, সেরূপ বাল্যাবস্থা দেখিলেই বালকগণের ভবিষ্যত উন্নতি অবনতির বিষয় বুঝিতে পারা যায় অর্থাৎ যাহারা পরে কোন প্রকার প্রাধান্য লাভ করে, শৈশবেই তাহারা তাহার পরিচয় প্রদান করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে জননী অতি বাল্যকালে সন্তানকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া তখন তাহার মনে উত্তম বৃত্তি অঙ্কুরিত করিতে পারে, মাত্র তাঁহার সন্তানই জগতে কৃতিমান হয়।

জননীগণ সন্তানের আদর্শ স্থানীয়া; মাকে যাহা করিতে দেখে, শিশু তাহাই করিতে চেষ্টা করে। মাতার হাসি মুখ দেখিলে সে আনন্দে গলিয়া যায়, মাতার বিষণ্ণ বদন দেখিলে তাহার মুখ বিষণ্ণ হয়। এক কথায় শিশুগণ সর্ব্ববিষয়ে

মাতার স্বভাবও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। এবিষয়ে একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনা গ্রন্থকারের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুরান্তর্গত কনকসার গ্রামে একটী বাক্‌শক্তিবিহীনা স্ত্রীলোক আছে। যথাসময়ে উহার একটী কন্যা হয়। কন্যাটী মূক নহে; কিন্তু বাল্যকালে মাতাকে আকার ইঙ্গিতে কথা বলিতে দেখিয়া, বালিকাটী ও ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। জননীর ন্যায় সে ও আকার ইঙ্গিতে কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়—এমন কি বাক্যব্যয় করিতে তাহার বিরক্তি বোধ হইত এবং নিতান্ত উৎপীড়িত ও ভর্ৎসিত না হইলে সে কখনও কথা কহিত না। লোকের তিরস্কারে তাহার এই স্বভাব এখন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একবারে যায় নাই। মাতার স্বভাব চরিত্রের উপর সন্তানের উন্নতি অবনতি যে কতদূর নির্ভর করে, পাঠিকাগণ এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আর একটী শিশুসন্তান অতি শৈশবে একটী ব্যাঘ্রীকর্ত্তৃক নীত ও ব্যাঘ্রীর দুগ্ধে পালিত হইয়া ঠিক ব্যাঘ্রীর চরিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে মানুষের ন্যায় দুই পায় না চলিয়া দুই হাত দুই পায় ভর করিয়া চতুষ্পদী জন্তুর ন্যায় চলিত এবং লোকালয় পরিত্যাগ হওয়ায়, তাহার কথা বলিবার শক্তি জন্মিয়াছিল না। পাটনা বিভাগের কমিসনার পেটন সাহেব এইরূপ একটী শিশুকে পাইয়াছিলেন। যে মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির বীরত্ব ও বাহুবলে একদিন সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ফ্রান্সদেশ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, সেই বিচক্ষণবুদ্ধি, প্রতিভাশালী নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন যে "আমার মতে [illegible] যে সন্তানের ভবিষ্যৎ

জীবনের কু কিম্বা সুচরিত্র মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে”। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সের জাতীয় উন্নতির পক্ষে সুমাতার যেরূপ প্রয়োজন, এরূপ আর কিছুই নহে। * মাতার চরিত্র দ্বারা সন্তানের চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং জননী সতী, সাধ্বী, সত্যবাদিনী, স্নেহ-পরায়ণা ও বুদ্ধিমতী না হইলে, তাহার সন্তানও সৎ, সাধু, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও স্নেহপরায়ণ হইবে না। অতএব ললনাগণ! সাবধান হও। স্বীয় সন্তানের মঙ্গল সাধন করিতে ইচ্ছা থাকিলে তোমার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহা অভ্যাস কর, পূর্ব্ব হইতেই তোমার মন পবিত্র ও উন্নত কর, কুচিন্তা কুপ্রবৃত্তি দূর কর, নতুবা তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে না—তোমার সন্তান কৃতিমান হইতে পারিবে না। এ বিষয়ে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদিন একটী স্ত্রীলোক একজন ধর্ম্মোপদেশকের নিকট বলিলেন “আমার একটী পুত্র আছে, বয়স চারি বৎসর; কত বয়স হইলে উহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিব?” উপদেশক একটু হাসিয়া বলিলেন “যদি এখন পর্য্যন্তও শিক্ষা দিতে আরম্ভ না করিয়া থাকেন, তবে বড়ই অন্যায় করিয়াছেন; সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত; নতুবা সে সন্তান কখনও কীর্ত্তিমান হইতে পারে না।” সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে উহাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এই কথা শুনিয়া রমণী একবারে অবাক্ হইয়া উপদেশকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া, উপদেশক তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, সন্তানগণ অতি শৈশবকালে মাতার নিকট শিক্ষা

* See Abott's life of Napolean Bonaparte, P. 3.

পাইতে আরম্ভ করে এবং অজ্ঞাতসারে মাতার স্বভাব ও দোষ গুণ গুলি প্রাপ্ত হয়। অতএব সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতার ঐ গুণ গুলি অভ্যাস করা আবশ্যক।

গর্ব্ভাবস্থায় রমণীগণের অতি সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; তখন জননীর মন যে রূপ ভাবে পূর্ণ থাকে, সন্তান সাধারণতঃ সেই প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেক রমণীর তখন উত্তম বিষয়ে চিন্তা, উত্তম গ্রন্থ ও মহৎ লোকের জীবন চরিত পাঠ করা এবং দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি গুলি অতি যত্নে ত্যাগ করাউচিত। সন্তান হওয়ার পর অতি সাবধানে তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, এবং যখন সে আধ আধ স্বরে কথা কহিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে সকল জিনিষের নাম বলিয়া চিনাইয়া দিতে হইবে, সম্ভব হইলে কোন্ দ্রব্যে কি কাজ হয় তাহাও বুঝাইয়া বলিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে তাহার মনে সৎপ্রবৃত্তির অঙ্কুর রোপণ করিতে হইবে। তখন আলস্য বা ঔদাস্য করিলে চলিবে না। শিশু একটু বড় হইলে, যখন উত্তম রূপে কথা বলিতে পারিবে, তখন কোন্ কাজ করা ভাল, কোন্ কাজ করা মন্দ, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি উত্তম বৃত্তি গুলির উপকারিতা ও দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি গুলির অপকারিতা তাহাকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিশুসন্তান একটা অন্যায় কার্য্য করিলে, তজ্জন্য একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ভবিষ্যতে তাহা করিতে বারণ করিয়া দিতে হইবে এবং একটা সৎ কাজ করিলে তজ্জন্য প্রশংসা ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া—এবং সম্ভব হইলে কিছু পুরস্কার দিয়া—উৎসাহিত করিতে হইবে। যাঁহারা স্নেহবশতঃ

পুত্রের কুকার্য্যের শাসন করিতে কুণ্ঠিতা হন,তাঁহারা পুত্রের মিত্র নহেন—ঘোরতর শত্রু। কারণ ইহাতে পুত্রের স্বভাব অন্যায়রূপে গঠিত হইয়া যায়। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবহার করিলে সে ভাল মন্দ বুঝিতে পারিবে, এবং পুরস্কার ও মাতার ভালবাসার লোভে সৎকার্য্য করিতে যত্নবান হইবে এবং তিরস্কারের ভয়ে কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিবে।

অনেক মূর্খ মাতা অতি ক্ষুদ্র কারণে সন্তানকে প্রহার করে; কেহ কেহ এত কাণ্ডজ্ঞান-হীন যে পরের সহিত ঝগড়া করিয়া, বিনা কারণেও আপন সন্তানকে নির্দ্দয় রূপে মারিতে থাকে। ইহার ন্যায় মূর্খতা আর নাই এবং এরূপ মাতার সন্তানেরা কখনও উন্নতি করিতে পারে না। বাল্যকালে মাতার নিকট এরূপ কুব্যবহার পাইয়া, উহারা নিস্তেজ, নির্দ্দয়, ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া উঠে এবং কোন অন্যায় কার্য্য করিলে প্রহারের ভয়ে তাহা অস্বীকার করিয়া ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে। এইরূপে কত বালক বালিকা যে মাতার দোষে নষ্ট হইয়া যায়, তাহার সংখ্যা নাই। কোন কোন মাতা আবার সন্তানকে অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলেও শাসন করেন না; ইহার ফল এই হয় যে, এই প্রকার অত্যধিক আদর ও স্বাধীনতা পাইয়া, উহারা অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। সুতরাং সৎকার্য্যের জন্য যে রূপ পুরস্কার আবশ্যক, কুকার্য্যের জন্য সেরূপ শাসন আবশ্যক; কিন্তু গুরুতর অপরাধ না করিলে প্রহার করা কোন প্রকারেই উচিত নহে; তিরস্কার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করা উচিত। এই স্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে অনেক রমণী 'জুজুবুড়ি' ইত্যাদি নানা কাল্পনিক জন্তুর কথা বলিয়া, বালক বালিকাদিগকে

ভয় প্রদর্শন করেন; ইহাতে সন্তানগণ ভীরু ও কুসংস্কারাপন্ন হয়। অতএব বুদ্ধিমতী ললনাগণ এরূপ করিবেন না।

অনেক জননী মনে করেন, সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কাজ নহে, সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা করাই মাত্র তাঁহাদের কাজ; বিদ্যালয়েই তাহারা যথেষ্ট শিখিতে পারিবে। এরূপ ভাবা অন্যায়; কারণ শৈশবে সন্তানগণ মাতার নিকট যেরূপ শিক্ষা পায়, তখন তাহার মনের গতি যেরূপ হয়, পরে মন হইতে তাহা প্রায় যায় না। অনেকে হয়ত মনে মনে বলিতেছেন "আমরা শিশুকে ভাল মন্দ কোন প্রকার শিক্ষাই দেইনা, সুতরাং তাহার শিক্ষার জন্য আমরা দায়ী হইতে পারি না।" ইহা ভুল বিশ্বাস মাত্র। জননীগণ যাহাই কেন ভাবুন না, সন্তানগণ প্রতিনিয়ত মাতার অনুকরণ করিয়া সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা পাইতে থাকে। শৈশবে মন অত্যন্ত কোমল থাকে; তখন মনে যেরূপ ধারণা জন্মে পরে বহুচেষ্টায় ও তাহা প্রায় যায় না। অনেক জননী শৈশবে সন্তাকে 'জুজুবুড়ি' 'ভূত' ইত্যাদির গল্প বলিয়া থাকেন। ইহাতে উহাদের মনে 'ভূত' ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। পরে সুশিক্ষার দ্বারা অনেকেই বুঝিতে পারে যে 'ভূত' বলিয়া পৃথিবীতে একটা পদার্থ নাই, কিন্তু অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে একটা শ্মশান কি বটবৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতে প্রায় সকলেরই বক্ষঃস্থল কম্পিত হইয়া থাকে। বাল্য সংস্কারই ইহার প্রধান কারণ। ফলতঃ বাল্য কালের শিক্ষার ফল কখনও মন হইতে যায় না, বরং ক্রমে বৃদ্ধি হয়। একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষের গায় ছুরিকা দ্বারা একটা অক্ষর কাটিলে যেরূপ বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অক্ষরটা ও বড় হইতে আরম্ভ করে, সেইরূপ বাল্যকালে মাতার নিকট

যেরূপ শিক্ষা হয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা ক্রমেই বদ্ধমূল ও দৃঢ় হইতে থাকে। এইজন্যই ধর্ম্মশীলা জননীর পুত্র কন্যা গুলির ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ থাকে, সুচরিত্রা, সতী, সাধ্বীর সন্তান চরিত্রবান, সৎ ও সাধু হয় এবং এই জন্যই কুচরিত্রা রমণীগণের কন্যাগুলিও প্রায় কুচরিত্রা হয়। সুতরাং জননীর দোষ গুণে যে সন্তান ভাল মন্দ হয়, তাহা নিশ্চয়।

শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দ্বারা পুত্র সুশিক্ষিত হইবে, এরূপ আশা করা অতি অন্যায়; ফলতঃ প্রকৃত শিক্ষাদাতা জননী ভিন্ন আর কেহই নহেন—বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাহায্যকারী মাত্র। জননী বাল্যকালে পুত্র কন্যার মন, আদর্শ ও উপদেশদ্বারা যে দিকে নিযুক্ত করিবেন, শিশুর মন সেই দিকেই ধাবিত হইবে; এবং জননীগণ শিশুর কোমল অন্তঃকরণে যে শিক্ষার বীজবপন করিবেন, শিক্ষকগণ জলসিঞ্চন করিয়া, সে বীজকে মহাবৃক্ষরূপে পরিণত করিতে পারেন মাত্র। সুতরাং জননী সন্তানের হৃদয়ক্ষেত্রে সুশিক্ষার বীজ রোপণ করিলে সে পরে জগৎপূজ্য হইবে, আর কুশিক্ষার বীজরোপণ করিলে সে পাষণ্ড হইয়া সকলের ঘৃণার পাত্র হইবে। একজন সুপণ্ডিত ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, একটী সুজননী বিদ্যালয়ের এক শত শিক্ষকের সমতুল্য, অর্থাৎ একশত শিক্ষক একটী বালককে যে শিক্ষা দিতে পারে, একজন উপযুক্ত জননীও তাহা পারেন।*

আর একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে রমণীগণের মনোযোগ প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে বালক বালিকাদিগকে ছয় সাত বৎসর

* One good mother is worth a hundred schoolmasters.
George Herbert.

পর্য্যন্ত উলঙ্গ রাখা হয়; ইহা অতি অসঙ্গত। স্ত্রীপুরুষ যে দুটী ভিন্ন জাতি, শিশুগণ ইহা যত বিলম্বে বুঝিতে পারিবে, ততই মঙ্গল। সুতরাং উহাদিগকে উলঙ্গ রাখা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। ইংরাজদিগের ন্যায় অতি শৈশবকাল হইতেই বালক বালিকাদিগকে বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত করাইতে হয়। যে জননী সন্তানের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে, সে যেন আমাদের এই কথা কখনও অবহেলা করে না। দেখিয়াছি অনেক রমণী আপনাপন পুত্র কন্যাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকে যে, উহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এসব অসঙ্গত। যাহাতে শৈশবে বালক বালিকার মনে এরূপ কোন ভাবের উদয় না হয়, সুজননীগণ যত্নপূর্ব্বক তাহা করিবেন।

কোন কোন জননী আবার শুধু উপদেশ দিয়া পুত্র কন্যাদিগকে সুপণ্ডিত করিতে চান; কেবল উপদেশে কার্য্য হয়না—নিজে সৎকার্য্য করিয়া আদর্শ হইতে হয়। "মিথ্যা কথা বলা অন্যায়" "পরের দ্রব্যে লোভ করা অনুচিত" পরকে এইরূপ উপদেশ দিয়া যদি আমি নিজেই মিথ্যা কথা বলিও পরের দ্রব্যে লোভ করি, তবে অন্যে আমার কথা শুনিবে কেন? বরং অসরল ও কপট বলিয়া সকলে আমাকে ঘৃণা করিবে। সন্তানকে সাধু, সচ্চরিত্র, ধীর, স্থির, ও সত্যবাদী হইতে বলিয়া, তুমি যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে সে কখনই তোমার কথা গ্রাহ্য করিবে না। অতএব সন্তানকে ভাল করিতে চাহিলে, নিজে সদ্ব্যবহার কর, সুশীলা ও সচ্চরিত্রা হও, দ্বেষ, হিংসা, চপলতা প্রভৃতি পরিত্যাগ কর, তবেই তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেও সেরূপ হইয়া উঠিবে।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ; এই গুণ না থাকিলে সংসারে বাস করা মহা কষ্টজনক হইয়া পড়ে। এই পৃথিবীতে বাস করিলে সময় সময় নানা বিপদ, নানা উপদ্রব, নানা যন্ত্রণা ও অশেষ বিধ মনোকষ্ট সহ্য করিতে হয়। মানুষ শত চেষ্টা করিলেও একবারে বিপদের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে না, তবে সাবধান থাকিলে বিপদ কম হয়, এইমাত্র। সুতরাং "আমি কোন প্রকার বিপদে পড়িব না" এরূপ ভাবিয়া যে নিশ্চিন্ত থাকে, সে মূর্খ; সকলেরই বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত এবং বিপদ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনেকে বিপদে পড়িলে একবারে অস্থির হইয়া পড়েন এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান-শূন্য হন, ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হয়। যে বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে এবং যাহা কিছুতেই এড়ান যাইতে পারিবে না, তাহার জন্য ভাবিয়া কোন লাভ নাই। বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা উপস্থিতবুদ্ধি থাকা চাই এবং অস্থির না হইয়া সে অবস্থায় যাহা করা কর্ত্তব্য, অতি ধীর ভাবে তাহা স্থির করিতে হইবে; নতুবা এক বিপদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য বিপদ আসিয়া পড়ে। গৃহে আগুণ লাগিলে, অনেক রমণী পাগলের ন্যায় অধীরা হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে এই মাত্র লাভ হয় যে, একটু চেষ্টা করিলে তাঁহারা যে সকল জিনিস রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহাও পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলেও ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক ; অনেক স্ত্রীলোক সুখের অবস্থা হইতে দুঃখের অবস্থায় পড়িলে, একবারে পাগলের ন্যায় হইয়া পড়েন ; কেহ কেহ আবার দুঃখের অবস্থা হইতে সুখের অবস্থায় পড়িলে, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করেন! এই দুইয়ের কিছুই ভাল নহে। চিরকাল কাহারও সমান যায় না। ক্রোড়পতি পথের ভিখারী হইতেছে, এবং পথের ভিখারী লক্ষপতি হইতেছে। সুতরাং অবস্থা পরিবর্ত্তন হইবে না, এইরূপ ভাবাই অন্যায় ; ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। যে রমণী শুধু স্বামীর সুখভাগিনী, সে স্ত্রীনামের অযোগ্যা। যে সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সকল অবস্থায় স্বামীর সহায় ও সঙ্গিনী, সেই প্রকৃত স্ত্রী। স্বামীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলে অনেক রমণী পিত্রালয়ে বা অন্যত্র থাকিতে চান ; ইহার ন্যায় জঘন্যতা আর নাই। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা না থাকিলেই এরূপ ইচ্ছা হয় ; আশা করি সুশীলা ও পতিব্রতা রমণীগণ কখনও এরূপ করিবেন না।

সহ্যগুণ না থাকিলে, এসংসারে পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। ধৈর্য্যহীনা রমণীরা প্রায়ই কলহপ্রিয়া হয়। ইহাই সব নহে ; সহিষ্ণুতার অভাব হেতু অনেক ললনা আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে ভীতা হয় না। স্বামী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ বা অন্য কেহ একটা কটু বা অপ্রিয় কথা বলিলেই অনেক রমণী অহিফেণ সেবন করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে প্রাণত্যাগ করেন। আত্মহত্যা যে মহাপাপ ক্রোধ ও অভিমানে তাহাও ভুলিয়া বসেন। আশা করি পাঠিকাগণ ক্রোধ ও অভিমান ত্যাগ করিবেন, পরের

অপরাধ মাপ করিবেন, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অভ্যস্ত হইবেন, এবং ধৈর্য্যশীলা হইয়া প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইবেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

জননীর কর্ত্তব্য অপেক্ষাও গৃহিণীর কর্ত্তব্য কঠিন; জননীর কর্ত্তব্য কেবল সন্তানের প্রতি, গৃহিণীর কর্ত্তব্য সন্তান সন্ততি, দাস দাসী ও বাটীর সকলের প্রতি। অনেকে গৃহিণী হওয়া সুখের বিষয় মনে করেন, কিন্তু গৃহিণীর কার্য্য সম্পাদন করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা ভাবেন না। সুগৃহিণী হইতে হইলে, তাহার প্রখরা বুদ্ধি থাকা চাই, স্বভাব চরিত্র উৎকৃষ্ট হওয়া চাই, দয়া মায়া থাকা চাই, ভক্তি ভালবাসা থাকা চাই, সর্ব্বকার্য্যে দৃষ্টি থাকা চাই, এবং যত ভাল গুণ আছে, সব থাকা চাই। আমরা অন্যান্য প্রবন্ধে যাহা ভাল বলিয়া প্রশংসা করিয়াছি, সুগৃহিণীগণের তাহা অতি যত্নে অভ্যাস করিতে হইবে এবং যাহা অন্যায় বলিয়া নিন্দা করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কেহ কেহ গৃহিণী হইতে ভালবাসেন, কিন্তু গৃহিণীর কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত নহেন; বলা বাহুল্য যে বাবুগিরি করিলে সুগৃহিণী হওয়া যায় না। গৃহিণীকে পরিশ্রম করিতে হয়, সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং যতদূর সম্ভব, নিজ হস্তে কার্য্য করিতে হয়। গৃহিণীর সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই; রাজার যেরূপ সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে, রাজ্যে নানা বিভ্রাট

ঘটিতে থাকে, গৃহিণীর সেইরূপ গৃহকার্য্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে নানা বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল উপস্থিত হয়। কোথায় কোন্ দ্রব্য নষ্ট বা অপব্যয় হইতেছে, গৃহে কোন্ দ্রব্যের অভাব আছে এবং কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, ইত্যাদি গৃহের সকল বিষয়ের প্রতি সুগৃহিণীর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক ; নতুবা অনেক ক্ষতি হয়। হয়ত যে বাড়ীতে দশ সের চাউলে দিন চলিতে পারে, সে বাড়ীতে পনর সের চাউল ব্যয় হইতেছে। যাহাতে অল্পব্যয়ে, সম্মানের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, গৃহিণীগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা এবং ভবিষ্যতের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করাও আবশ্যক ; গৃহিণীর এই দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, অবস্থা পরিবর্ত্তন হইলে মহাবিপদে পড়িতে হয়। "মেঘনাদবধ কাব্য" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় একজন প্রধান বারিষ্টার ছিলেন। হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই অত্যন্ত অপব্যয়ী ছিলেন। সুতরাং উপার্জ্জিত ধনের এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। অবশেষে তাঁহার পীড়া হইল; কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ গৃহে চিকিৎসক ডাকাইয়া চিকিৎসা করিবার ক্ষমতা ছিল না সুতরাং চিকিৎসার্থ সরকারীচিকিৎসালয়ে গেলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন তাঁহার পুত্রের এরূপ দুরবস্থা যে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত পড়িবার খরচ পর্য্যন্ত চলে না। যিনি এক দিন কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন, যিনি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তিনি অপরিণামদর্শিতার দোষে শেষাবস্থায়

অতি কষ্ট ভোগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র এখন পথের ভিখারী হইয়া সকলের নিকট সাহায্যের জন্য কাঁদিতেছে! ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় না করিলে যে কিরূপ অবস্থা হয়, বোধ হয় এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তটী হইতে পাঠিকাগণ তাহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

সুগৃহিণীগণ প্রতিদিন গৃহের সকল দ্রব্যের সংবাদ লইবেন, স্বয়ং সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং ভবিষ্যতে যাহার প্রয়োজন হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার যোগাড় করিয়া রাখিবেন। অনেক গৃহিণী মনে করেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহারা দৃষ্টি না করিলেও চলে; তাহা নহে। সুগৃহিণীর চক্ষু সকল দিকেই থাকা চাই; সকল দিকে দৃষ্টি রাখিলে ব্যয় বাহুল্য ও দ্রব্যাদি নষ্ট হইতে পারে না, দাস দাসী ও বাড়ীর সকলে সর্ব্বদা সাবধান থাকে,এবং কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য কিম্বা প্রতারণা করিতে সাহসী হয় না। গৃহ যাহাতে সর্ব্বদা শান্তি সুখে পূর্ণ থাকে, সকল কার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, স্বামীর ও পরিবারের যাহাতে সম্মান ও সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে, গৃহিণীগণ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন; গৃহিণীর দোষ গুণের উপর সংসারের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। আকাশে চন্দ্র উদিত না হইলে পথিক যেরূপ পথে নানা কষ্ট পায় ও অন্ধকারে দিক-ভ্রমবশতঃ লক্ষ্যহারা হইয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে থাকে, সেইরূপ গৃহে সুগৃহিণী না থাকিলে গৃহস্বামীকে দিশাহারা হইয়া নানাকষ্ট ও যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। গৃহিণীর একটু গম্ভীর হওয়া চাই, কারণ তিনি কোন প্রকারে চপলতা প্রকাশ করিলে, কেহ তাঁহাকে ভয় বা মান্য করে না; অধীনস্থ ব্যক্তিগণ গৃহিণীকে একটু ভয় ও ভক্তি

না করিলে, কার্য্য সুচারুরূপে চলে না। সুতরাং গৃহিণীগণ সকলের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন যে, কেহই যেন তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা তাঁহাদের কথা অমান্য করিতে সাহসী না হয় এবং তাঁহারা যখন যাহাকে যেরূপ করিতে আদেশ করিবেন, সেই যেন তাহা অতি আহ্লাদের সহিত পালন করে। অনেক গৃহিণীকে কেহই মান্য বা ভয় করে না, এমন কি দাস দাসীরা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। গৃহিণীগণের ব্যবহারের দোষেই এরূপ হয়; তাঁহারা যদি চপলতা প্রকাশ করিয়া কিম্বা অন্য প্রকারে দাস দাসী ও অধীনস্থ লোকের ভয় ভাঙ্গিয়া না দেন, তবে তাহারা কখনই তাঁহাদের প্রতি কুব্যবহার করিতে সাহসী হয় না।

অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদের আহার হইল কি না, তাহাদের কোন অভাব আছে কি না, তাহারা সকলের নিকট সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেছে কি না, গৃহ-কর্ত্রীর এইসব বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই। গৃহিণীগণের লোক-চরিত্র শিক্ষা করা ও আবশ্যক; দাস দাসী ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কাহার কি প্রকার স্বভাব, কে দুষ্ট, কে শিষ্ট, কে কি প্রকার ব্যবহার করে, সুগৃহিণীগণ সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং কাহার কোন প্রকার দোষ দেখিলে তাহাকে উপযুক্ত শাসন করিবেন কিম্বা প্রয়োজনীয় ও সম্ভব হইলে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন; কারণ গৃহে একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি থাকিলে, তাহার সংসর্গে থাকিয়া দশজন সেইরূপ হয়। যে সকল গৃহিণী এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না রাখেন, তাঁহাদিগকে পরে এই জন্য মহা অনুতাপ করিতে হয়, তাহার কোন সন্দেহ

নাই। গৃহিণীর স্বভাব চরিত্রও সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হওয়া একান্ত আবশ্যক; কারণ গৃহের সকলেই তাঁহার অনুকরণ করে এবং তাঁহার কার্য্যাবলী দেখিয়া শিক্ষা পায়। সুতরাং গৃহিণীর কোন দোষ থাকিলে, গৃহের অন্য সকলেও তাহা শিক্ষা করে।

গৃহিণীর পক্ষপাতীত্ব দোষ থাকা চাই না; তিনি আপন পুত্র কন্যাদিগকে যেরূপ দেখিবেন, দেবর ও ভাসুরের পুত্র কন্যাদিগকেও সেরূপ দেখিবেন। তাঁহার স্বার্থপরতা থাকিলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহাকে অতি নীচাশয়া মনে করিবেন। গৃহিণী সকলকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবেন এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন। কেহ তাঁহার অধিক স্নেহ বা দয়ার পাত্র হইলেও প্রকাশ্যে তাহার প্রতি অধিক দয়া বা স্নেহ প্রকাশ করিবেন না, কারণ তাহা করিলে সেই অবস্থার অন্য সকলে দুঃখিত হইবে। কিন্তু যদি কেহ একটা সৎকার্য্য করে, বা সৎসাহসের পরিচয় দেয়, তবে সেজন্য তাহাকে প্রকাশ্যে পুরস্কারাদি দিলে দোষ হয় না, বরং ভাল হয়। কারণ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যেও সেরূপ করিতে চেষ্টা করিবে। পক্ষান্তরে কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে ও প্রকাশ্যে তাহার শাসন করা আবশ্যক, তাহা হইলে অন্যেও সাবধান হইবে। অনেক গৃহিণী এই সকল বিষয়ে তাচ্ছল্য করেন; ইহা অনুচিত। সুগৃহিণীগণের আর একটী বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশু ও রমণীগণের সামান্য পীড়া ও তাহার দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষাকরা প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য, ইহা আমরা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের নব্যা গৃহিণীগণ এই সব আবশ্যকীয় বিষয়ে তাচ্ছল্য করিয়া, 'পশমের কাজ'

প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজের গুণপণা দেখাইতে সমধিক ব্যস্ত। আমাদের নিকট ইহা ভাল বোধ হয় না। আশা করি রমণীগণ এবিষয়ে একটু মনোযোগ প্রদান করিবেন। বস্তুতঃ গৃহকর্ত্রী উপযুক্ত হইলে, বাটীর সকলের মন আনন্দপূর্ণ থাকে, পারিবারিক সুখ বৃদ্ধি হয় এবং গৃহ স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। আশা করি পাঠিকাগণ সুগৃহিণী হইয়া স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পরিজনদিগকে সুখী করিতে যত্নবতী হইবেন এবং সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবেন যে,

"রাজার দোষে রাজ্যনষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়।
গিন্নির দোষে ঘরনষ্ট, লক্ষ্মীছেড়ে যায়॥"

শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত।

বঙ্গদেশের কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কাহারও কার্য্যে শৃঙ্খলা নাই। পুরুষের এই দিকে তত দৃষ্টি না থাকিলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের কার্য্যে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত না থাকিলে, সংসার হতশ্রী হইয়া যায়। অনেক ধনী পরিবারের সংসার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের অভাবে ছারখার হইতে দেখা যায়; আবার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের গুণে অনেক দরিদ্র পরিবারও চিরকাল সুখে কাটাইতে পারে! বঙ্গীয় রমণীগণের এই দিকে মোটে দৃষ্টি নাই বলিলেও বড় অন্যায় হয় না। স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী;—তাহাদের গুণেই গৃহ সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে; আবার তাহাদের দোষেই গৃহ শ্মশান হয়।

অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি তাহারা শৃঙ্খলার লেশ মাত্রও জানেন না, অথচ তাহারাই গৃহের কর্ত্রী। ইহারা কোথায় কি জিনিষ রাখেন, কাহাকে কি দেন এবং ঘরে কোন জিনিষটা আছে, কোন্‌টা নাই, তাহা মনে রাখিতে পারেন না। ইহারা ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে প্রস্তুত নহেন, কোন প্রকারে দিন গেলেই যথেষ্ট মনে করেন! লবণের হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া লবণগুলি মাটিতে পড়িয়া খারাপ হইয়া যাইতেছে, চাউলগুলি অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, বাক্সটী ভূমিতে থাকায় সর্দ্দি লাগিয়া জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কাপড় গুলি ইঁদুরে কাটিয়া ছারখার করিতেছে, তবুও তাঁহাদের চৈতন্য হইতেছে না। যে ঘরে এরূপ গৃহিণী, সে ঘর রাজার সংসার হইলেও অচিরে লক্ষ্মীছাড়া হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সমস্ত জিনিষ রাখা তাঁহাদের অভ্যাস নাই, কোন্ স্থানে কোন্ জিনিষ রাখিলে দেখিতে সুন্দর হয়, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন না। এমনকি কোথায় কোন্ দ্রব্য রাখেন তাহাও প্রতি মুহূর্ত্তে ভুলিয়া যান ; সুতরাং প্রয়োজন হইলে, দুই তিন ঘণ্টা তল্লাস না করিলে কোন জিনিষ পাওয়া ভার হয়। তৈল খুঁজিতে নুন বাহির হয়, কাগজ খুঁজিতে কলম বাহির হয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায় না। অনেক গৃহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একখানা বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে, পাঁচ সাতটা সিন্দুক, দুই তিনটা পেটরা, দুই একটা আলমারা, তিন চারিটা বাক্স ও দুই একটা দেরাজ খুলিয়া, উপরের কাপড় নীচে ও নীচের কাপড় উপরে না আনিলে, তাহা পাওয়া যায় না। একখানা আয়না পাইতে

হইলে, পঞ্চাশবার এঘর ওঘর তল্লাস না করিলে চলে না। এমন কি, সময় সময় দোয়াত, কালী, কলম, দেশলাইর বাক্স, পিরাণ, ছুরী, বাক্সের চাবি, চুলির দড়ি, ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ বিশৃঙ্খলা ও অসাবধানতা যে অতীব অন্যায়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাতে সময় নষ্ট হয়, কার্য্য হানি হয় এবং সর্ব্বদা আবদ্ধ আবদ্ধ বোধ হয়। বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবেন।

ঘরের জিনিষ গুলি উত্তমরূপ সাজাইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে দেখিতে সুন্দর হয় এবং প্রয়োজন মত তল্লাস ব্যতীতই সব পাওয়া যায়। একটী সুসজ্জিত গৃহ দেখিলে মনে মনে কর্ত্রীকে প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা হইলে কোন জিনিষের জন্য তল্লাস করিয়া মরিতে হয় না। অনেকের এমন কু-অভ্যাস যে, যাহা পায় তাহাই আনিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেয়। এরূপে পুস্তক, কাগজ, কলম, কালী, সূতা, পানের মস্‌লা, চুলের দড়ী, ছুঁচ, বস্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্য একস্থানে এরূপ এলোমেলো করিয়া রাখিয়া দেন যে, একটা জিনিষের প্রয়োজন হইলে সমুদয় উলট পালট না করিলে তাহা পাওয়া যায় না। ইহাতে সময় সময় মহাক্ষতি হয়; হয়ত চুলের দড়ী ধরিয়া টান দেওয়াতে কালীর দোয়াতটী উল্টাইয়া পড়িয়া বস্ত্র, পুস্তক, ইত্যাদি সাধের দ্রব্য সকল কালীময় হইয়া গেল; না হয় পানের মস্‌লাগুলি ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িল। এমনও অনেক স্ত্রীলোক দেখা যায় যে, তাহারা লেপ, তোষক, মশারি,

বস্ত্র প্রভৃতি জিনিষগুলি এমন করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দেন যে ধুতিখানা নামাইতে হইলে অগ্রে লেপ ইত্যাদি না নামাইলে চলে না ; কেহ কেহ আবার খাট, তক্তপোষ ইত্যাদির নীচে বা অন্যত্র ঘটী, বাসন প্রভৃতি এমন ভাবে এলোমেলো করিয়া রাখেন যে, উহার কোন একটা দ্রব্যের দরকার হইলে সমস্ত গুলি স্থানান্তরিত না করিলে হয় না। ইহা যে নিতান্ত অসুবিধা জনক, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সুতরাং শৃঙ্খলা শিখিতে হইলেই প্রথমতঃ সমুদয় দ্রব্য এক স্থানে রাখিবার অভ্যাসটী পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উত্তমরূপে রাখিতে অভ্যাস করিতে হইবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষাদি এমন স্থানে রাখিবে, যেন প্রয়োজনের সময় সহজে পাওয়া যায়। দ্রব্যাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া না রাখায় সময় সময় বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আমরা জানি একটী রমণী ইছুঁর মারিবার জন্য মুড়ির সহিত দারমুজ ও অন্য বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া একস্থানে রাখিয়া দেন। তাঁহার পুত্র সেই মুড়ি খাইয়া ভবলীলা শেষ করেন। ইহার পর ও কি রমণীগণ দ্রব্যাদি যথোপযুক্ত স্থানে রাখিতে অভ্যাস করিবেন না ?

গৃহের পারিপাট্য বিধানে ইংরেজ-রমণীগণ বড়ই পটু; কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্য রাখিলে সুন্দর দেখায় অথচ কার্য্যের সুবিধা হয়, তাহা তাঁহারা বেশ বুঝেন। উহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, তাহারাও গৃহটীকে উত্তমরূপ সজ্জিত করিয়া রাখে ; উহাদের এক একটী গৃহ এক একটী ছোট খাট স্বর্গ ; নিতান্ত গরীব একটী ইংরেজের বাড়ী যাও, দেখিবে ঘরগুলি

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গৃহসামগ্রীগুলি সুন্দর, ঘসা মাজা ও যথাস্থানে স্থাপিত। শৃঙ্খলার অভাব কোথায় ও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু বঙ্গীয় গৃহে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বাসস্থান সজ্জিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ না হইলে মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। অনেক লোক যে অধিকক্ষণ বাড়ীতে থাকেনা, ইহা তাহার একটী কারণ। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গ-মহিলাগণ তাহা বুঝেন না। আমরা বঙ্গ মহিলাদিগকে বিলাসিনী হইতে বলি না, কিম্বা বৃথা ব্যয় বাহুল্য করিয়া গৃহ সজ্জিত করিতে ও বলি না; আমরা বলি গৃহে যে সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য আছে, তাহা এলোমেলো, অপরিষ্কার করিয়া না রাখিয়া যেন সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন।

যখনকার যে কাজ তাহা তখনই করিয়া ফেলা উচিত; আজ করিব, কাল করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখিলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্ধারিত করিয়া, যে সময়ের যে কাজ তাহা তৎক্ষণাৎ করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে কার্য্য সহজ বোধ হয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে কার্য্য করিবার অভ্যাস জন্মে। যেসকল রমণী তাহা না করিয়া, যখন যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ করে, তাহারা সুগৃহিণী হইতে পারে না। কোন কোন রমণী লিখিবার সময় পড়িতে বসেন, আহারের সময় ঘুমাইয়া পড়েন এবং কার্য্যের সময় গল্প জুড়িয়া দেন। শৃঙ্খলার অভাব বশতঃ অনেক সময় রমণীগণ নানা কষ্ট ভোগ করেন, তবুও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে কার্য্য করেন না ও করিতে যত্ন করেন না।

বঙ্গ-ললনাগণ একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন সময় বিশৃঙ্খলাও বেবন্দোবস্তের অনেক পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐ

দ্রব্যটা সঙ্গে আসিল না, ঐটা সঙ্গে না নিলেই চলে না, ছেঁড়া মাদুরটা রাস্তায় নিলে উপকার হইবে ইত্যাকার নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে এক হট্টগোল উপস্থিত করিয়া দিয়া ইতঃস্তত ঘুরিতে থাকে এবং এই প্রকারে অযথা বিলম্ব করিয়া ফেলে। পূর্ব্বে সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিলে এরূপ হইতে পারে না। বাঙ্গালী রমণীর স্থান পরিবর্ত্তন যেন এক মহাযজ্ঞ। ইহাদিগকে সঙ্গে নিয়া রেলে চলা বড় যন্ত্রণাদায়ক। তাই বুঝি স্ত্রীলোক লইয়া পথ ভ্রমণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। রমণীগণ এবিষয়ে একটু সতর্ক হইবেন না কি ?

শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত ও শিক্ষা করিতে হইবে। কি প্রকারে সংসারের জিনিষাদির অপব্যয় না হয়, কি করিলে পরিমিত ব্যয়ে সংসার নির্ব্বাহ করা যায়, এবং কি করিলে ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে, প্রত্যেক বুদ্ধিমতী মহিলার তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন কোন মহিলা এ বিষয়ে বড় উদাসীন। ঘরের দ্রব্যাদি সর্ব্বদা লোকসান যাইতেছে, দাস দাসীরা অনেক জিনিষ চুরি করিয়া নিজগৃহে নিয়া যাইতেছে, যে তিনি চারি দিনের মধ্যে ফিরাইয়া দিবে বলিয়া একটা দ্রব্য চাহিয়া লইয়া গেল, সে তিন চারি মাসেও তাহা ফিরাইয়া দিতেছে না, তবুও অনেক গৃহিণী দৃষ্টিপাত করেন না।

গৃহস্বামীগণ সকল দ্রব্যই যথেষ্ট পরিমাণ আনিয়া দিতেছেন, কিন্তু কাজের সময় কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। যাহা আসিতেছে তাহা তৎক্ষণাৎ খরচ হইয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় হইতেছে না। বাড়ীতে এক জনের পীড়া হইল, চিকিৎসক সাবু ব্যবস্থা করিলেন। সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান

করিয়া সাবু পাওয়া গেল না; গ্রাম্য বাজারেও হয়ত সাবু নাই। তখন মহাবিভ্রাট উপস্থিত হয়। মনে কর নিকটবর্ত্তী সহর হইতে এক সের সাবু আনা হইল, রোগী আরোগ্য লাভ করিল; তিনি পোয়া সাবু রহিয়া গেল। এক মাস পর আর এক জনের পীড়া হইল; তখন সেই সাবুর অনুসন্ধান হইল, কিন্তু গৃহিণী তাহা কোথায় রাখিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারিলেন না, সুতরাং তাহা পাওয়া গেল না।

যে গৃহের গৃহিণীগণ ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে চান না, সে গৃহের মঙ্গল নাই। অনেক সম্পন্ন পরিবারে দেখিয়াছি যে বাড়ীতে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে, সময় সময় হুলস্থূল পড়িয়া যায়। গৃহে হয়ত জলযোগ বা আহারের উপযুক্ত কোন সামগ্রী নাই। বাবু পলান্ন রাঁধিতে হুকুম পাঠাইলেন; কিন্তু তদুপযুক্ত কোন দ্রব্যই গৃহিণী খুঁজিয়া পাইলেন না। গ্রাম্য বাজারেও হয়ত তাহা পাওয়া গেল না। তখন কিরূপ বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়, পাঠিকাগণ তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কুগৃহিণীর দোষে এসব হয়; কারণ কর্ত্রী যদি পূর্ব্বেই এই প্রকার আবশ্যকের বিষয় চিন্তা করিয়া, সকল জিনিষ কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তবে কার্য্যের সময় এত বৃথা দৌড়াদৌড়ি ও করিতে হয় না, কার্য্য ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। ফলতঃ মহিলাগণের গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত না থাকাতে অনেক সময় কর্ত্তা বাবুদিগকে লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হয়। যে গৃহিণীরা শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত জানেন, তাঁহারা নিতান্ত সামান্য দ্রব্যও অবহেলা করেন না। কারণ তাহারা জানেন যে, সামান্য দ্রব্যও সময়ে অসামান্য উপকার সাধন করিতে পারে।

"তৃণ হতে কার্য্য হয়, রাখিলে যতনে" পাঠিকাগণ এই কথাটা মনে রাখিবেন। সুগৃহিণীগণের আর একটা লক্ষণ এই যে, ছয়মাস, একবৎসর এমন কি দশ বৎসর পরে যে কার্য্য করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা তাহার বন্দোবস্ত ও যোগাড় করিয়া রাখেন।

শিল্পশিক্ষা।

শিল্পশিক্ষা রমণীগণের একটী প্রধান কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ যত প্রকার শিল্প শিখিতে পারেন, তাহার মধ্যে 'শেলাই' প্রধান। দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গ-ললনাগণ এই বিষয়ে বড় অপটু; রমণীগণ শিল্পনিপুণা হইলে কতকগুলি অতিরিক্ত ও অনাবশ্যকীয় ব্যয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ শিলাই করিতে না জানা রমণীগণের পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু অধিকাংশ রমণীই রীতিমত শিলাই করিতে পারেন না। কেহ কেহ সোজা অর্থাৎ 'দৌঁড়েশিলাই' পর্য্যন্ত জানে না; যাঁহার বিদ্যা খুব বেশী, তিনি হয়ত 'বখেয়া শিলাই' পর্য্যন্ত জানেন। গৃহস্থ-ঘরে এরূপ গৃহিণী থাকা বড়ই অন্যায়। কারণ মশারি, লেপের ওয়াড়, বালিসের খোল ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের জন্য দরজীকে পয়সা দিতে হইলে, অনেকের পক্ষে তাহা মহা কষ্টকর হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশ দরিদ্রের দেশ; বঙ্গের অধিকাংশ লোকই অতি কষ্টে দিন যাপন করে। আমাদের দেশে অতি অল্প লোকই স্বচ্ছলাবস্থায় আছে। সুতরাং গৃহি-

ণীরা একটু যত্ন করিলে যে কাজ নিজ হস্তে করিতে পারেন, তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে যে অনেকেরই কষ্ট হয়, তাহার বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

প্রত্যেক ললনার বাল্যকাল হইতে শিলাই করিতে শিক্ষা করা উচিত; শৈশবে অবহেলা করিলে, পরে এইজন্য অনুতাপ হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ আজকাল যেরূপ দিন পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকের স্বামীই যে, জজ, উকীল, ডেপুটীম্যাজি-ষ্ট্রেট, মুনসেফ্ বা অন্য কোন লাভজনক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শত শত টাকা উপার্জ্জন করিবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত। হাইকোর্টে, জজের ও মুনসেফের কাছারীতে শত শত উকীল প্রতিদিন যাতায়ত করিতেছেন, কিন্তু কয়জন লোক আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখে আছেন? চাকরীর অব-স্থাও অতি শোচনীয়। সুতরাং ললনাগণ! সাবধান হও; তোমরা মনে মনে যেরূপ সুখের চিত্র অঙ্কিত কর, পুরুষেরা বাস্তবিক তত সুখী নহে; সংসারের চিন্তায় অনেকের শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে। অতএব তোমরা বাবুগিরি ও অলসতা করিয়া দরিদ্র স্বামীকে আরও দরিদ্র করিও না। তোমরা লেপের-ওয়াড়, বালিসের খোল ও বালক বালিকাগণের ব্যবহার্য্য জামা ইত্যাদি গৃহে তৈয়ার করিতে পারিলে, অনেক স্বামী পরমোপকার প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিলাতে যে রমণী শিল্পে সুনিপুণা নহে, তাহার বর পাওয়া ভার হয়; এজন্য তথা-কার সাধারণ ও মধ্যম অবস্থার লোকের কন্যাগণ বাল্যকাল হইতে অতি যত্নে ইহা শিক্ষা করে। বিলাতের অধিকাংশ রমণীই ব্যবহার্য্য জামা, ইজার ইত্যাদি শেলাই কবিতে জানে, সুতরাং

তথাকার অনেকেরই জামা ইত্যাদির জন্য দরজীকে পয়সা দিতে হয় না, ইহাতে অনেক স্বামীর উপকার হয়; এখন কি ভদ্র-রমণীগণ বিধবা বা নিঃসহায়া হইলে অনেকে গৃহে বসিয়া জামা ইত্যাদি শেলাই করিয়া যে অর্থোপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত করে। শৈশব কাল হইতে উত্তমরূপ শেলাই করিতে শিখিলে, বঙ্গের দরিদ্র বিধবারমণীদিগকে পরপ্রত্যাশিনী হইয়া চিরকাল কষ্ট পাইতে হয় না। বঙ্গ-রমণীগণ ইংলণ্ডীয় রমণীগণের দোষ গুলি বেশ অনুকরণ করিতে শিখেন, কিন্তু তাহাদের গুণগুলি ত কাহাকে ও অনুকরণ করিতে দেখিনা।

শিলাই করিতে শিক্ষা করা ও কঠিন নহে; আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে যে কোন রমণী অল্প দিনের মধ্যেই ইহাতে নিপুণা হইতে পারেন। প্রথমতঃ দেঁড়ে (সোজা) শিলাই শিখিতে হয়, ইহাতে বেশ পাকা হাত হইলে 'বখেয়া' শিলাই শিখিতে হইবে। দেঁড়ে ও বখেয়া শিলাই উত্তমরূপ শিখিলেই মশারি ও লেপ, তোষক, বালিস ইত্যাদির ওয়াড় শেলাই করিতে পারা যায়। রিপুকর্ম্মও শিক্ষাকরা আবশ্যক; শাল, রেপার, বনাতের জামা প্রভৃতি শীতবস্ত্র ইন্দুঁরে কাটিলে জিনিষ গুলি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু রিপু করিতে জানিলে, তাহা হইতে পারে না। এই সব উত্তমরূপ শিক্ষা না করিয়া, কম্ফর্টার, টুপী, মোজা ইত্যাদি পশমের কাজ শিখিলে তাহাতে প্রশংসা নাই। কারণ যে বিদ্যায় প্রতিদিন উপকার পাওয়া যায়, তাহা অগ্রে আয়ত্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত কম আবশ্যকীয় বিদ্যা শিক্ষা করা মূর্খের কর্ম্ম। রমণীগণ পিরাণ শিলাই করিতে পারিলে অনেক স্বামী যে ব্যয়বাহুল্য হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, তাহা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি ; যে পরিবারে অধিক লোক, সে গৃহের গৃহিণীর ত ইহা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেক লোক প্রতি বৎসর দরজীকে যত টাকা দেন, তাহার অর্দ্ধেক টাকা দিয়া একটা শিলাইর কল ক্রয় করিয়া দিলে, বুদ্ধিমতী রমণীগণ তদ্বারা অতি সহজে শিলাই শিক্ষা করিতে পারেন; ফলতঃ রমণীগণ এ বিদ্যায় নিপুণা হইলে অনেক টাকা থাকিয়া যায় এবং তাঁহাদেরও সময় কর্ত্তনের সুবিধা হয়। এতদ্ব্যতীত স্বামী, পুত্র, কন্যাগণকে নিজের হাতের তৈয়ারী জামা ব্যবহার করিতে দেখিলে কি সুখ হয় না? স্বামী ও পুত্র, কন্যাগণ ও কি ইহাতে পরম সুখানুভব করে না? আশা করি সুশীলা ও কার্য্যতৎপরা ললনা-গণ শেলাই শিখিতে যত্নবতী হইবেন।

চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধেও কয়েকটী কথা বলা উচিত; বঙ্গললনাগণ এবিদ্যায়ও পটু নহেন। কেহ কেহ ছবি আঁকিতে পারেন বটে, কিন্তু উত্তম ও দর্শনযোগ্য ছবি খুব কম রমণীই আঁকিতে পারেন। চিত্রবিদ্যা যদিও শেলাইর ন্যায় তত আবশ্যকীয় নহে বটে, কিন্তু যাঁহারা গুণবতী ও আদর্শনারী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক। ব্যবহারের তৈল সুগন্ধী করিতে শিখাও কর্ত্তব্য, ইহা বলিলাম না বলিয়া কোন কোন রমণী হয়ত অবাক্ হইয়াছেন! অবাক্ হইবার প্রয়োজন নাই; অগ্রে শেলাই ও চিত্র শিক্ষা করিয়া পরে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত করিতে শিখুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—বরং সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে; কারণ ইহা শিখিলেও অনেক স্বামীর ব্যয়ভার কিঞ্চিত লঘু হইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উত্তমরূপে ছুঁচ ব্যবহারের অভ্যাসটী করিতে হইবে, ইহা যেন কেহ ভুলেন না।

সতীত্ব।

রাজভক্ত প্রজার নিকট রাজা, জহরীর নিকট উজ্জ্বলহীরা, তৃষ্ণাতুরের নিকট শীতল জল এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত যুবক যুবতীর নিকট সঞ্জীবনী রস যেরূপ আদরের ধন, রমণীর নিকট সতীত্ব তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক প্রিয় সামগ্রী। রমণীর সহস্রগুণ একদিকে, সতীত্ব অপরদিকে। আকাশে চন্দ্র উদিত না হইলে যেরূপ লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র ও আলোক প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ সতীত্বরতন হারাইলে অন্য সহস্রগুণেও রমণীর শোভা হয় না। যে রমণী সতীত্ব ভূষণে ভূষিতা, সে চণ্ডালকন্যা হইলেও লক্ষ্মীতুল্য পূজ্যা; আর যে রমণী সতীত্ব-ভূষণচ্যুতা, সে রাজকন্যা হইলেও পিশাচী, ঘৃণার্হা, ও সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়া। ভারত-ললনাগণ সহস্র সহস্র বৎসর সতীত্বের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ত্রিভুবনের সমস্ত লোকের ভক্তি ও অর্চ্চনার পাত্রী হইয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্রতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয় অবগত হইলে মন ভক্তিরসে পূর্ণ হয়।

সতীত্ব কাহাকে বলে, এক কথায় তাহা বলা যায় না; সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্রতা সাধ্বীর লক্ষণ; সেই সাধ্বীর ধর্ম্মের নাম সতীত্ব। সুতরাং সাধ্বী ও সতী প্রায় একার্থবোধক। রমণীর প্রধান ও প্রথম শিক্ষা সতীত্ব। সতীত্ব সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম। যাহার হৃদয়ে সতীত্বের বিমল জ্যোতিঃ নাই, তাহার কোন ধর্ম্ম নাই ও থাকিতে পারে না, থাকিলেও সে ধর্ম্ম ক্ষণস্থায়ী মাত্র; কারণ-সতীত্ব ধর্ম্মের বন্ধন। জল ব্যতীত যেরূপ মৎস্য জীবিত থাকিতে

পারে না, আহার ব্যতীত যেরূপ মানুষ বাঁচে না, সেইরূপ যে রমণী হৃদয়ে সতীত্ব বা পবিত্রতা নাই, সে হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ শুকাইয়া যায়। কাজেই বলিতেছি, সতীত্বই রমণীর প্রধান বা একমাত্র আশ্রয়।

আজ কাল সতীত্ব বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সতীত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ ও পবিত্র। দুগ্ধে একবিন্দু গোময় পড়িলে যেরূপ তাহা অখাদ্য হয়, পবিত্র সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে এক অঙ্গুলী সরিয়া পড়িলেও সতীত্বের অপমান হয়। কেহ কেহ মনে ভাবেন যে কোন প্রকার কুকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেই সতীত্ব রক্ষা হইল, বস্তুতঃ তাহা নহে। মুহূর্ত্তকাল মনে কোন কুচিন্তা স্থান পাইলেও সতীত্বের মর্য্যাদা থাকে না। সতীর পতিই সব। পতি তাহার ধর্ম্ম, পতি তাহার ধ্যান, পতি তাহার সহায়, পতি তাহার সম্পদ। পতির চরণ সেবা করিয়া সে সুখী হয়, পতির প্রফুল্লবদন দেখিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। সতী রমণী পতির কোন কার্য্যে দোষ দেখে না, এবং কোন অবস্থাতেই স্বামীর প্রতি ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করে না। সে কুৎসিৎ স্বামীকে সুন্দর দেখে, মূর্খ স্বামীকে পণ্ডিত ভাবিয়া ভক্তি করে, বৃদ্ধ স্বামীকে প্রৌঢ় মনে করে; সে স্বামীর সহিত অরণ্যে থাকিয়া ও দিনান্তে এক মুষ্টি আহার করিয়া সুখানুভব করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিজকে সুখিনী মনে করে; সে স্বামীর ধন, মান, সম্পদ, বিপদকে আপনার ধন, মান, সম্পদ, বিপদ জ্ঞান করে। ফলতঃ যে রমণী পিতৃধন-গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে অবহেলা বা স্বামীর প্রতি তাচ্ছল্য করে, সে অসতী ও পিশাচী—নরকেও তাহার স্থান নাই।

পতির অমঙ্গল আশঙ্কা, সতীর এক প্রকৃষ্ট লক্ষণ; সতী সর্ব্বক্ষণ পতির জন্য ব্যস্ত থাকে; কখন পতির অসুখ হয়, কখন তাঁহার মানসিক কষ্ট বা পীড়া হয়, কখন তিনি বিপদগ্রস্ত হন, ইহাই সতীর চিন্তা। সতীর সর্ব্বকার্য্য একদিকে, পতি চিন্তা অপর দিকে। পতির মঙ্গলের জন্য সে সব করিতে পারে, এমন কি যদি আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিম্বা নিজের ক্ষতি করিয়া ও পতিকে সুখী করিতে পারে, তবুও সে বিরত হয় না। সতী সাধ্বীগণ বিবেচনা করেন যে পতিসেবাই তাঁহাদের ধর্ম্ম—পতিসেবা ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কাজ নাই। তাঁহারা সকল সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন না; পৃথিবীর সকল লোককে ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু পতির শত্রুগণ তাঁহাদের চক্ষুঃশূল স্বরূপ। এমন কি স্বীয় জনক জননীও যদি পতির শত্রু হন্, তবে তাঁহারা জনক জননীকেও ত্যাগ করিতে পারেন; দক্ষরাজ-কন্যা সতী, পরম সতী ছিলেন, তাই তিনি পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সতীর আর কতকগুলি লক্ষণ আছে; সতী সাধ্বীরা সর্ব্বক্ষণ পতির সহিত থাকিতে চায় এবং পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে ক্রমেই মলিনা, কৃশা ও রুগ্না হইতে থাকে; সতী স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষেরা বিষয় চিন্তাকরে না, কোন পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস বা একাসনে উপবেশন করে না, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না, যে কার্য্যে পরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সে কার্য্য হইতে যত্ন পূর্ব্বক বিরত থাকে, প্রাণান্তে ও পরপুরুষকে নিজের রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখায় না, সতীত্বের গর্ব্ব করে না, কাহার নামে কুৎসা রটায় না, এবং কথনও অশ্লীল গল্প শ্রবণ বা অশ্লীল বাক্য

প্রয়োগ করে না। সে কায়মনোবাক্যে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করে, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাপালনে যত্নবতী হয়, এবং স্বামী যাহা ভালবাসেন শতকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাহা করিতে তৎপরা হয়। স্বামীর কখন কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অগ্রেই তাহার যোগাড় করিয়া রাখে এবং স্বামী কুৎসিৎ, মূর্খ, বৃদ্ধ বা রোগগ্রস্ত যাহাই কেন হউন না, কখনও তাহার বাক্য লঙ্ঘন করে না ও তাঁহাকে কোন প্রকারে মনোকষ্ট দেয় না। সতী রমণী, স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হয়, স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিতা হয় এবং স্বামী বিপদগ্রস্ত হইলে চারিদিক অন্ধকার দেখে এবং নিজে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পতিকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করে। সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানে গমন ও কোন কার্য্য করে না, দ্রুতপদে গমন করে না, স্বামী ব্যতীত কাহার সহিত অধিক কথা বলে না, সর্ব্বদা সর্ব্বশরীর আবৃত রাখে, এবং যে কোনপ্রকারে স্বামীকে সুখী করিতে পারে, তাহা করিতে ত্রুটী করে না।

ইহাই সব নহে ; পতিব্রতা নারী স্বামীর শতদোষ থাকিলেও তাঁহাকে ঘৃণা করে না, শতদোষ থাকিলেও স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসে, ভক্তি করে ও স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে। শ্রীরামচন্দ্র সীতার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া প্রিয়তমা গর্ভবতী ভার্য্যাকে বনে পাঠাইলেন; লক্ষ্মণ সীতাকে ঘোর অরণ্যে রাখিয়া আসিলেন। মেঘে চতুর্দ্দিক অন্ধকার, ঝড়বৃষ্টি হইতেছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, এমন সময় সীতা বনে একাকিনী! আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, নিকটে জন প্রাণী নাই, চতুর্দ্দিকে হিংস্র

জন্তু বিচরণ করিতেছে, এমন অবস্থায় লক্ষ্মণ সীতাকে বনে রাখিয়া আসিলেন ! ভয়ে, দুঃখে, অভিমানে সীতার চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু তিনি স্বামী কর্ত্তৃক বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা হইলেন বলিয়া তাঁহার মুখ হইতে একটী ও উচ্চ বাক্য বাহির হইল না ; তিনি নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেবর ? তোমার ভয় নাই, আমি তোমার সঙ্গে যাইব না;আমাকে বনে রাখিয়া যদি তোমরা সুখে থাক, তবে আমি তোমাদের সুখ ভঙ্গ করিতে যাইব কেন ? তোমরা সুখে থাক—আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। যাও ; গৃহে গিয়া রঘুরাজকে বলিও যে যদিও তিনি সীতাকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা করিলেন বটে, কিন্তু অভাগা সীতা তাঁহার চরণসেবা ব্যতীত আর কিছুই জানে না ; যতক্ষণ জীবিত থাকিবে তাঁহারই চরণ ধ্যান করিবে।" সীতা পরম সতী ছিলেন ; তাই স্বামী দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়াও তাঁহার পতিভক্তি, পতিপ্রেম হ্রাস হইল না, তখনও তিনি পতিকূলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। এত গুণ ছিল বলিয়াই সীতা পূর্ণলক্ষ্মী ; এত গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহার নামে মানুষ পবিত্র হয়।

সতী সাধ্বীরা সকল অবস্থায়ই স্বামীর সহায় ও সঙ্গিনী ; রাজা হরিশ্চন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রকে রাজ্য দান করিয়া পথের ভিখারী হইলেন, তখন রাজমহিষী শৈব্যা স্বামির সঙ্গিনী হইয়া বনে বনে, পথে পথে ভ্রমণ করিলেন, কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, বিশ্বামিত্রের দক্ষিণার জন্য নিজের বহুমূল্য অলঙ্কার গুলি প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও স্বামীকে ঋণমুক্ত

করিতে না পারিয়া অবশেষে নিজের শরীর বিক্রয় করিয়া এক ব্রাহ্মণের দাসী হইয়াছিলেন। যে সকল রমণী স্বামীর দুরবস্থা দেখিলে সাহায্য না করিয়া বরং স্বামীকে নানা অপ্রিয় বাক্য বলিয়া নিজের সুখের জন্য পিত্রালয়ে গিয়া বাস করিতে চান, তাঁহারা শৈব্যার চরিত্রটী সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবেন। যাহারা বিপদের সময় স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহারা মানবী নহে, পিশাচী।

অশ্বপতি রাজার কন্যা সাবিত্রীও সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগৎপূজ্যা হইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী একদিন সত্যবানকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন; সত্যবান তখন বনবাসী, নিরাশ্রয়। সাবিত্রী পিতাকে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে নারদ মুনি আসিয়া অশ্বপতিকে বলিলেন "সত্যবান এক বৎসরের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে; সুতরাং উহার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ হইলে, সাবিত্রী বৎসরান্তে বিধবা হইবে।" অশ্বপতি তনয়াকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিয়া সত্যবানের আশা ত্যাগ করিতে বলিলেন; কিন্তু সাবিত্রী স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন "আমি যখন মনে মনে সত্যবানকে স্বামী কল্পনা করিয়াছি, তখন সত্যবান ব্যতীত অন্য কেহ আমার পতি হইতে পারে না; সুতরাং বৎসরান্তে বিধবা হই সেও ভাল, তবুও অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিব না।" প্রকৃত সতী সাধ্বীদিগের হৃদয় কেমন পবিত্র, কেমন উচ্চ। যথাসময়ে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইল, বৎসরান্তে সত্যবান প্রাণত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন—

কিছুইতে স্বামীকে ছাড়িবেন না। সতী সাবিত্রীর সতীত্বের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিয়া যমদূতগণ ভয় পাইল, তাহারা সত্যবানকে নিতে পারিল না। স্বয়ং যম আসিলেন, তিনিও বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে সাবিত্রীকে বরপ্রদান করিয়া গেলেন। সত্যবান জীবিত হইলেন, তাঁহার পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। সতীত্বের তেজ অসাধারণ; সতী রমণী না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই। সাবিত্রী সতীত্বের আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত ঘরে ঘরে "সাবিত্রীব্রত" হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারতে শকুন্তলা, দময়ন্তী প্রভৃতি অনেক আদর্শ সতীর বর্ণনা আছে। তাঁহাদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মনে এক অপূর্ব্ব ও পবিত্র ভাবের উদয় হয়।

পূর্ব্বকালের ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা, আদর্শসতী আজকাল যে বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষে একবারেই নাই, এরূপ নহে। এখনও আমাদের দেশে এরূপ অনেক দেব-কন্যা আছেন যে তাঁহাদের বৃত্তান্ত অবগত হইলে মনে অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মে এবং তাঁহাদিগকে পূজা করিতে ইচ্ছা হয়! গ্রন্থকারের পরিচিত একটী সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী কোন কারণে স্বামীর বিরাগভাজন হন ; এই সূত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যাক্যালাপ বন্ধ হয়। অবশেষে এরূপ হইয়া পড়িল যে, স্বামী স্ত্রীর হাতে খাইতেন না, স্ত্রীকে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি স্ত্রীর প্রেরিত আহারীয় দ্রব্যাদিতে বিষ মিশ্রিত থাকা অসম্ভব নহে এরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাবধান থাকিতেন। সেই দুঃখিনী রমণীর হৃদয়ে কিন্তু কোনই দোষ ছিল না; তিনি অতি সরলা, অতি শান্তস্বভাবা এবং অতি পতিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। স্বামী

তাঁহাকে অবিশ্বাস ও তিরস্কার করিতেন বলিয়া তাঁহার পতিভক্তি হ্রাস হইত না। স্বামীর নিকট নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে নীরবে কত কাঁদিতেন, কত ভক্তি করিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতেন কিন্তু কথনও কাহার নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে যত্নবতী হইতেন না এবং মনের দারুণ কষ্ট কাহাকেও জানিতে দিতেন না। যাহাতে সকলে স্বামীকে ভাল বলে এবং স্বামীর মঙ্গল হয়, প্রাণপণে তাহা করিতেন। তাঁহার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে বলিয়া কেহ যদি তাঁহার নিকট স্বামীর নিন্দা করিত, তবে সেই রমণী বিরক্তির সহিত সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। স্বামীর পাছে অমঙ্গল ঘটে এই ভয়ে সকল অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়াও শাঁখা সিন্দুর ব্যবহার করিতেন। এইরূপে নানা কষ্ট ও নানা অত্যাচারে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল, তবুও স্বামী স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বামীর ভয়ানক পীড়া হইল, চিকিৎসকগণ বলিলেন জীবনের আশা নাই। তখনও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকট গেলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন। সেই দুঃখিনী রমণী তখন পাগলিনীর ন্যায় হইলেন। গভীর রজনীতে যখন সকলে নিদ্রা যাইত তখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর গৃহদেবতার মন্দিরে গিয়া হাত জোড় ও চক্ষু মুদিত করিয়া ভক্তির সহিত ভগবানকে কত ডাকিতেন এবং কত কাঁদিতেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে স্বামী সেই রোগেই প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু সতীর প্রার্থনা একবারে বৃথা যায় নাই। মৃত্যুর দশ এগার ঘণ্টা পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীকে তাঁহার নিকট ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; এখন আমি

সব বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার ন্যায় সতী সাধ্বী স্ত্রী সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তুমি আমার গৃহের লক্ষ্মী; এইবার আরোগ্য হইলে তোমার কথা ব্যতীত আমি কোন কার্য্য করিব না— আমাকে মাপ কর।” সতী এদৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না— উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিলেন “আপনি এমন কথা বলিবেন না, আপনার ত কোন দোষ নাই।” ফলতঃ এরূপ রমণীকে কাহার না পূজা করিতে ইচ্ছা হয়?

রাজপুত-ললনাগণ ও সতীত্বের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন; কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন যবন সম্রাটেরা চিতোর নগর আক্রমণ করিয়া রাজপুত বীরদিগকে পরাজিত ও হত করিয়াছিল, রাজপুত ললনাগণ দুরন্ত যবনের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য দলে দলে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! সহমরণ প্রথাও হিন্দুরমণীর সতীত্বের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ। শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু ললনাগণ স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই চিতানলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে দগ্ধ করিতেন। বস্তুতঃ সতী সাধ্বীরা স্বামীকে আপন জীবন অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে এবং সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই পতির অনুবর্ত্তিণী হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পতিব্রতা রমণীরা স্বামী কাতর হইলে কাতর হন, স্বামী তুষ্ট হইলে তুষ্ট হন, স্বামী বিদেশে থাকিলে মলিন হন। সতী পতি ভিন্ন আর কিছু চিনে না, আর কিছু বুঝেনা ও বুঝিতে চায় না। পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদের বিনিময়েও যদি তুমি তাহার পতি চাও, তবুও সে তোমার দান অগ্রাহ্য করিবে। সে জানে পতিই তাহার ধর্ম্ম, পতিই তাহার অর্থ, পতির সঙ্গে বাসই

তাহার স্বর্গে বাস। সে ভাবে পতি থাকিলে তাহার সব রহিল, পতি গেলে তাহার সর্ব্বস্ব গেল।

ইহা সতীর প্রথমাবস্থা; দ্বিতীয় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর। এই অবস্থায় সে সমস্ত পৃথিবীতেই পতিকে দেখিতে পায়; আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না, ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি থাকে না, কাহার সহিত আলাপ করিতে ভাল বাসে না—কেবল অনুক্ষণ পতিচিন্তা, পতিধ্যান। তখন সে পতি হইতে বিচ্ছিন্না হইলে, এমন কি পতিহীনা হইলেও বিশেষ দুঃখিতা হয় না; সেভাবে আমার পতি মরেন নাই, তিনি মরিবেন কেন?—স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি এখন ঈশ্বরের নিকট আছেন, সুখে আছেন। তবে তাঁহার জন্য আমি কাঁদিব কেন? তিনি সুখে থাকিলেই হইল, যেখানেই থাকুন না কেন, তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি আমাকে দেখিতেছেন; তবে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই না এই মাত্র কষ্ট। কিন্তু তাহার ভাবনা কি? আমি মরিলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইব, তখন কত সুখী হইব, কত আনন্দ অনুভব করিব। যাহারা অদৃষ্ট দোষে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা এইরূপ উপদেশ দিতেছি। বিধবা রমণীগণ এক মুহূর্ত্তও যেন মৃত স্বামীকে ভুলেন না; সর্ব্বদা তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করুন। স্বামী নাই, এরূপ যেন কখনও ভাবেন না; স্বামী এই পৃথিবীতে নাই সত্য, কিন্তু তিনি স্বর্গে আছেন। সৎকার্য্য করিলে, সৎপথে চলিলে অবশ্যই তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবেন ইহা মনে রাখিয়া পতির ধ্যান করুন, জগদীশ্বরের নাম জপ করুন, এবং সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র ও শুদ্ধাচারিণী হইতে যত্নবতী হউন।

লক্ষ্মীর বচন। *

একদা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ভ্রমণ করিতে করিতে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে ছিলেন এমন সময়ে বিষ্ণু স্বীয় ভার্য্যা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয়তমে। তুমি কি প্রকার স্ত্রীলোকের গৃহে বাস কর ?" তদুত্তরে লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন "যে নারী পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে, আহ্লাদের সহিত পতিবাক্য প্রতিপালন করে, পতির ভোজন হইলে ভোজন করে, সে রমণীতে আমি বাস করি ; যে রমণী উত্তমরূপ বিভূষিতা, পতিব্রতা, প্রিয়বাদিনী, দয়াশীলা, জিতেন্দ্রিয়া ও কলহ প্রভৃতি হইতে বিরত থাকে, তাহার গৃহে আমি থাকিতে ভালবাসি। যে রমণী পর দ্রব্যে লোভ করে না, একাকী ভোজন করে না, প্রিয়বাক্য দ্বারা সকলকে সুখী করিতে যত্ন করে, বৃদ্ধকে সম্মান করে, অল্প কথা বলে, সময়ের কাজ সময়ে করে, সর্ব্বদা সত্যকথা বলে, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, কাহার প্রতি দ্বেষ হিংসা করে না এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্টা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, আমি তাহাদিগকে বড় ভালবাসি। যে স্ত্রীলোক খলস্বভাব, পাপ কার্য্যে রত ও ক্রোধযুক্ত তাহারা আমার চক্ষুঃশূল ; যাহারা ভিজাপায় শয়ন করে, শরীর ও বস্ত্র মলিন রাখে, অধিক ভোজন করে, সর্ব্বদা নিদ্রায় অতিবাহিত করিতে চায়, শরীরের প্রতি অযত্ন করে, নিজ-গৃহ ছাড়িয়া

---

* কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্টে লিখিত হইল। গ্রন্থকার।

পরের গৃহে বাস করে এবং যে নারী চঞ্চলা ও ধৈর্য্যহীনা তাহাদিগকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে যে লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করিবে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিবে, মনোযোগ সহকারে গৃহকর্ম্মে রত থাকিবে, স্বামীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে, শরীর, কেশ, দন্ত, বস্ত্র ও গৃহসামগ্রী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং স্বামীর ধনবৃদ্ধি করিতে যত্নবতী হইবে।" যাঁহারা প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে চান, তাঁহারা যেন লক্ষ্মীর বাক্যে কখনও অবহেলা করেন না।

বিবিধ উপদেশ।

পতিগৃহ।—রমণীগণ বাল্যকালে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন। বিবাহিতা রমণীর স্বামীই প্রধান সহায় ও অবলম্বন। বিবাহিতা হইলে পতি গৃহকে নিজগৃহ মনে করিতে হইবে এবং সুখে হউক, দুঃখে হউক সে স্থানেই বাস করা কর্ত্তব্য। সতী সাধ্বীরা পিত্রালয়ের 'দুধভাত' অপেক্ষা পতিগৃহের শাকান্ন অধিক ভালবাসেন। অনেক রমণী পিত্রালয় হইতে স্বামীগৃহে যাইবার সময় কাঁদিয়া আকুল হন—যেন কি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছেন। এ স্বভাব ভাল নহে তাহা বলা অনাবশ্যক।

কর্ত্তব্যকর্ম্ম।—কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে কোন প্রকার ঔদাস্য বা তাচ্ছল্য করা অনুচিত যাহা উচিত বুঝিবে, প্রাণপণে তাহা করিবে। পরের কথায় বা সুখের প্রলোভনে কর্ত্তব্য

ভুলিও না। অনেকে যাহা উচিত বুঝেন, পরনিন্দার ভয়ে কিম্বা চক্ষু লজ্জায় তাহা করিতে অনেক সময় সাহসী হন না। এরূপ ভীরুতা ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিচায়ক। পরের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া আপন কর্ত্তব্য সাধন করা বুদ্ধিমানের কাজ। শিষ্টতা কি ভদ্রতা দেখাইতে গেলে যদি কখন কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত হয়, তবে সে সময় শিষ্টতা প্রদর্শন না করাই উচিত। কারণ কর্ত্তব্য পালনই মানব জীবনের প্রধান কাজ।

অনুকরণ।—দশ জনে যাহা করে, তাহা করিতেই হইবে এরূপ ভাবিও না। কোন শিক্ষিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তি কুকার্য্য করিলে তোমরা তাহার অণুকরণ করিও না। ভ্রম প্রমাদ সকলেরই হইতে পারে, সুতরাং বিজ্ঞলোকে যাহা কিছু করিবে তাহাই যে ভাল হইবে এমন নহে। পরের দোষভাগ ত্যাগকরিয়া গুণভাগ অনুকরণ করিতে শিখ। শিক্ষিত লোকেরা যাহা করেন, তাহা করিও না, তাঁহারা যেরূপ উপদেশ দেন সেরূপ করিও। হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া পরের অণুকরণ করা মূর্খেরকাজ।

সুখ।—সুখের জন্য পাগল হইও না। যে সুখ অন্বেষণ করে, সে সুখ পায় না। কেবল ধনেও সুখ হয় না। যে যত্নপূর্ব্বক আপন কর্ত্তব্য পালন করে, কুলোকের কুপরামর্শে কাণ দেয় না, পাপের প্রলোভনে মত্ত না হইয়া সকলকার্য্যে ভগবানের স্মরণাগত হয় এবং নিজের অবস্থায় সুখী ও সন্তুষ্ট থাকে, সে ব্যক্তি প্রকৃত সুখী। আমরা যখন যাহা করি, যখন যাহা ভাবি, সকলই পরমেশ্বর দেখিতে পারিতেছেন ও জানিতেছেন,ইহা অনুক্ষণ মনে রাখিয়া সরল ও পবিত্র অন্তঃকরণে কার্য্য করিলে এবং প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ভগবানকে স্মরণ করিলে

সুখ হয়—নতুবা না। অসরল, কুটীল, অশান্তিপ্রিয়, হিংসুক, পরশ্রীকাতর ও সন্ধিগ্ধচিত্ত লোক কখন ও সুখী হইতে পারেনা।

গাম্ভীর্য্য।—গাম্ভীর্য্য ব্যতীত প্রাধান্য লাভ করা যায় না। মনের কথা যার তার নিকট বলিও না এবং বাচালের ন্যায় অনাবশ্যক কথা বলিয়া নিজের গুরুত্ব নষ্ট করিও না। গাম্ভীর্য্য না থাকিলে সে কখনও সুজননী, সুরমণী ও সুগৃহিণী হইতে পারে না। তরল আমোদ ও ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেই গম্ভীর হইতে পারা যায়।

ক্ষুদ্রদোষ।—অনেকে মনে করেন যে ক্ষুদ্র একটা অন্যায় কার্য্য করিলে ততদোষ নাই, ইহা বুঝিবার ভুল। যাহা অন্যায় বুঝিবে তাহাই পরিত্যাগ করিবে। মানুষ যাহা "ক্ষুদ্রদোষ" মনে করিয়া প্রথমতঃ অবহেলা করে, সেই দোষ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে হইতে এরূপ বড় হইয়া পড়ে যে, পরে তাহা সংশোধন করা যায় না এবং সেই দোষে মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বালক বালিকার অধিক কথা বলার অভ্যাসটা প্রথমতঃ 'ক্ষুদ্র দোষের' মধ্যে পরিগণিত হয়; কিন্তু অধিক কথা বলাতে অনাবশ্যকীয় কথা বলিবার অভ্যাস জন্মে, অনাবশ্যকীয় কথা বলিতে বলিতে মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস হয়, এইরূপে মিথ্যা কথা হইতে পরনিন্দা, পরনিন্দা হইতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা, ইত্যাদি নানা দোষের সৃষ্টি হয়। সুতরাং 'ক্ষুদ্রদোষ' বলিয়া কেহ যেন উহার সংশোধন করিতে অবহেলা করেন না। ক্ষুদ্র দোষ, ক্ষুদ্র সর্প ক্ষুদ্র শত্রু ও ক্ষুদ্র নদীকে অবহেলা করা অপরিণামদর্শীর কার্য্য, ইহা সকলে মনে রাখিবেন।

তোষামোদ।—তোষামোদে কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইও না। অনেক ধূর্ত্ত ও প্রবঞ্চক স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেক সময় তোমার প্রশংসা করিবে এবং মুখে মুখে তোমাকে স্বর্গে তুলিবে। সেই প্রশংসায় আত্মহারা হইও না। তোষামোদকারী দিগকে নীচাশয় বলিয়া ঘৃণা করিও। অনেক মানুষ তোষামোদ-কারীর মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া আনন্দে গলিয়া যান, ইহার ন্যায় মূর্খতা আর নাই। আশাকরি পাঠিকাগণ এরূপ করিবেন না।

সঙ্গিনী।—অতি সাবধানে সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। কারণ সঙ্গিনীর দোষ গুণে স্বভাব অলক্ষিত ভাবে অনেক পরিবর্ত্তিত হয় অসতী ও কুচরিত্রা রমণীগণকে ঘৃণা করিও এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিও। কেহ কেহ ভ্রূকুটী করিয়া কহিয়া থাকেন "মানুষকে ঘৃণা করা অসঙ্গত—সকলকে সমান ভাল বাসা উচিত।" রমণীগণ যেন কখনও এরূপ ধারণার বশবর্ত্তিনী না হন। যাঁহারা বিজ্ঞ, প্রবীণ, ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করুন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহারা অপক্ক বয়স্ক এবং যাহাদের শৈশব ও যৌবন স্বভাব সুলভ অনুকরণ স্পৃহা এখন ও বর্ত্তমান আছে, তাহারা যেন প্রাণান্তে ও কুচরিত্রা রমণীর সহিত বাস বা মেশামেশি করেন না। করিলে তাহাদের চরিত্রও কলুষিত হইয়া যাইবে। কাহার সহিত কখনও অশ্লীল বিষয়ে আলাপ করিও না, অন্যে করিলেও তাহা শ্রবণ করিও না, ঘৃণা প্রকাশ করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিবে। অসৎ সঙ্গে মন ও চরিত্র যেরূপ নীচ হয়, সৎসঙ্গে আবার তেমন উন্নত ও উদার হয়, ইহা মনে রাখা আবশ্যক।

অত্যধিকতা।—কোন বিষয়েই অত্যধিকতা ভাল নহে। অতি পরিশ্রম, অতি আলস্য; অতি সরলতা, অতি বক্রতা; অতি ভদ্রতা, অতি মান; অতি ব্যয়, অতি কার্পণ্য; অতি ক্রোধ, অতি ক্ষমাশীলতা ত্যাগ করিবে।

পরনিন্দা ও দ্বেষ হিংসা।—পরনিন্দা, পরদ্বেষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সৎ লোকে কখনও পরের কুৎসা গাইতে ভালবাসে না। নিন্দুক ও বাচালের কথায় বিশ্বাস করা ও কর্ত্তব্য নহে। উহারা বিনা কারণেও অনেকের নামে কুৎসা রটায়। কেহ কেহ আবার স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা শত্রুতা উদ্ধারের জন্য ও এক জনের নামে মিথ্যা দোষারোপ করে। অতএব অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া যার তার কথায় বিশ্বাস করিও না। তোমার শত্রুগণ সময় সময় তোমার নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তোমাকে লোক সমাজে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা করিতে যত্ন করিবে, অতএব পূর্ব্ব হইতে এরূপ সাবধানে থাকিবে এবং লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবে, যেন কেহ কখনও তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সুযোগ ও সাহস না পায়, বলিলে ও যেন কেহ তাহা বিশ্বাস না করে। পরের ধন, পরের সুখ, পাড়া প্রতিবেশিনীর গহনা দেখিয়া হিংসা করিবে না; নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার উন্নতি করিতে চেষ্টা কর।

পাপ গোপন।—ভ্রম প্রমাদ বশতঃ কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে ভীরুর ন্যায় তাহা অস্বীকার করিও না—মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করিও। সৎকার্য্য কিম্বা পাপ অধিক কাল গোপনে থাকে না, আজ হউক কাল হউক প্রকাশ হইবেই হইবে। কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া অস্বীকার করা

মূর্খের কাজ। এরূপ করিলে লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করে এবং তাহার কথায় কেহ কখন বিশ্বাস করে না। দোষ গোপন করিলে উহার সংশোধন হয় না। পরাশর মুনি বলিয়াছেন "পাপ করিয়া তাহা গোপন করিও না; গোপন করিলে পাপ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু স্বীকার করিলে হ্রাস হইতে থাকে।" কথাটা বড় সত্য। সুবুদ্ধি লোক পাপ গোপন করে না এবং কোন ভাল কাজ করিয়াও প্রশংসা পাইবার জন্য ব্যগ্র হয় না।

নানাকথা।—অপব্যয় করিও না; অল্প ব্যয়ে সম্মানের সহিত সংসার নির্ব্বাহ করিতে যত্নবতী হও। অলসতায় ঘৃণা কর এবং সর্ব্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত থাক। মনে মুহূর্ত্তের জন্যও কোন কুচিন্তা স্থান দিও না। মনে কখন কোন দুর্ভাবনা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, কাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্তা হইবে। কখনও উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিও না; ইহা একটী কুঅভ্যাস। বৃদ্ধের প্রতি সম্মান ও বালক বালিকার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিও এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন কর।

যাহা অন্যায় বুঝিবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিবে; আজ করিব কাল করিব বলিয়া বিলম্ব করিলে দোষ সংশোধন হইবে না। ছোট বড় কোন দ্রব্যের প্রতি তাচ্ছল্য করিবে না; যত্ন করিয়া রাখিলে নিতান্ত ক্ষুদ্র দ্রব্যেও সময়ে উপকার হয়।

অনেকের এরূপ ভীরু স্বভাব যে তাহারা কোন কার্য্য করিতেই সাহস পায় না। মনে ভাবে "আমা দ্বারা একার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে না।" এরূপ ভাবা অন্যায়। সাহসে

কার্য্য আরম্ভ করিলে, যে কার্য্য প্রথমতঃ বড় কঠিন বোধ হয়, তাহাও ক্রমে সহজ বোধ হইবে এবং সুসিদ্ধ হইতে থাকিবে।

রূপের গৌরব করিওনা—রূপ চিরস্থায়ী নহে। আত্ম-প্রশংসা হইতে বিরত থাকিও। ধন, জন যৌবনের গর্ব্ব করিও না, এসব ক্ষণস্থায়ী। ধনের গর্ব্ব না করিয়া সদ্ব্যয় কর এবং সদুপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে তৎপরা হও। অহঙ্কারে প্রকৃতি নীচ ও অনুদার হয়।

অনেকে এক সময়ে অনেক কাজ আরম্ভ করিয়া বসে, কিন্তু কোন কাজই শেষ করিতে পারে না। যে কার্য্য আরম্ভ করিবে তাহা শেষ না হইতে নূতন কার্য্যে হাত দিও না। ক্রোধ ও অভিমান ত্যাগ কর। অনেকে ক্রোধ ভরে এরূপ কার্য্য করিয়া ফেলে, যে রাগ চলিয়া গেলে তাহাদিগকে বড় লজ্জিত হইতে হয়। ক্ষণরাগী ব্যক্তিগণ কথাটা মনে রাখিবেন।

ধর্ম্ম ও কুসংস্কার এক কথা নহে। বঙ্গীয় রমণীগণ অনেক কুসংস্কারাপন্ন রীতি নীতি ও দেশাচারকে ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ মনে করেন। ইহা অন্যায়।

প্রকৃত ধার্ম্মিক।—যাহারা লোকনিন্দার ভয়ে কিম্বা প্রশংসা পাইবার লোভে সৎকার্য্য করে কিম্বা কুকার্য্য হইতে বিরত থাকে, তাহারা ধার্ম্মিক নহে; যাঁহারা ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া বিনা আড়ম্বরে কিম্বা গোপনে সৎকার্য্য করে, তাঁহারাই প্রকৃতি ধার্ম্মিক।

রমণীর ধর্ম্ম।—কুকার্য্য, কু-অভ্যাস প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, সৎপথে চলিয়া ভগবানের পূজা করার নাম ধর্ম্ম। স্বামীর যাহা ধর্ম্ম স্ত্রী তাহাই অবলম্বন করিবেন। কিন্তু স্বামী

কের পক্ষে ইহা সব নহে ; হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পতিসেবা রমণীর প্রধান ধর্ম্ম, পতিসেবায় অবহেলা করিলে, অন্য সব বৃথা হয়। "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ" প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে "যিনি স্বামীর অপ্রিয়কার্য্য করেন, তাঁহার ব্রত, দান, তপঃ, সব বৃথা যায়। ব্রত, দান, ধর্ম্ম, উপবাসাদি কিছুই স্বামীসেবার ষোল ভাগের এক ভাগের তুল্য নহে। বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে,

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো, নব্রতং নাপ্যুপাসনা।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুনরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ, ব্রত, কিম্বা উপবাস নাই ; যিনি পতিসেবা করেন, তিনিই স্বর্গে গমন করেন। যে রমণী স্বামী জীবিত থাকিতে উপবাস বা ব্রত আচরণ করে, সে স্বামীর আয়ুঃ হ্রাস করে এবং নরকে গমন করে। অতএব রমণীগণ মনে রাখিবেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি থাকা যেরূপ আবশ্যক, পতিসেবাও সেরূপ প্রয়োজনীয়।

উপসংহার বা শেষ কথা।

আমাদের বক্তব্য শেষ হইল ; এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত। কিন্তু প্রিয় পাঠক, পাঠিকাগণকে বিদায় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এত সময় আমাদের ছোট, বড় সকল কথা গুলি শ্রবণ করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে কষ্ট হইবে বৈ কি ? আর

সকল কথাই বা বলা হইয়াছে কৈ ? —বঙ্গ-ললনার যাহা কিছু জানা আবশ্যক, যে জ্ঞান তাঁহাদের উপকারে আসিবে, যে দোষ সংশোধন করিলে তাঁহারা পৃথিবীর আদর্শ রমণী স্বরূপ হইতে পারিবেন, গ্রন্থকার সাধ্যানুসারে তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তবু ও মনে হয়, যেন অনেক কথা বলা হয় নাই— কি যেন বলিতে বাকি আছে। তাই প্রিয় পাঠক পাঠিকা দিগকে বিদায় দিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যাহা অনিবার্য্য, তাহার জন্য চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করায় কোন ফল নাই।

বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় আমরা ললনাগণের প্রতি একটু কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি ; আশা করি এজন্য পাঠিকাগণ আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন না। রমণীগণের দোষকীর্ত্তন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে—তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কুপথের অপকারিতা ও দোষগুলি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইয়া দিলে কেবল ফাঁকা উপদেশে কেহ সুপথ অবলম্বন করে না, তাই বাধ্য হইয়া আমরা ললনাগণের দোষগুলি একটু কর্কশভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যে প্রকৃত বন্ধু সে আপাততঃ মধুর ও মনোমুগ্ধকর বাক্যে ভুলাইতে চেষ্টা না করিয়া, মঙ্গল সাধনের জন্য অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়না—হওয়া উচিত ও নহে। ইহা সকলে মনে রাখিবেন। বঙ্গ-ললনার যে অনেক গুণ আছে তাহা আমরা বেশ জানি; কিন্তু সেই গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের অহঙ্কার বৃদ্ধি করা অসঙ্গত বিবেচনায় আমরা গুণের আলোচনা করি নাই, কেবল দোষের আলোচনা করিয়াছি। ইহা হয়ত অনেকের নিকট ভাল লাগিবে না, কিন্তু যে কার্য্যে আশুসুখ, তাহার পরিণাম বড় শুভজনক হয় না, এই সারবান কথাটা মনে থাকিলে বোধ হয় বিরক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইবে।

তারপর শেষকথা। লাভবান হইবার আশায় এই পুস্তক প্রকাশিত করি নাই। যে বঙ্গীয় মহিলার মঙ্গলের সহিত বঙ্গের সন্তান সন্ততির—সুতরাং স্বদেশ ও স্বজাতির—মঙ্গল মিশ্রিত রহিয়াছে, সেই বঙ্গ-ললনার মঙ্গল সাধনই এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না, বঙ্গ-ললনা “ললনা-সুহৃদ্” পাঠ করিয়া উপকৃতা হইবেন কি না, তাহা অবশ্যই আমরা বলিতে অক্ষম। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বঙ্গীয় রমণীগণ “ললনা-সুহৃদ” পড়িলে এবং উহার উপদেশানুসারে চলিলে সুফল পাইতে পারেন এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু সুপথ চিনিলে কেবল হইবে না, সুপথে গমন করিতে হইবে! অনেকের এরূপ অভ্যাস যে একখানা নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হন এবং আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। পাঠের সময় হয়ত গ্রন্থ লিখিত কোন কোন বিষয়ে তাহার মন আকৃষ্ট হয় এবং উহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে অভিলাষ জন্মে, কিন্তু যেই গ্রন্থের নূতনত্ব চলিয়া যায়, অমনি তাহারা সকল ভুলিয়া বসে। কেহ কেহ আবার পুস্তকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবার পড়িয়া যান, কিন্তু গ্রন্থের লিখিত বিষয়ের ঔচিত্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন না। ললনাগণ ঐ প্রকারে “ললনা-সুহৃদ্” পাঠ না করেন, তবেই মঙ্গল। “একবার পড়িতে হইবে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যেন কেহ গ্রন্থপাঠ করেন না; “পড়িয়া শিখিতে হইবে” ইহাই যেন সকলের লক্ষ্য থাকে। যদি আমরা কোন ভালকথা বলিয়া থাকি, ললনাগণের মঙ্গলের জন্য কোন সদুপদেশ দিয়া থাকি, তবে রমণীগণ যেন কার্য্যতঃ আমাদের উপদেশ পালন করেন, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ

ললনা-সুহৃদ্

সম্বন্ধে

সংবাদ পত্রের সমালোচনা।

সহচর (২৫শে ফাল্গুণ, ১২৯৪)—ললনা-সুহৃদ প্রণেতা বাবু সতীশ-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গ-বালিকাগণের প্রকৃত সুহৃদ্। তিনি তাহাদিগকে সুভার্য্যা, সুজননী ও সুগৃহিণী করিবার নিমিত্ত যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন তাহা অবশ্য পালনীয়। বিজলী (২রা ফাল্গুণ, ১২৯৪) বঙ্গীয় রমণীগণের প্রত্যেকের এ পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য। সময় (১৩ই ফাল্গুণ) আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থখানি মহিলাদিগের উত্তম উপযোগী হইবে। গরীব ১৮ই ফাল্গুণ) এরূপ সদুপদেশপূর্ণ স্ত্রীশিক্ষার পুস্তক বঙ্গভাষায় কমই আছে। ঢাকাগেজেট (২২ ফাল্গুণ) "ললনা-সুহৃদ্"; প্রণেতা যে ললনাগণের যথার্থ সুহৃদ্ তাহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায়। শ্রীমন্ত সদাগর (৩০শে ফাল্গুণ) ইহার ভাষা ধীর, শান্ত, নম্র, মধুর, পবিত্র। কুসুমকোমলা রমণীর আদরের, যত্নের ধন—"ললনা-সুহৃদ্" এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ আর কৈ? বঙ্গবাসী (৫ই চৈত্র, ১২৯৪) এই পুস্তক পড়াইলে বালিকা ও স্ত্রী গণের অনেক উপকার হইবে। পুস্তক খানি বালিকা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে। বামাবোধিনী পত্রিকা (চৈত্র, ১২৯৫) এই পুস্তক পাঠে স্ত্রীলোক সাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে।

চারুবার্ত্তা (২১শে চৈত্র, ১২৯৪) বইখানি হিন্দু মহিলাদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। প্রজাবন্ধু (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০) ইহা একখানি উচ্চ অঙ্গের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, লেখার পারিপাট্য আছে। বলিতে কি আমরা "ললনা-সুহৃদ্" পাঠে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাহাদের জন্য ইহা বিরচিত হইয়াছে তাহাদের করকমলে ইহা দেখিলে বড়ই সুখী হইব। রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ (১৯শে শ্রাবণ, ১২৯৫) হিন্দু ললনার "ললনা-সুহৃদ্" বড়ই আদরের জিনিষ। যিনি "ললনা-সুহৃদ্" পড়িয়া চরিত্র গঠন করিবেন, তিনি আদর্শ হিন্দুনারী হইতে পারিবেন ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (২০শে শ্রাবণ) আমরা এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকখানি প্রত্যেক বঙ্গ মহিলাকে পড়িতে অনুরোধ করি। * * প্রত্যেক বাবু ভায়ার স্ব স্ব স্ত্রীকে একখানি "ললনা-সুহৃদ্" ক্রয় করিয়া দেওয়া উচিত।

The Indian Daily News (20th Feb. 1888). Useful and interesting for woman kind. The author deserves great credit, **The Indian Mirror** (4th March) * * It is an excellent production and should sell well. **The Hope** (22nd April 1888) * * The book ought to be in every home. **The Statesman** (13th Oct. 1888) * * The book will, doubtless, be profitably read by those for whom it is intended. **The Amritabazar Patrika** (19th July). The want of a good book for Hindu females is much felt and the work under review is intended to remote it, and, we must say, the object is attained.

স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতীত "সোমপ্রকাশ" বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী, ঢাকাপ্রকাশ, দৈনিক, পতাকা, নব্যভারত, ভারতী, প্রচার, এডুকেশন গেজেট, EVENING NEWS, EAST, YOUNG BENGAL, National Guardian প্রভৃতি বঙ্গের সকল খ্যাতনামা সংবাদ ও সাময়িক পত্র ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বঙ্গভাষায় আছে কিনা, পাঠক বিবেচনা করিবেন। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। নিচের ঠিকানায় প্রাপ্তব্যঃ—

কলিকাতা, ভবানীপুর, ৩৩নং সম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গ্রন্থকারের নিকট; ঢাকা, রীপণ লাইব্রেরী, ষ্টুডেন্ট লাইব্রেরী ও পূর্ব্ববঙ্গ পুস্তকালয় এবং আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী
কলিকাতা।

Printed by. Gopi Nath Bysak,
at the Syamantack-Press.